তারাবীহর রাক‘আত সংখ্যা

একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

প্রকাশক:

হাফেয মুকাররম
বাউসা হেদাতীপাড়া, তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৭১৫-২৪৯৬৯৪, ০১৭২২-৬৮৪৪৯০

প্রথম প্রকাশ:

ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খৃঃ
ফাল্গুন ১৪১৫ বাংলা
সফর ১৪৩০ হিজরী

দ্বিতীয় সংস্করণ:
আগস্ট ২০১০

কম্পোজ:

আছ-ছিরাত কম্পিউটার্স
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী
ফোনঃ ০১৭২২-৬৮৪৪৯০

মুদ্রণে:

বৈশাখী প্রেস, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য: ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

TARABIHR RAKAT SONGKHA : AKTI TATTIK BISLASION By Muzaffar Bin Muhsin **Published by:** Hafiz Mukarram Bausha Hedatipara, Tethulia,
Bagha, Rajshahi, February 2009.
Mobile: 01715-249694; 01722-684490
Fixed Price: 20.00 only.

সূচীপত্র

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَّ نَبِيَّ بَعْدَهُ

ভূমিকাঃ

'ছালাতুত তারাবীহ' একটি গুরুত্বপূর্ণ নফল ছালাত। রামাযান মাসে ছিয়াম পালনের পাশাপাশি অঢেল নেকী অর্জনের জন্য যতগুলো মাধ্যম রয়েছে তার মধ্যে তারাবীহ অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত ছালাত আদায়ের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক ভাষায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। ছাহাবীদের নিয়ে গুরুত্বের সাথে আদায় করে তারাবীহর প্রতি আরো বেশী আকৃষ্ট করেছেন। তাই **১১** মাসের রক্ষণশালা তৈরির বিশেষ লক্ষ্যে তাক্বওয়ার পুঁজি সঞ্চয় করা সবারই কর্তব্য। তবে অবশ্যই তা আদায় করতে হবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে, যাতে পরিশ্রম বিফলে না যায়। আল্লাহ্র নিকট ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য প্রধান দু'টি শর্ত রয়েছে। (১) একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আদায় করা। (২) ঐ ইবাদত রাসূল (ছাঃ) যে পদ্ধতিতে আদায় করেছেন সেই পদ্ধতিতে আদায় করা। *(সূরা কাহফ ১১০; মুসলিম হা/৪৪৬৮, ২/৭৭)*। অতএব যে আমলই হোক না কেন সেই আমল ও তার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে। ধর্মের নামে সমাজে প্রচলিত কোন যঈফ ও জাল হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

ছালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষ নির্দেশ হ'ল, 'তোমরা সেভাবেই ছালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী হা/৬৩১, ১/৮৮; মিশকাত হা/৬৮৩)*। তাই তারাবীহর ছালাতও সেভাবেই আদায় করতে হবে যেভাবে তিনি আদায় করেছেন। সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছগ্রন্থ ছহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের ছহীহ হাদীছ সমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম তারাবীহর ছালাত ৮ রাক'আতই পড়েছেন। পক্ষান্তরে ২০ রাক'আত তারাবীহর পক্ষে যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে তার সবগুলোই জাল কিংবা যঈফ অথবা মুনকার, যা বিশ্বশ্রেষ্ঠ রিজালবিদগণের গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অথচ মুসলিম উম্মাহর একটি বৃহৎ অংশ উক্ত যঈফ ও জাল হাদীছ, দলীয় গোঁড়ামী এবং অপব্যাখ্যার কারণে ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক তারাবীহ পড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সরলপ্রাণ সাধারণ মানুষ যেন প্রবঞ্চনাপূর্ণ উক্ত অন্ধ বেড়াজাল, ঔদ্ধত্যপূর্ণ লিখনী ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য থেকে ফিরে এসে এক কাতারে শামিল হয়ে ছহীহ দলীলের অনুসরণ করতে পারে সে জন্যই আমাদের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। সে লক্ষ্যে নিবন্ধটি গবেষণা পত্রিকা মাসিক **আত-তাহরীক** ৭ম বর্ষ অক্টোবর ও নভেম্বর ২০০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। আমরা ৮ রাক'আতের পক্ষে বিশুদ্ধ দলীল পেশ করার পাশাপাশি মুহাদ্দিছগণের সূক্ষ্ম মূলনীতির আলোকে ২০ রাক'আতের বর্ণনাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বিশ্লেষণ করেছি। আশা করি লেখাটি সঠিক পথের অনুসন্ধানী ও নিরপেক্ষ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তির জন্য দিশারী বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ। মিথ্যা পরাভূত হোক, মহা সত্য বিজয়ী হোক এই প্রার্থনা করছি মহান আল্লাহর শানে- আমীন!!

বিনীত
লেখক

প্রথম অধ্যায়
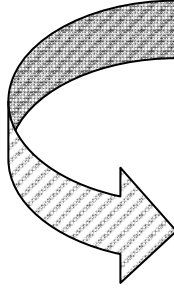
৮ রাক‘আত তারাবীহ্র অকাট্য প্রমাণ

তারাবীহ্‌র রাক‘আত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

৮ রাক‘আত তারাবীহ্‌র অকাট্য প্রমাণ

(١) عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بِاللَّيْلِ) فِىْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلَا فِىْ غَيْرِهَا عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا.

(১) আবু সালামা ইবনু আবদুর রহমান (রাঃ) একদা আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রামাযানের রাতের[১] ছালাত কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাযান মাসে এবং রামাযানের বাইরে **১১** রাক‘আতের বেশী ছালাত আদায় করতেন না। তিনি প্রথমে (২+২) চার রাক‘আত পড়তেন। তুমি (আবু সালামা) তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক‘আত পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি তিন রাক‘আত (বিতর) পড়তেন।

হাদীছটি প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে।[২] এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনার প্রশ্নই উঠে না। কারণ ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) ও মুসলিম (২০৪-২৬১ হিঃ) স্ব স্ব ছহীহ গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

---

১. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, ছহীহ মুসলিম (রিয়াযঃ দারুস সালাম, ২০০০/১৪২১), হা/১৭২৬; দেওবন্দ ছাপা: আছাহহুল মাত্বাবে', ১৯৮৬), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫। উক্ত হাদীছে 'রাত' শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

২. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, ছহীহ বুখারী (রিয়াযঃ মাকতাবাতু দারিস সালাম, ১৯৯৯ খৃঃ/১৪১৭ হিঃ), হা/২০১৩, ১১৪৭ ও ৩৫৬৯; করাচী ছাপা: ক্বাদীমী কুতুবখানা, আছাহহুল মাত্বাবে', ২য় প্রকাশঃ ১৩৮১হিঃ/১৯৬১খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৯, 'তারাবীহ্‌র ছালাত' অধ্যায়-৩১, 'যে রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত আদায় করে তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ-১; আরো দ্রঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪ ও ৫০৪; বঙ্গানুবাদ ছহীহ বুখারী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, আগস্ট-২০০৬), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৩, হা/১৮৮৬ (১৮৮৩); হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী শারহু ছহীহিল বুখারী (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৮৯/১৪১০), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১৫, হা/২০১৩; ছহীহ

বিশেষ করে ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীছটি كِتَابُ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ 'তারাবীহর ছালাত' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।[৩] তিনি 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়ে 'রামাযান ও অন্য মাসে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদেও হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।[৪] এছাড়াও অন্য আরেকটি অধ্যায়ে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[৫]

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত শিরোনাম উল্লেখ করলেও ভারত উপমহাদেশের ছাপা ছহীহ বুখারী থেকে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ হল, **প্রথমতঃ** মুসলিম সমাজে মিথ্যাচার করা হয় যে, 'আয়েশা (রাঃ)-এর উক্ত হাদীছে তাহাজ্জুদের কথা বলা হয়েছে', 'তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পৃথক ছালাত', 'তারাবীহ ২০ রাক'আত আর তাহাজ্জুদ ১১ রাক'আত' ইত্যাদি। কিন্তু ইমাম বুখারীর শিরোনামের মাধ্যমে উক্ত দাবীগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ছহীহ বুখারীর পাঠদান ও পাঠগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ শিক্ষক-ছাত্র ও ওলামায়ে কেরামকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ ইমাম বুখারীর বিষয়টি যখন তারা বুঝতে পারবেন তখন তাদের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তারাবীহর ছালাত ৮ রাক'আত; ২০ রাক'আত নয়। তাই এই ন্যক্কারজনক কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ছল-চাতুরী করে ইসলামী শরী'আতকে কখনো গোপন

মুসলিম হা/১৭২৩ ও ১৭২০, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৪, 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়-৭, 'রাতের ছালাত ও রাসূলের ছালাতের রাক'আত সংখ্যা' অনুচ্ছেদ-১৭; ছহীহ সুনানে আবুদাঊদ, তাহক্বীক্ব: শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯৮/১৪১৯), হা/১৩৪১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭, 'ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ-৩১৬; ছহীহ সুনানুত তিরমিযী, তাহক্বীক্ব: শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি), হা/৪৩৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৯, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১৩; ছহীহ নাসাঈ তাহক্বীক্ব: শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তাবি), হা/১৬৯৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১; ইমাম আবুবকর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব ইবনু খুযায়মাহ আন-নীসাবুরী, ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ, তাহক্বীক্ব: ড. মুহাম্মাদ মুছত্বফা আল-আজমী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯২, হা/১১৬৬; ইমাম মালেক বিন আনাস, আল-মুওয়াত্ত্বা (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২০; । ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, মুসনাদুল ইমাম আহমাদ (জেদ্দাঃ মাকতাবাতুল খাযার, ১৯৯৬/১৪১৭), ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম অংশ, পৃঃ ৪৬৬ (৬/১০৪), হা/২৪৮৪৪ ও ঐ খণ্ড, পৃঃ ১৫৭ (৬/৩৬), হা/২৪১৮২; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৪, ২/৬৯৮ পৃঃ; ছহীহ আবু আওয়ানাহ ২/৩২৭ পৃঃ; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা ২/৬০৯ পৃঃ; ঐ, আল-মুজতবা ২/৭২১ পৃঃ প্রমুখ।

৩. ছহীহ বুখারী হা/২০১৩, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৯।

৪. بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِيْ رَمَضَانَ وَغَيْرِه-ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪, হা/১১৪৭।

৫. ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫০৪, হা/৩৫৬৯, 'মানাক্বিব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪।

করা যায় না। ছহীহ বুখারী শুধু উপমহাদেশেই ছাপা হয় না; বরং বিশ্বের বহু দেশে আল্লাহ তা‘আলা তার ছাপানোর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তাই সিরিয়া, মিসর, কুয়েত, লেবানন, সঊদী আরবসহ অন্যান্য দেশে ছহীহ বুখারী যত বার ছাপানো হয়েছে সেখানেই উক্ত শিরোনাম বহাল রয়েছে, তা পুরাতন হোক আর নতুন হোক। আফসোস! হক্ব গোপন করার এই কৌশলী ব্যবসা আর কত দিন চলবে!!

উক্ত হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রামাযান মাসে হোক আর অন্য মাসে হোক রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রির ছালাত **১১** রাক‘আতের বেশী পড়তেন না। যার মধ্যে আট রাক‘আত তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ আর তিন রাক‘আত বিতর। আরো প্রমাণিত হ’ল যে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই ছালাত, ভিন্ন কোন ছালাত নয়। তাই ইমাম বুখারী হাদীছটি ‘তাহাজ্জুদ’ ছালাতের অধ্যায়েও বর্ণনা করেছেন।[৬]

উক্ত হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাত্রির ছালাত অর্থাৎ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের রাক‘আত সংখ্যার ব্যাপারে এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ হাদীছ পৃথিবীতে আর নেই। এছাড়া আবু সালামা আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রামাযান মাসের রাত্রির ছালাত সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করেছিলেন। আর তারই জবাবে তিনি **১১** রাক‘আতের কথা উল্লেখ করেন।

আরো স্পষ্ট হয় যে, হাদীছটি বর্ণনা করেছেন মা আয়েশা (রাঃ)। আর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাত্রিকালীন অবস্থা সম্পর্কে অন্যান্যদের চেয়ে মা আয়েশা (রাঃ)-ই সবচেয়ে বেশী জানবেন। যেমনটি হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) উক্ত হাদীছের আলোচনায় বলেন,

كَوْنُهَا أَعْلَمُ بِحَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا مِّنْ غَيْرِهَا.

‘রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাত্রির অবস্থা সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে তিনিই বেশী জানবেন এটাই স্বাভাবিক’।[৭] অতএব দ্বীনের প্রকৃত অনুসারীদের জন্য এই একটি হাদীছই যথেষ্ট।

---

৬. ছহীহ বুখারী হা/১১৪৭, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪, ‘তাহাজ্জুদ ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৬।

৭. হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী শারহু ছহীহিল বুখারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৮৯ খৃঃ/১৪১০ হিঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১৯, হা/২০১৩-এর আলোচনা দ্রঃ।

(٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِـي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَأَوْتَرَ .. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَـةَ وَابْـنُ حِبَّـانَ فِـيْ صَحِيْحَيْهِمَا.

(২) জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাযান মাসে আমাদের সাথে ৮ রাক‘আত ছালাত আদায় করেছেন এবং বিতর পড়েছেন..।

হাদীছটি কয়েকটি সূত্রে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৮] আল্লামা যাহাবী (৬৭৩-৭৪৮ হিঃ) তাঁর ‘মীযানুল ই‘তিদাল’ গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করার পর বলেন, ‘হাদীছটির সনদ উত্তম স্তরের’ অর্থাৎ হাসান।[৯] শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, ‘হাদীছটির সনদ হাসান’।[১০] ইবনু খুযায়মার মুহাক্কিক্ব ড. মুহাম্মাদ মুছত্বফা আল-আ‘জামী বলেন, ‘এর সনদ হাসান’।[১১] উল্লেখ্য, হাদীছটিকে কেউ কেউ ত্রুটিপূর্ণ বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তাদের দাবী সঠিক নয়।

(٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ مِنِّى اللَّيْلَةَ شَيْئٌ فِىْ رَمَـضَانَ قَـالَ وَ

---

৮. আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, আওনুল মা‘বূদ শরহে আবুদাঊদ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, তাবি), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৫; হা/১৩৭২-এর আলোচনা দ্রঃ; কিয়ামুল লাইল হা/১১৪, পৃঃ ৯০; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/১০৭০, ২/১৩৮ পৃঃ, ‘বিতর ছালাত’ অধ্যায়; মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান, ছহীহ ইবনে হিব্বান (বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩/১৪১৪), হা/২৪০৯ ও ২৪১৫, ৬ ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৬৯ ও ১৭৩, ইহসান সহ হা/২৪০৭, ৬/১৬৯-৭০ পৃঃ; তাবরাণী, আল-মু‘জামুছ ছাগীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৭, হা/৫২৬; নূরুদ্দীন আলী বিন আবুবকর আল-হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১২), ৩/৪০২ পৃঃ, হা/৫০২০; মুসনাদে আবু ইয়ালা প্রভৃতি।

৯. إِسْـنَادُهُ وَسَـطٌ -ইমাম যাহাবী, মীযানুল ই‘তিদাল ফী নাক্বদির রিজাল (বৈরুতঃ দারুল মা‘রেফাহ, তাবি), ৩/৩১১-১২ পৃঃ।

১০. وَ سَنَدُهُ حَسَنٌ -মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ১৯৮৫ খৃঃ/১৪০৫ হিঃ), পৃঃ ১৮; ফাৎহুল বারী ৩/১৬ পৃঃ, হা/১১২৯-এর আলোচনা দ্রঃ।

১১. إِسْنَادُهُ حَسَنٌ-ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/১০৭০-এর টীকা দ্রঃ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৮।

مَاذَاكَ يَا أُبَىُّ؟ قَالَ نِسْوَةٌ فِىْ دَارِىْ قُلْنَ إِنَّا لاَنَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَنُصَلِّىْ بِصَلَاتِكَ؟ قَالَ فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانَ رَكْعَاتٍ وَ أَوْتَرْتُ فَكَانَتْ سُنَّةُ الرِّضَى فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

(৩) জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদা উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! রামাযানের রাত্রিতে আমার পক্ষ থেকে একটি ঘটনা ঘটে গেছে। তিনি বললেন, হে উবাই সেটা কী? তখন উবাই ইবনু কা'ব বললেন, মহিলারা আমার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা কুরআন তেলাওয়াত করতে জানি না, তাই আমরা আপনার ছালাতের সাথে ছালাত আদায় করতে পারি কি?। অতঃপর আমি তাদের সাথে ৮ রাক'আত ছালাত আদায় করেছি এবং বিতর পড়েছি। এতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন মন্তব্য করলেন না। তাই এটা মৌন সম্মতিমূলক সুন্নাত।[১২]

ইমাম হায়ছামী (রহঃ) বলেন, 'হাদীছটির সনদ হাসান'।[১৩] শায়খ আলবানী বলেন, 'আমার নিকট হাদীছটির সনদ হাসান হওয়ারই প্রমাণ বহন করে'।[১৪] উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছ সম্পর্কে মাওলানা নীমভী হানাফীসহ কেউ কেউ হালকা মন্তব্য করেছেন। আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) উক্ত মন্তব্যের বিরুদ্ধে ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আসক্বালানীর ভাষ্য পেশ করে পর্যালোচনান্তে বলেন,

فَحُكْمُهُ بِأَنَّ إِسْنَادَهُ وَسَطٌ هُوَ الصَّوَابُ وَيُؤَيِّدُهُ اِخْرَاجُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَابْنِ حِبَّانَ هَذَا الْحَدِيْثَ فِىْ صَحِيْحَيْهِمَا وَلَايُلْتَفُ إِلَى مَا قَالَ النِّيمْوِى وَيَشْهَدُ لِحَدِيْثِ جَابِرٍ هَذَا حَدِيْثُ عَائِشَةَ الْمَذْكُوْرُ.

---

১২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/২৩৮৭, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২২; মুহাম্মাদ ইবনু নাছর আল-মারূযী, ক্বিয়ামু রামাযান, পৃঃ ১৮; আবুল ক্বাসেম সুলায়মান ইবনু আহমাদ আত-তাবরাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব (কায়রোঃ দারুল হারামাইন, ১৪১৫), ৪/১০৮, হা/৩৭৩১; আবু ইয়ালা ৪/৩৬৯, হা/১৭৬১; আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ, আল-মুসনাদ ৫/১১৫ পৃঃ।

১৩. إِسْنَادُهُ حَسَنٌ-মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/২২২ পৃঃ; ইমাম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী বিশরহে জামেউত তিরমিযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৯০/১৪১০), তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪২ পৃঃ।

১৪. وَسَنَدُهُ يَحْتَمِلُ لِلتَّحْسِيْنِ عِنْدِىْ-ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৮।

‘সুতরাং সিদ্ধান্ত হ’ল- এর সনদ উত্তম। আর এটাই সঠিক। ইবনু খুযায়মাহ ও ইবনু হিব্বান এই হাদীছকে তাদের দুই ছহীহ্ গ্রন্থে উল্লেখ করায় তাকে আরো শক্তিশালী করেছে। সুতরাং নীমভী কী বলেছেন তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। এছাড়াও আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছ জাবেরের হাদীছের সাক্ষী’।[১৫]

সরাসরি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে মারফূ’ সূত্রে বর্ণিত উপরিউক্ত ছহীহ হাদীছ সমূহের মাধ্যমে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হ’ল যে, তারাবীহর ছালাত ৮ রাক‘আত; এর বেশী নয়। তাই শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত দলীল সমূহ পেশ করার পর বলেন,

تَبَيَّنَ لَنَا مِمَّا سَبَقَ أَنَّ عَدَدَ رَكْعَاتِ قِيَامِ اللَّيْلِ إِنَّمَا هُوَ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً بِالنَّصِّ الصَّحِيْحِ مِنْ فِعْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِذَا تَأَمَّلْنَا فِيْهِ يَظْهَرُ لَنَا بِوُضُوْحٍ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَمَرَّ عَلَى هَذَا الْعَدَدِ طِيْلَةَ حَيَاتِهِ لَايَزِيْدُ عَلَيْهِ سَوَاءً ذَلِكَ فِيْ رَمَضَانَ أَوْ فِيْ غَيْرِهِ.

‘যা পূর্বে উল্লিখিত হল তাতে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, রাত্রির ছালাতের রাক‘আত সংখ্যা হ’ল **১১**, যা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমল থেকে ছহীহ দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। যখন আমরা বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করি তখন আমাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে এই সংখ্যার উপরই অব্যাহত ধারায় আমল করেছেন। এর অতিরিক্ত কিছু করেননি- তা রামাযান মাসে হোক বা তার বাইরে হোক’।[১৬]

অতএব উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরে অপরিহার্য কর্তব্য হ’ল, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই সুন্নাতকে শক্তভাবে হাতে দাঁতে আঁকড়ে ধরা। কারণ তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে সে বিষয়ে কোন মুসলিম নর-নারীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কিছু করার অধিকার থাকে না। যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের বাইরে যায় তাহলে সে পথভ্রষ্ট হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

---

১৫. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪২।
১৬. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ২২।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَـــرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا.

‘আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা কোন মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকে না। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে’ *(সূরা আহযাব ৩৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُـــمَّ لاَ يَجِـــدُواْ فِـــيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيْمًا.

‘আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করবে; অতঃপর আপনার দেওয়া সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা থাকবে না এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেবে’ *(সূরা নিসা ৬৫)*।

আরো নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের দিকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ أَطِيْعُواْ اللّهَ وَأَطِيْعُواْ الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِـــكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً.

‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যিনি শাসক তার। তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মতভেদ হ’লে সেটাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক থেকে উত্তম’ *(সূরা নিসা ৫৯)*।

উক্ত দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা সত্ত্বেও যদি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতের বিরোধিতা করা হয় তাহ’লে ইহকালে ও পরকালে এর পরিণতি হবে অত্যন্ত মর্মান্তিক। আল্লাহ তা‘আলার ঘোষণা,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

‘অতএব যারা রাসূলের আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, তাদেরকে মহা বিপর্যয় পাকড়াও করবে (দুনিয়াতে) অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে’ *(সূরা নূর ৬৩)*। মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শের বিরোধী হওয়ার কারণেই আজ বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর এই মহা বিপর্যয়। পরকাল হবে আরো ভয়াবহ। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তাঁর রাসূলের বিশ্ব বিজয়ী মহান আদর্শের দিকে ফিরে যাওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

ছাহাবীদের যুগে তারাবীহ্‌র ছালাতঃ

মুসলিম সমাজে প্রচার করা হয় যে, ওমর ও আলী (রাঃ) উভয়েই বিশ (২০) রাক‘আত তারাবীহ চালু করেছিলেন। কথাটি ডাহা মিথ্যা। কারণ উক্ত দাবীর প্রমাণে যে সমস্ত বর্ণনা প্রচলিত আছে তা যঈফ ও জাল। যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত প্রচারণা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। অন্যথা মর্যাদাবান জান্নাতী ছাহাবীগণের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে। কারণ তাঁরা কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলের বিপরীতে ২০ রাক‘আত তারাবীহ পড়েননি, নির্দেশও দেননি। বরং তাঁরা **১১** রাক‘আতেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ’ল-

(٤) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمًا الدَّارِيَّ أَنْ يَّقُوْمَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً...

(৪) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘ওমর (রাঃ) উবাই ইবনু কা‘ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে লোকদেরকে নিয়ে **১১** রাক‘আত ছালাত আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন’। ...

উপরিউক্ত হাদীছটি অনেকগুলো হাদীছ গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। যার সবগুলোই ছহীহ।[১৭] আল্লামা নীমভী হানাফী (রহঃ) তাঁর ‘আছারুস সুনান’ গ্রন্থে

১৭. মুওয়াত্ত্বা মালেক **১**/**১১৫** পৃঃ, ‘রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত’ অনুচ্ছেদ; ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৪/৬৯৮ পৃঃ; সাঈদ ইবনু মানছূর, আস-সুনান; ক্বিয়ামুল লাইল, পৃঃ ৯**১**; আবুবকর আন-নীসাপুরী, আল-ফাওয়ায়েদ **১**/১৩৫ পৃঃ; বায়হাক্বী, আল-মা‘রেফাহ; ফিরইয়াবী **১**/৭৬ পৃঃ ও ২/৭৫ পৃঃ; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, **১**৯৮৫/**১**৪০৫),

হাদীছটির সনদ সম্পর্কে বলেন, ‘এই হাদীছের সনদ ছহীহ’।[১৮] শায়খ আলবানী বলেন,

وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ جِدًّا فَإِنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ صَحَابِيٌّ صَغِيْرٌ ... حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيْرٌ.

‘এই হাদীছের সনদ অতীব বিশুদ্ধ। কারণ সায়েব ইবনু ইয়াযীদ একজন ছাহাবী। তিনি ছোটতে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে হজ্জ করেছেন’।[১৯] অন্যত্র তিনি বলেন,

قُلْتُ وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيْحٌ جِدًّا فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوْسُفَ شَيْخُ مَالِكٍ ثِقَةٌ اِتِّفَاقًا وَاحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ.

‘আমি বলছি, এই হাদীছের সনদ অত্যন্ত ছহীহ। কেননা এর রাবী মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উসতাদ। সকলের ঐকমত্যে তিনি একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য রাবী। তাছাড়া ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁর হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন’।[২০]

বিশেষ জ্ঞাতব্য: মুওয়াত্ত্বার ভাষ্যকার আল্লামা যারক্বানী ইবনু আব্দিল বার্র-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ইমাম মালেক ছাড়া অন্য কেউ ১১ রাক‘আতের কথা বর্ণনা করেননি; বরং সবাই (إِحْدَى وَّعِشْرُوْنَ) ২১ রাক‘আত বর্ণনা করেছেন, যা মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাকে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য পরেই আল্লামা যারকানী ইবনু আব্দিল বার্র-এর উক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। কারণ ২১ রাক‘আত সংক্রান্ত উক্ত বক্তব্য চরম বিভ্রান্তিকর। ইমাম মালেক ছাড়াও আরো অনেকেই ১১

১/৪০৭ পৃঃ, হা/১৩০২-এর টীকা সহ দ্রঃ; উপমহাদেশীয় ছাপা মিশকাত, পৃঃ ১১৫; বঙ্গানুবাদ মেশকাত, ৩/১৫২ পৃঃ, হা/১২২৮, ‘রামাযান মাসে রাতের ছালাত’ অনুচ্ছেদ।

১৮. إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ -তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪২।

১৯. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীছি মানারিস সাবীল (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশঃ ১৯৮৫/১৪০৫ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯২-৯৩, হা/৪৪৫-এর আলোচনা দ্রঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৫-৪৬।

২০. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৫।

রাক'আতের উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আবুবকর নীসাপুরী,[২১] ফিরইয়াবী,[২২] বায়হাক্বী,[২৩] ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-ক্বাত্ত্বান,[২৪] ইসমাঈল ইবনু উমাইয়া, উসামা ইবনু যায়েদ, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব, ইসমাঈল ইবনু জা'ফর প্রমুখ ওমর (রাঃ) নির্দেশিত ১১ রাক'আতের হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[২৫] তাই আব্দুর রহমান মুবারকপুরী উক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেন,

قُلْتُ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ الأَغْلَبَ عِنْدِىْ أَنَّ قَوْلَهُ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً وَهْمٌ بَاطِلٌ جِدًا.

'আমি বলছি, '১১ রাক'আত ত্রুটিপূর্ণ' ইবনু আব্দুল বার্র-এর এই বক্তব্য আমার নিকট নিতান্তই বাতিল'।[২৬]

শায়খ আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (মৃঃ ১৯৯৪ খৃঃ) মিশকাতুল মাছাবীহ-এর জগদ্বিখ্যাত ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' গ্রন্থে ওমর (রা)-এর হাদীছের আলোচনায় বলেন,

هَذَا نَصٌّ فِىْ أَنَّ الَّذِىْ جَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسَ عُمَرُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ وَأَمَرَهُمْ بِإِقَامَتِهِ هُوَ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ وَأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِيْنَ عَلَى عَهْدِهِ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ التَّرَاوِيْحَ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً مُوَافِقًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ .. وَمُوَافِقًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ.

'ওমর (রাঃ) যে রামাযান মাসে রাতের ছালাতের জন্য লোকদেরকে একত্রিত করেছিলেন এবং তিনি যে তাদেরকে বিতর সহ ১১ রাক'আত করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই হাদীছ তার প্রামাণ্য দলীল। এছাড়া তাঁর যুগে সকল ছাহাবী ও তাবেঈগণও যে তারাবীহর ছালাত ১১ রাক'আতই পড়তেন এটি তারও সুস্পষ্ট

২১. ঐ, আল-ফাওয়ায়েদ ১/১৩৫ পৃঃ।
২২. ফিরইয়াবী, ২/৭৬ পৃঃ।
২৩. সুনানুল কুবরা ২/৬৯৮ পৃঃ।
২৪. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২৮৪ পৃঃ।
২৫. বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৬।
২৬. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৩।

প্রমাণ। কারণ এ হাদীছটি পূর্বে বর্ণিত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল.. এবং জাবির (রাঃ) বর্ণিত (২য়) হাদীছের সাথেও সামঞ্জস্যশীল’।[২৭]

(٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ أَنَّ السَّائِبَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَــيٍّ وَتَمِيْمٍ فَكَانَا يُصَلِّيَانِ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً..

(৫) মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ (রাঃ) বলেন, সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) তাকে জানিয়েছেন যে, ওমর (রাঃ) উবাই ও তামীম আদ-দারীর মাধ্যমে লোকদের একত্রিত করেন। অতঃপর তারা উভয়ে **১১** রাক‘আত ছালাত আদায় করান।[২৮]

হাদীছটি সম্পর্কে আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, ‘হাদীছটির সনদ ছহীহ’।[২৯]

মুহাদ্দিছগণের পক্ষ থেকে ছহীহ বলে স্বীকৃত উক্ত হাদীছদ্বয়ের মাধ্যমে প্রতীয়মান হ’ল যে, দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছালাতের ন্যায় **১১** রাক‘আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এক্ষণে আমরা জানব, ওমর (রাঃ)-এর যুগে কত রাক‘আত তারাবীহ পড়া হ’ত।

(٦) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ كُنَّا نَقُوْمُ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِحْدَى عَشَرَ رَكْعَةٍ....

(৬) মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ (রাঃ) বলেন, আমি সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, ‘আমরা ওমর (রাঃ)-এর যামানায় **১১** রাক‘আত ছালাত আদায় করতাম’।[৩০]

---

২৭. আল্লামা ওবাইদুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী, মির‘আতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ (বেনারসঃ ইদারাতুল বুহূছ আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৭৩ খৃঃ/১৩৯৪ হিঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২৯, হা/১৩১০-এর আলোচনা দ্রঃ।

২৮. আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী শায়বাহ আল-কূফী, আল-মুছান্নাফ (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৮৯/১৪০৯ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৪, হা/৭৭২৭, ‘রামাযান মাসে রাতের ছালাত’ অনুচ্ছেদ।

২৯. إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ -মির‘আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৩ পৃঃ।

৩০. সাঈদ ইবনু মানছূর, আস-সুনান; আওনুল মা‘বূদ ৪/১৭৫, হা/১৩৭২-এর আলোচনা দ্রঃ।

হাদীছটির সনদ সম্পর্কে শায়খ আলবানী ও আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (৮৪৯-৯১১ হিঃ) বলেন, ‘হাদীছটির সনদ ছহীহর পর্যায়ভুক্ত’।[৩১]

(٧) عَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي زَمَنَ عُمَرَ فِي رَمَضَانَ ثَلَاثَ عَشْرَةً.

(৭) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, আমরা ওমর (রাঃ)-এর যামানায় রামাযান মাসে **১৩** রাক‘আত ছালাত পড়তাম।[৩২] উক্ত বর্ণনাতে ফজরের দুই রাক‘আত সুন্নাতসহ বর্ণিত হয়েছে। যা আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যশীল। সেখানে ফজরের দুই রাক‘আত সুন্নাতসহ এসেছে।[৩৩] সেই সাথে ইমাম মালেক বর্ণিত ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশিত **১১** রাক‘আতের হাদীছের সাথেও মিল রয়েছে। তাই আল্লামা নীমভী হানাফী এ সম্পর্কে বলেন,

هَذَا قَرِيْبٌ مِمَّا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ.

‘ইমাম মালেক মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ থেকে যা বর্ণনা করেছেন এ হাদীছটি তার অতীব নিকটবর্তী’ অর্থাৎ ছহীহ।[৩৪] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন,

وَهُوَ مُوَافِقٌ لِّحَدِيْثِ عَائِشَةَ فِيْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ.

‘হাদীছটি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাত্রির ছালাতের ব্যাপারে বর্ণিত মা আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ’।[৩৫] ইবনু ইসহাক্ব বলেন, ‘তারাবীহর ছালাত সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তার মধ্যে এটিই সর্বাধিক বলিষ্ঠ বর্ণনা’।[৩৬]

আমরা এতক্ষণ আট বা এগার রাক‘আতের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছাহাবীগণের পক্ষ থেকে যে সমস্ত হাদীছ পেশ করলাম তার

---

৩১. وَسَنَدُهُ فِيْ غَايَةِ الصِّحَّةِ -ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৭।
৩২. মুহাম্মাদ ইবনু নাছর, ক্বিয়ামুল লাইল; ফাৎহুল বারী ৪/৩১৯ পৃঃ।
৩৩. ছহীহ বুখারী হা/১১৪০, ১/১৫৩ পৃঃ, ‘তাহাজ্জুদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; ছহীহ মুসলিম হা/১৮০৩-৪, ১/২৫৫ পৃঃ।
৩৪. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৩ পৃঃ, হা/৮০৩-এর আলোচনা দ্রঃ।
৩৫. ফাৎহুল বারী ৪/৩১৯ পৃঃ, হা/২০১৩-এর আলোচনা দ্রঃ।
৩৬. وَهَذَا أَثْبَتُ مَا سَمِعْتُ فِيْ ذَلِكَ -ফাৎহুল বারী ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১৯; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৬।

সবগুলোই ছহীহ। যা রিজালশাস্ত্রবিদ এবং বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছগণের বলিষ্ঠ উক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ*।

শায়খ আলবানী **১১** রাক'আত সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল বিশ্লেষণ করার পর মুসলিম উম্মাহর জন্য রাসূলের অবিস্মরণীয় ভাষণকে সামনে রেখে বলেন,

فَهَذَا كُلُّهُ مِمَّا يَمْهَدُ لَنَا السَّبِيْلَ لِنَقُوْلَ بِوُجُوْبِ الْتِزَامِ هَذَا الْعَدَدِ وَعَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ اتِّبَاعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ.

'উপরিউক্ত আলোচনাগুলো আমাদের জন্য সঠিক পথ উন্মোচন করছে। তাই আমরা অবশ্যই বলব যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তব্যের আনুগত্য করণার্থে নির্দিষ্ট সংখ্যা (**১১** রাক'আত)-কে আঁকড়ে ধরা এবং এর অতিরিক্ত সংখ্যা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তব্য হ'ল- ...' নিশ্চয়ই আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা অতি সত্বর অসংখ্য মতপার্থক্য দেখতে পাবে। সে সময় তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য হবে আমার সুন্নাত এবং অভ্রান্ত পথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা এবং দাঁত দ্বারা কামড়ে ধরা। আর (শরী'আতের মধ্যে) তোমরা নতুন সৃষ্ট বিষয়সমূহ থেকে সাবধান থাকবে। কারণ নতুন সৃষ্ট বস্তুই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্ট,... আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টই জাহান্নামী'।[৩৭]

আশা করি হাদীছটি শতধাবিভক্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য ঐক্যের প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হবে, হবে সঠিক পথের দিশারী। কারণ ছহীহ বর্ণনার মাধ্যমে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন আমল প্রমাণিত হ'লে তার বিপরীত যে

৩৭. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭৫; আহমাদ, সনদ ছহীহ, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৬০৭, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৫; ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৭৬, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৬, 'ইলম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৬; নাসাঈ হা/১৫৭৮, ১/১৭৯ পৃঃ; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৬৫, পৃঃ ২৯-৩০; বঙ্গানুবাদ মেশকাত ১/১২২ পৃঃ, হা/১৫৮, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।

আমলই সমাজে প্রচলিত থাক- তা বাতিল বলে গণ্য হবে। চাই তা কোন ইমামের বক্তব্য হোক, বা কোন মনীষী, আলেম, মুজতাহিদ, ফক্বীহর বক্তব্য হোক কিংবা যঈফ ও জাল হাদীছ হোক সবই বাতিল সাব্যস্ত হবে।[৩৮] এক্ষণে আমরা নিরপেক্ষতার সাথে ২০ রাক‘আতের বর্ণনাগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

৩৮. প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস) (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬), পৃঃ ১৪৩-৪৫। উল্লেখ্য, মাননীয় লেখক ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শুরু করে তাবেঈদের যুগ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। বিশেষ করে উক্ত গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়টি এ জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই পড়ে নেওয়ার জন্য সুধী পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল।

ছাহাবী ও তাবেঈগণ হতে এ কথা অব্যাহত ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের নিকটে হাদীছ পৌঁছে গেলে বিনা শর্তে তার উপরে আমল করতেন।

-শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী

(আল-ইনছাফ, পৃঃ ৭০)।

দ্বিতীয় অধ্যায়
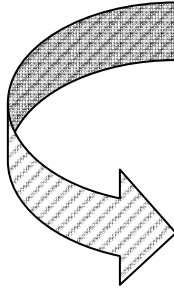
মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ২০ রাক‘আতের বর্ণনা সমূহ

মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

২০ রাক‘আতের বর্ণনা সমূহ

২০ রাক‘আত তারাবীহ সম্পর্কে যতগুলো বর্ণনা পাওয়া যায় তন্মধ্যে মাত্র একটি বর্ণনা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে বানানো হয়েছে, যা রিজালশাস্ত্রবিদগণের ঐকমত্যে যঈফ ও জাল। আর ছাহাবীগণের মধ্যে একজন ছাহাবীর নামে কথিত কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সেগুলোও পরস্পর বিরোধী। কোনটা যঈফ, কোনটা জাল। আর বাকী যা বর্ণিত হয়েছে তার সবই কয়েকজন তাবেঈ থেকে, সেগুলোও কোনটা মুনকার, কোনটা যঈফ আবার কোনটা জাল। যথাযথ প্রমাণসহ উক্ত বর্ণনাগুলোর অবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হ’ল:

(١) عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ.

(১) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাযান মাসে ২০ রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন এবং বিতর পড়তেন।[৩৮]

তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটির একটিই মাত্র সূত্র, যা কয়েকটি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[৩৯] এর সনদে ‘আবু শায়বাহ ইবরাহীম ইবনে ওছমান’ নামক রাবী রয়েছে। সে মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্যে যঈফ। অনেক মুহাদ্দিছ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। তাছাড়া প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত সমস্ত ছহীহ হাদীছের বিরোধী। এজন্য হাদীছটি যঈফ এবং জাল। বর্ণনাটি যে প্রকৃতপক্ষেই অকেজো সেজন্য ইবনু আবী শায়বাহ উক্ত অধ্যায়ের সবশেষে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে মুহাদ্দিছগণের মন্তব্য নিম্নরূপ:

(ক) শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ ‘সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ‘আহ’ গ্রন্থে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে বলেন, ‘নিশ্চয় এই হাদীছটি জাল’।[৪০]

---

৩৮. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ আল-কূফী ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৬; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৫, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৯৮; তাবরাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর ৩/১৪৮ পৃঃ।

৩৯ . ইরওয়াউল গালীল ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯১, হা/৪৪৫-এর আলোচনা দ্রঃ।

৪০. إِنَّهُ حَدِيْثٌ مَوْضُوْعٌ -আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ‘আহ (রিয়ায: মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ১৪০৮ হিঃ), হা/৫৬০, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫-৩৭।

(খ) ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮ হিঃ) 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেন, 'আবু শায়বাহ (ইবরাহীম বিন ওছমান) হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছে। সে যঈফ রাবী'।[৪১]

(গ) হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হেদায়া'র ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (মৃঃ ৬৮১ হিঃ) উক্ত হাদীছ সম্পর্কে বলেন,

ضَعِيْفٌ بِأَبِىْ شَيْبَةَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُثْمَانَ جَدُّ الْإِمَامِ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ أَبِىْ شَيْبَةَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضُعْفِهِ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلصَّحِيْحِ.

'মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্যে যঈফ স্বীকৃত রাবী ইবরাহীম ইবনে ওছমান থাকার কারণে হাদীছটি যঈফ। যিনি ইমাম আবুবকর ইবনে আবী শায়বার দাদা। এছাড়াও এটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী'।[৪২]

(ঘ) হেদায়া কিতাবের হাদীছ যাচাইকারী হানাফী পণ্ডিত আল্লামা যায়লাঈ (মৃঃ ৭৬২ হিঃ) উক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

وَهُوَ مَعْلُوْلٌ بِأَبِىْ شَيْبَةَ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عُثْمَانَ جَدُّ الْإِمَامِ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ أَبِىْ شَيْبَةَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضُعْفِهِ وَلَيَّنَهُ ابْنُ عَدِىٍّ فِى الْكَامِلِ ثُمَّ إِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ..

'ইবরাহীম ইবনু ওছমানের কারণে হাদীছটি ত্রুটিপূর্ণ। সে সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ। ইবনু আদী তাঁর 'কামেল' গ্রন্থে এই হাদীছকে দুর্বল বলেছেন। এতদসত্ত্বেও আবু সালামাহ জিজ্ঞাসিত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী'...(ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত ৮ রাক'আতের হাদীছ)।[৪৩]

---

৪১. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُوْشَيْبَةَ وَهُوَ ضَعِيْفٌ -বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৫, ২/৬৯৮ পৃঃ দ্রঃ।

৪২. ইবনুল হুমাম, ফাৎহুল ক্বাদীর শরহে হেদায়াহ (পাকিস্তানঃ আল-মাকতাবাতুল হাবীবিয়াহ, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৭।

৪৩. আল্লামা হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ আবু মুহাম্মাদ আল-হানাফী আয-যাইলাঈ, নাছবুর রাইয়াহ লি আহাদীছিল হেদায়াহ (রিয়াযঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১৯৭৩ খৃঃ/১৩৯৩ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৩।

(ঙ) ছহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ‘উমদাতুল ক্বারী’ প্রণেতা আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী হানাফী (মৃঃ ৮৫৫ হি) উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন,

جَدُّ أَبِىْ بَكْرِ ابْنِ أَبِىْ شَيْبَةَ كَذَّبَهُ شُعْبَةُ وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِيْنٍ وَالْبُخَــارِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَغَيْرُهُمْ.

‘ইবনু আবী শায়বাহকে ইমাম শু‘বাহ মিথ্যুক বলেছেন এবং ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন, ইমাম বুখারী, নাসাঈ (রহঃ) সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাকে যঈফ বলেছেন’।[৪৪]

(চ) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) বলেন,

قَوْلُ بَعْضِ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً لَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِمَّا فِيْ مُصَنَّفِ ابْنِ أَبِىْ شَيْبَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ وَمِمَّا رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ أَنْ صَلَّى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيْمَاتٍ لَيْلَتَــيْنِ وَلَمْ يَخْرُجْ فِى الثَّالِثَةِ لَكِنْ الرِّوَايَتَانِ ضَعِيْفَتَانِ.

‘আমাদের কোন ইমামের বক্তব্য হ’ল- রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদের সাথে বিশ রাক‘আত ছালাত আদায় করেছেন। সম্ভবত তিনি মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ থেকে এটি গ্রহণ করেছেন যে, তিনি রামাযান মাসে বিতর ছাড়াই বিশ রাক‘আত তারাবীহ পড়েছেন। অনুরূপভাবে বায়হাক্বীও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দুই রাতে দশ সালামে বিশ রাক‘আত তারাবীহ আদায় করেছেন। তৃতীয় রাত্রিতে তিনি আর বের হননি। কিন্তু উক্ত দু’টি বর্ণনাই যঈফ।[৪৫]

(ছ) জগদ্বিখ্যাত রিজালশাস্ত্রবিদ আল্লামা যাহাবী বলেন, ‘আবু শায়বাহ ছহীহ রেওয়ায়েতের বিরোধী হাদীছ বর্ণনাকারী হিসাবে মুনকার ‘রাবী’। সবচেয়ে

---

৪৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী, উমদাতুল ক্বারী শরহে ছহীহিল বুখারী (পাকিস্তান: আল-মাকতাবাতুর রশীদিয়াহ, ১৪০৬ হিঃ), ১১/১২৮ পৃঃ।

৪৫. আলী ইবনু সুলতান মুহাম্মাদ আল-ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ (ঢাকা: রশীদিয়াহ লাইব্রেরী, তাবি), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪।

অনুধাবনযোগ্য বিষয় হ’ল, তিনি এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে ২০ রাক‘আতের এই বর্ণনাটিই তিনি উল্লেখ করেছেন।[৪৬]

(জ) ইমাম মিযযী তার ‘তাহযীব’ গ্রন্থে আবু শায়বাহ ইবরাহীম ইবনে ওছমানকে মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী আখ্যায়িত করে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২০ রাক‘আতের বর্ণনাটিই পেশ করেছেন। অতঃপর বলেছেন,

قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِيْنٍ وَالْبُخَارِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَأَبُوْحَاتِمِ الرَّازِىُّ وَابْنُ عَدِىٍّ وَأَبُوْدَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ.

‘ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন, বুখারী, নাসাঈ, আবু হাতিম রাযী, ইবনু আদী, আবুদাঊদ এবং তিরমিযী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন’।[৪৭] ইমাম নাসাঈ অন্যত্র তাকে ‘হাদীছের পরিত্যক্ত রাবী’ বলেছেন।[৪৮]

(ঝ) ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন,

وَأَمَّا مَارَوَاهُ ابْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ فَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيْثَ عَائِشَةَ هَذَا الَّذِىْ فِى الصَّحِيْحَيْنِ.

‘রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাযান মাসে ২০ রাক‘আত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন মর্মে ইবনু আব্বাস থেকে ইবনু আবু শায়বাহ যে বর্ণনা করেছে তার সনদ যঈফ। তাছাড়াও ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছের বিরোধী বর্ণনা করেছে’।[৪৯] অন্যত্র তিনি উক্ত রাবী সম্পর্কে বলেন, ‘সে হাদীছের পরিত্যক্ত রাবী’।[৫০]

---

৪৬. مِنْ مَنَاكِيْرِ أَبِىْ شَيْبَةَ -মীযানুল ই‘তিদাল ১/৪৭-৪৮ পৃঃ, রাবী নং ১৪৫।

৪৭. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, আল-হাবী লিল ফাতাওয়া (বৈরুত: আল-মাকতাবতুল আছারিয়াহ, ১৯৯০/১৪১১), ১/৫৩৮ পৃঃ, ‘আল-মাছাবীহ ফী ছালাতিত তারাবীহ’ অংশ।

৪৮. مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ -মীযানুল ই‘তিদাল, ১৪৭ পৃঃ।

৪৯. ফাৎহুল বারী ৪/৩১৯ পৃঃ, হা/২০১৩-এর আলোচনা দ্রঃ।

৫০. مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ -ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব (সিরিয়াঃ দারুর রশীদ, ১৯৮৮/১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ৯২, রাবী নং ২১৫।

(ঞ) আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন, 'হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল; এর দ্বারা কখনো দলীল সাব্যস্ত হবে না'।[৫১]

(ট) আহমাদ ইবনু হাজার আল-হায়ছামী (রহঃ) বলেন, 'হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ'।[৫২]

সম্মানিত পাঠক! রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে বর্ণিত ২০ রাক'আত তারাবীহর হাদীছ সম্পর্কে রিজালশাস্ত্রবিদ ও জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিছগণের যে সমস্ত মন্তব্য পেশ করা হ'ল, তাতে বিষয়টি সবার কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

তবে এরূপ উক্তি আরো অনেক রয়েছে।[৫৩] এক্ষণে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এটি একটি মিথ্যা, জাল ও বানোয়াট বর্ণনা। তাই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ২০ রাক'আত তারাবীহর কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। যেমন জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী ২০ রাক'আতের হাদীছকে দলীলের অযোগ্য ঘোষণা করে বলেন,

فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِشْرِيْنَ رَكْعَةً لَمْ تَثْبُتْ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, ২০ রাক'আত তারাবীহ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নয়'। তিনি আরো বলেন, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি কোনদিনই ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি। কারণ তিনি কোন আমল করলে নিয়মিত করতেন'।

لَوْ فَعَلَ الْعِشْرِيْنَ وَلَوْ مَرَّةً لَمْ يَتْرُكْهَا أَبَدًا.

'সুতরাং তিনি যদি জীবনে একবারও ২০ রাক'আত পড়তেন তাহ'লে কখনো তা ছাড়তেন না'।[৫৪]

একজন ছাহাবীর নামে উদ্ধৃত ২০ রাক'আতের বিভ্রান্তিকর বর্ণনাঃ

২০ রাক'আতের পক্ষে মাত্র একজন ছাহাবী থেকে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যা পরস্পর বিরোধী হওয়ায় 'মুযত্বারাব', ছহীহ হাদীছের মুখালেফ হওয়ায়

৫১. هَذَا الْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ جِدًا لَاتَقُوْمُ بِهِ حُجَّةٌ -আল-হাবী লিল ফাতাওয়া, ১/৫৩৭ পৃঃ।
৫২. إِنَّهُ شَدِيْدُ الضَّعْفِ -ইবনু হাজার আল-হায়ছামী, আল-ফাতাওয়াউল কুবরা, ১/১৯৫ পৃঃ; দ্রঃ ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ২০।
৫৩. আল-হাবী লিল ফাতাওয়া ১/৫৩৮ পৃঃ; মীযানুল ই'তিদাল ১/৪৭ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ১৯-২১।
৫৪. আল-হাবী লিল ফাতওয়া, ১/৫৩৬-৩৭ পৃঃ দ্রঃ।

‘মুনকার’।[৫৫] এ সমস্ত অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার কারণে কোনটা যঈফ, কোনটা জাল।

(٢) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

(২) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর (রাঃ)-এর যামানায় রামাযান মাসে লোকেরা ২০ রাক‘আত ছালাত আদায় করত।[৫৬]

তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটি জাল। এটি তিনটি দোষে দুষ্ট।

প্রথমত: এর সনদে আবু আব্দুল্লাহ ইবনে ফানজুবী আদ-দায়নূরী নামক রাবী আছে। সে মুহাদ্দিছগণের নিকট অপরিচিত। রিজালশাস্ত্রে এর কোন অস্তিত্ব নেই। এজন্য শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন,

لَمْ أَقِفْ عَلَى تَرْجَمَتِهِ فَمَنْ يُدَّعِيْ صِحَّةَ هَذَا الْأَثَرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَّثْبُتَ كَوْنَهُ ثِقَةً قَابِلًا لِلْاِحْتِجَاجِ.

‘আমি তার জীবনী সম্পর্কে অবগত হ’তে পারিনি। সুতরাং যে ব্যক্তি এই আছারের বিশুদ্ধতা দাবী করবে তার উপরে অপরিহার্য হবে নির্ভরযোগ্য হিসাবে দলীলের উপযুক্ততা প্রমাণ করা’।[৫৭] যার কোন পরিচয়ই নেই তার বর্ণনা কিভাবে গ্রহণীয় হতে পারে? মুহাদ্দিছগণের নিকটে এরূপ বর্ণনা জাল বলে পরিচিতি।

দ্বিতীয়ত: উক্ত বর্ণনায় ইয়াযীদ ইবনু খুছায়ফাহ নামে একজন মুনকার রাবী আছে। সে ছহীহ হাদীছের বিরোধী হাদীছ বর্ণনাকারী। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল এজন্য তাকে মুনকার বলেছেন এবং আল্লামা যাহাবী ও ইবনু হাজার আসক্বালানী তা সমর্থন করেছেন।[৫৮] তাছাড়া সে যে মুনকার রাবী তার প্রমাণ হ’ল, সায়েব ইবনু ইয়াযীদ থেকে সে এখানে ২০ রাক‘আতের কথা বর্ণনা করেছে। অথচ আমরা ৮

---

৫৫. উল্লেখ্য, ছহীহ ও শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হাদীছের বিপরীত বর্ণনাকে ‘মুনকার’ বলে। আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, আল-বায়েছুল হাছীছ, মূল: হাফেয ইবনে কাছীর, ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ (বৈরুত: ১৪০৮ হিঃ), পৃঃ ৪৮।

৫৬. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৭, ২/৬৯৮-৯৯ পৃঃ।

৫৭. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩/৪৪৭ পৃঃ।

৫৮. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, তাহক্বীক্ব ও তা‘লীক্ব: মুছত্বাফা আবদুল ক্বাদের আতা (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৯৪/১৪১৫ হিঃ), ১১/২৯৬ পৃঃ; মীযানুল ই‘তিদাল ৪/৪৩০ পৃঃ।

রাক'আতের আলোচনায় সায়েব ইবনু ইয়াযীদ থেকে মোট ৪টি হাদীছ (৪-৭) উল্লেখ করেছি, যার সবগুলোই ছহীহ। সুতরা এই বর্ণনা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তৃতীয়ত: এটি কখনো 'মুযত্বরাব' পর্যায়ের। এই বর্ণনায় বিশ রাক'আতের বর্ণনা এসেছে। কিন্তু অন্য বর্ণনায় আবার **২১** রাক'আতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই শায়খ আলবানী বলেন, এটি 'মুযত্বারাব' পর্যায়ের হওয়ায় পরিত্যাজ্য।[৫৯]

বিশেষ সতর্কতা: 'উমদাতুল ক্বারী' প্রণেতা আল্লামা আয়নী বায়হাক্বীর উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত জাল বর্ণনার শেষে সংযোজন করেছেন وَعَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلَيٍّ مِثْلَهُ 'এবং ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর সময়েও এরূপভাবে (২০ রাক'আত) পড়া হ'ত'।[৬০] অথচ বায়হাক্বীর কোন গ্রন্থে উক্ত বাড়তি অংশ পাওয়া যায় না। যেমন আল্লামা নীমভী হানাফী তাঁর 'তা'লীকু আছারিস সুনান' গ্রন্থে বলেন,

قَوْلٌ مُدْرَجٌ لَايُوْجَدُ فِىْ تَصَانِيْفِ الْبَيْهَقِىِّ '(আয়ইনীর) উক্ত বক্তব্য নিজের পক্ষ থেকে সন্নিবেশিত; বায়হাক্বীর গ্রন্থসমূহে তা পাওয়া যায় না'।[৬১] অতএব বলা যায় যেন চোরাই পথে মরা লাশের উন্নত চিকিৎসা।

উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনাকে আল্লামা নীমভী হানাফী সহ কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য বলে দাবী করেছেন। কিন্তু তাদের উক্ত দাবী সঠিক নয়। কারণ এই জালকৃত বিকৃত হাদীছের কোন পরিচয়ই নেই। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবীদের আমলের বিরোধী আছারকে কিভাবে নির্ভরযোগ্য বলা যায় তা আমাদের বোধগম্য নয়।[৬২] অতএব এরূপ উদ্ভট কথা প্রচার করা মুসলিম উম্মাহর সাথে প্রতারণার শামিল।

(٣) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنَّا نَقُوْمُ فِىْ زَمَانِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً والْوِتْرِ.

৫৯. বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৯-৫১।
৬০. উমদাতুল ক্বারী ৭/১৭৮ পৃঃ, 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়।
৬১. মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৩ পৃঃ, হা/১৩১০-এর আলোচনা দ্রঃ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৭।
৬২. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৭ পৃঃ।

(৩) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ)-এর যামানায় আমরা ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করতাম এবং বিতর পড়তাম। বর্ণনাটি শুধু ইমাম বায়হাক্বীর 'আল-মা'রেফাহ' নামক গ্রন্থে এসেছে।[৬৩]

তাহক্বীক্বঃ পূর্বের আছারটির ন্যায় এটিও ত্রুটিপূর্ণ এবং মুনকার বা যঈফ। যদিও আল্লামা সুবকী ছহীহ বলে দাবী করেছেন। কিন্তু তিনি কিসের ভিত্তিতে এই দাবী করেছেন তা অস্পষ্ট। কারণ এর সনদে দু'জন অপরিচিত রাবী আছে। আবু ওছমান আল-বাছরী যার আসল নাম আমর ইবনু আবদুল্লাহ। অপরজন আবু তাহের। আবু ওছমান আল-বাছরী সম্পর্কে আল্লামা নীমভী হানাফী বলেন, 'কেউ তার জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বলে আমি অবগত নই'।[৬৪] শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন,

لَمْ أَقِفْ أَنَا أَيْضًا عَلَى تَرْجَمَتِهِ مَعَ التَّفَحُّصِ الْكَثِيْرِ.

'আমিও দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়ে তার জীবনী সম্পর্কে কিছু উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছি'। অন্য রাবী 'আবু তাহের' সম্পর্কেও তিনি একই মন্তব্য করেন।[৬৫] তাছাড়া একই রাবী কর্তৃক যে বর্ণনা ছহীহ সনদে এসেছে (প্রথম অধ্যায়ে ৬নং) তার প্রকাশ্য বিরোধী। যেখানে ৮ রাক'আত তারাবীহর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এই বর্ণনা অবশ্যই দুর্বল।

(٤) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّ عُمَرَ جَمَعَ النَّاسَ فِيْ رَمَضَانَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعَلَى تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ عَلَى إِحْدَى وَّ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

(৪) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওমর (রাঃ) উবাই ইবনু কা'ব ও তা[illegible] ২১

রা[illegible]।

তাহক্বীক্বঃ এই বর্ণনাটি শুধু মুছান্নাফ আবদুর রাযযাকে বর্ণিত হয়েছে।[৬৬] এটি মুনকার হিসাবে যঈফ। আবদুর রাযযাক (১২৬-২১১ হিঃ) এককভাবে এটি বর্ণনা

৬৩. মির'আত ৪/৩৩১ পৃঃ।

৬৪. لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ تَرْجَمَ لَهُ -তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৪৪৬ পৃঃ; মির'আতুল মাফাতীহ, ৪/৩৩১ পৃঃ।

৬৫. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৬ পৃঃ।

৬৬. আবুবকর আব্দুর রাযযাক বিন হাম্মাম আছ-ছান'আনী, আল-মুছান্নাফ (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৩/১৪০৩), হা/৭৭৩০, ৪/২৬০ পৃঃ।

করেছেন। এই শব্দে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। ছহীহ শব্দ হবে **১১** রাক'আত। শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন,

فَإِنَّهُ قَدِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ هَذَا الْأَثَرِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَمْ يَخْرُجْهُ بِهِ أَحَدٌ غَيْرَهُ.

'আছারটি তিনি এই শব্দে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। অন্য কেউ এভাবে বর্ণনা করেননি'।[৬৭] এর কারণ হ'ল, তিনি শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্ণনাগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে। যেমন ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'তিনি শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে বর্ণনাগুলো মিশ্রিত হয়ে গেছে'।[৬৮]

এছাড়া এর সম্পূর্ণ সনদ নেই, মাঝে রাবী বাদ পড়ে গেছে। সর্বোপরি এটি ছহীহ সনদে বর্ণিত (প্রথম অধ্যায়ে ৫ নং) হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী। যেখানে **১১** রাক'আতের কথা বলা হয়েছে।[৬৯] অতএব দলীল হিসাবে এই ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা পেশ করা উচিত নয়।

(٥) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنَّا نَنْصَرِفُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَقَدْ دَنَا فُرُوْعُ الْفَجْرِ وَكَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ثَلَاثَةً وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

(৫) সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর (রাঃ)-এর যামানায় আমরা রামাযান মাসে রাত্রের ছালাত থেকে সাহারী খাওয়ার সময় বাড়ীতে ফিরে আসতাম। আর সে সময় এই ছালাত ছিল **২৩** রাক'আত।

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি শুধু আবদুর রাযযাক এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[৭০] আছারটি যঈফ ও মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য। উক্ত আছারে আবু যুবাব নামে একজন মুনকার রাবী আছে। আবু হাতেম তাঁর 'আল-জারহু ওয়াত তা'দীল' গ্রন্থে এর সম্পর্কে বলেন, 'দারাওয়ারদী তার থেকে প্রচুর মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন; তার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল ছিল'।[৭১] ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ/৯৯৪-

---

৬৭. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৩ পৃঃ, হা/৮০৪-এর আলোচনা দ্রঃ।

৬৮. عَمِيَ فِيْ آخِرِ عُمْرِهِ فَتَغَيَّرَ وَكَانَ يَتَشَيَّعُ - তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৪০৬৪, পৃঃ ৩৫৪-এর টীকাসহ দ্রঃ; ইবনু হাজার আসক্বালানী, হাদিউস সারী মুক্বাদ্দামাহ ফাৎহুল বারী (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৯৮৯/১৪১০ হিঃ), পৃঃ ৫৮৮।

৬৯. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৮।

৭০. আল-মুছান্নাফ হা/৭৭৩৩, ৪/২৬১ পৃঃ।

৭১. يَرْوِيْ عَنْهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ أَحَادِيْثَ مُنْكَرَةً لَيْسَ بِالْقَوِيِّ -তাহযীবুত তাহযীব ২/১৩৬ পৃঃ, রাবী নং ১০৯০।

১০৬৩ খৃঃ) বলেন, ‘সে যঈফ রাবী’।[৭২] ইমাম মালেক (রহঃ) তার থেকে কোন হাদীছ গ্রহণ করেননি।[৭৩] এজন্য শায়খ আলবানী বলেন, ‘এর সনদ যঈফ। কারণ ইবনু আবু যুবাবের মধ্যে দুর্বলতা আছে’।[৭৪] তাছাড়া প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত (৪নং) ছহীহ হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং ১১ রাক‘আতের সকল ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী।

জ্ঞাতব্য: এতক্ষণ আমরা একই ছাহাবী সায়েব ইবনু ইয়াযীদ থেকে মোট ৪টি বর্ণনা উপস্থাপন করলাম। প্রত্যেকটিই পরস্পর বিরোধী। তাই মুহাদ্দিছগণের নিকট ‘মুযত্বারাব’ সাব্যস্ত হওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে তা বর্জনীয়। অনুধাবনযোগ্য হ’ল, সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে ৮ বা ১১ রাক‘আতের আলোচনায় আমরা যে চারটি হাদীছ উল্লেখ করেছি তার সবগুলোই ছহীহ। ঐ বর্ণনাগুলো একাধিক সূত্রে বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং একই রাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী যঈফ ও জাল বর্ণনা কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

অন্যান্যদের নামে উদ্ধৃত ২০ রাক‘আতের বর্ণনাঃ

(٦) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

(৬) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে লোকদের সাথে ২০ রাক‘আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটি শুধু ইবনু আবী শায়বাহ তার ‘মুছান্নাফে’ এককভাবে বর্ণনা ক[illegible][৭৫] [illegible] হইয়া

মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ২০ রাক‘আতের বর্ণনা সমূহ

ই[illegible]।

আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, ‘সে আনাস (রাঃ) ছাড়া অন্য কোন ছাহাবী থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছে বলে আমি অবগত নই।[৭৭] শায়খ আলবানী বলেন, ‘এর সনদ

---

৭২. ضَعِيْفٌ -মীযানুল ই‘তিদাল ১/৪৩৭ পৃঃ, রাবী নং ১৬২৯।
৭৩. তাহযীবুত তাহযীব ২/১৩৬ পৃঃ।
৭৪. هَذَا سَنَدٌ ضَعِيْفٌ لِأَنَّ ابْنَ أَبِىْ ذُبَابٍ هَذَا فِيْهِ ضُعْفٌ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ -ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫২।
৭৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২৮৫।
৭৬. يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِىُّ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ - মির‘আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৪ পৃঃ।
৭৭. لَاأَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْ صَحَابِىٍّ غَيْرَ أَنَسٍ -তাহযীবুত তাহযীব ১১/১৯৫ পৃঃ।

বিচ্ছিন্ন।[৭৮] ছাহেবে তুহফাহ বলেন, ‘এই আছারটির সনদ বিচ্ছিন্ন, ফলে দলীলযোগ্য নয়’।[৭৯] এছাড়াও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী।

(٧) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِىْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فِىْ رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

(৭) ইয়াযীদ ইবনু রূমান (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর (রাঃ)-এর যুগে লোকেরা রামাযান মাসে রাত্রিতে ২৩ রাক‘আত ছালাত আদায় করত’।[৮০]

তাহক্বীক্ব: আছারটি নিতান্তই যঈফ ও মুনকার। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, ‘ইয়াযীদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যুগ পাননি’।[৮১] হাফেয যায়লাঈ হানাফী উক্ত মতকে সমর্থন করেছেন।[৮২] আল্লামা আয়নী হানাফী ‘উমদাতুল ক্বারী’র মধ্যে বলেন, ‘এর সনদ বিছিন্ন’ অর্থাৎ যঈফ।[৮৩] আল্লামা ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হিঃ) বলেন,

رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ وَلَكِنَّهُ مُرْسَلٌ فَإِنَّ يَزِيْدَ بْنَ رُوْمَانَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ.

‘আছারটি বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা মুরসাল। কারণ ইয়াযীদ ইবনু রূমান ওমর (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ পাননি’।[৮৪] শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

فَضَعِيْفَةٌ لِأَنَّ ابْنَ رُوْمَانَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ وَلَمْ يُصَحِّ عَنْهُ إِلَّا الرِّوَايَةُ الْأُوْلَى.

‘আছারটি যঈফ; কারণ ইয়াযীদ ইবনু রূমান ওমর (রাঃ)-কে পাননি। প্রথম বর্ণনাটি (১১ রাক‘আতের) ছাড়া তার পক্ষে কোন ছহীহ বর্ণনা নেই’।[৮৫] অন্যত্র তিনি বলেন,

---

৭৮. هَذَا مُنْقَطِعٌ -ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫৪।

৭৯. فَهَذَا الْأَثَرُ مُنْقَطِعٌ لَايَصْلُحُ لِلْاحْتِجَاجِ -তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৫ পৃঃ।

৮০. মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/১১৫ পৃঃ; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৮, ২/৬৯৯ পৃঃ।

৮১. يَزِيْدُ بْنُ رُوْمَانَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ -ইরওয়াউল গালীল ২/১৯২ পৃঃ, হা/৪৪৬-এর আলোচনা দ্রঃ।

৮২. নাছবুর রাইয়াহ ২/৯৯ পৃঃ।

৮৩. سَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ -উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী ৭/১৭৮ পৃঃ, ‘তারাবীহর ছালাত’ অধ্যায়।

৮৪. ইমাম নববী, আল-মাজমু’ ৪/৩৩ পৃঃ।

৮৫. আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত (বৈরুত: ১৯৮৫/১৪০৫ হিঃ), ১/৪০৮ পৃঃ, হা/১৩০২-এর টীকা নং ২ দ্রঃ।

فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ ضَعِيْفَةٌ لِانْقِطَاعِهَا بَيْنَ ابْنِ رُوْمَانَ وَعُمَرَ فَلَا حُجَّةَ فِيْهَا وَلَاسِيَّمَا وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلرِّوَايَةِ الصَّحِيْحَةِ عَنْ عُمَرَ فِيْ أَمْرِهِ بِالْإِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً.

'ওমর (রাঃ) ও ইবনু রূমানের মাঝে সনদগত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় বর্ণনাটি যঈফ; এর মধ্যে কোন দলীল নেই। বিশেষ করে এই বর্ণনাটি ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত ওমর (রাঃ)-এর **১১** রাক'আতের নির্দেশের বিরোধী'।[৮৬]

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে এই আছারটিকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। অথচ এটিই সবচেয়ে দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ। কারণ এটি একজন তাবেঈ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত। তাছাড়া এ সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের উক্তিগুলো কি বিবেচ্য নয়? অতএব ওমর (রাঃ) ২০ রাক'আত তারাবীহর নির্দেশ দিয়েছিলেন বা তাঁর আমলে ২০ রাক'আত চালু ছিল মর্মে যে বর্ণনাগুলো এসেছে তার সবগুলোই যঈফ, জাল ও মুনকার। তাই শায়খ আলবানী বলেন, لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ عُمَرَ صَلَّاهَا عِشْرِيْنَ 'ওমর (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে ২০ রাক'আত সাব্যস্ত হয়নি'।[৮৭] অন্যত্র তিনি বলেন,

أَنَّه ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْأَمْرُ بِصَلَاتِهَا إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً كَمَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّهَا إِلَّا إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً.

'ওমর (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি **১১** রাক'আতেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও **১১** রাক'আত ব্যতীত এর বেশী পড়েননি'।[৮৮] শায়খ মুবারকপুরী উক্ত বর্ণনা সমূহের

মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ২০ রাক'আতের বর্ণনা সমূহ

বি[illegible],

فَالْحَاصِلُ أَنَّ لَفْظَ إِحْدَى عَشَرَةَ فِيْ أَثَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمَذْكُوْرِ صَحِيْحٌ ثَابِتٌ مَحْفُوْظٌ وَلَفْظَ إِحْدَى وَعِشْرُوْنَ فِيْ هَذَا الْأَثَرِ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ وَالْأَغْلَبُ أَنَّهُ وَهْمٌ.

৮৬. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫৪।
৮৭. তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/৪০৮; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৪৮।
৮৮. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭৫।

‘ফলকথা হ’ল, ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত যে হাদীছে **১১** শব্দ (**১১** রাক‘আত) উল্লিখিত হয়েছে তা ছহীহ, প্রমাণিত ও সংরক্ষিত। পক্ষান্তরে যে বর্ণনায় **২১** (**২১** রাক‘আত) উল্লিখিত হয়েছে তা সংরক্ষিত নয়; বরং অধিকতর কাল্পনিক’।[৮৯]

(٨) عَنْ أَبِى الْحَسَنَاءِ أنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّىْ بِهِمْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

(৮) আবুল হাসানা হ'তে বর্ণিত, আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন লোকদেরকে নিয়ে রামাযান মাসে ২০ রাক‘আত তারাবীহ পড়ায়।[৯০]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি যঈফ অথবা জাল। এর সনদে আবু সা‘দুল বাকাল ও আবুল হাসানা দু’জন ত্রুটিযুক্ত রাবী রয়েছে। যেমন ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনাটি উল্লেখের পর বলেন, ‘এই হাদীছের সনদে দুর্বলতা রয়েছে’।[৯১] ইমাম ইবনু তুরকুমানী বলেন,

الْأَظْهَرُ أَنَّ ضُعْفَهُ مِنْ جِهَةِ أَبِىْ سَعْدٍ سَعِيْدِ بْنِ مَرْزُبَانَ الْبَقَالِ فَإِنَّهُ مُتَكَلَّمٌ فِيْـــهِ فَإِنْ كَانَ كَذَالِكَ فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

‘স্পষ্ট যে, আবু সা‘দ সাঈদ ইবনে মারযুবানের কারণেই হাদীছটি যঈফ। কারণ সে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত। সে যদি এমনটিই হয় তাহলে অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও এ কথারই অনুসরণ করেছেন’।[৯২]

ইমাম যাহাবী তাকে অপরিচিত বলেছেন।[৯৩] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, ‘সে অজ্ঞাত রাবী’।[৯৪] তাছাড়া আবুল হাসানা ও আলী (রাঃ)-এর মাঝে আরো দু’জন রাবী রয়েছে, যা সনদে উল্লেখ নেই।[৯৫]

এরপরেও তা ছহীহ হাদীছ সমূহের সরাসরি বিরোধী হওয়ায় মুনকার। অতএব আছারটিকে ভিত্তিহীন বলাই শ্রেয়।

৮৯. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৪ পৃঃ; মির‘আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩০ পৃঃ।
৯০. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (২); বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৪৬২১, ২/৬৯৯ পৃঃ।
৯১. فِىْ هَذَا الْإِسْنَاد ضُعْفٌ -বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ২/৬৯৯-৭০০ পৃঃ।
৯২. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হ/৪৬২১-এর টীকা দ্রঃ, ২/৭০০।
৯৩. لاَيُعْرَف-মীযানুল ই‘তিদাল ৪/৫১৫, রাবী নং ১০১০৬।
৯৪. إِنَّهُ مَجْهُوْلٌ -তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৬৩৩, রাবী নং ৮০৫৩।
৯৫. قُلْتُ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِىٍّ شَخْصَانِ -ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৬।

(৯) عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا الْقُرَّاءَ فِىْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً قَالَ وَكَانَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يُوْتِرُبِهِمْ.

(৯) আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী হ’তে বর্ণিত, রামাযান মাসে আলী (রাঃ) ক্বারীগণকে আহ্বান করলেন। অতঃপর তাঁদের মধ্যে হ’তে একজনকে নির্দেশ দান করলেন, তিনি যেন লোকদেরকে ২০ রাক‘আত ছালাত পড়ান। তিনি তাদের সাথে শুধু বিতর পড়তেন’।[৯৬]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার। এতে আতা ইবনু সায়েব ও হাম্মাদ ইবনু শু‘আইব নামে দু’জন ত্রুটিপূর্ণ রাবী রয়েছে। (ক) আত্বা ইবনু সায়েব সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, ‘শেষ বয়সে তার বর্ণনাগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল এবং স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিল’।[৯৭] ইবনু মাঈন বলেন, ‘আতা ইবনু সায়েব বর্ণনাগুলো মিশ্রিত করেছে’।

ذَرُوْهُ لَيْسَ مِنْ صَحِيْحِ حَدِيْثُهُ... وَالْاِخْتِلَاطُ جَمِيْعًا وَلَايُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ.

সুতরাং তাকে পরিত্যাগ কর। কারণ তার কোন ছহীহ হাদীছ নেই; বরং সম্পূর্ণই মিশ্রিত। তাই তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না’।[৯৮] ইমাম ইয়াহইয়া বলেন, ‘তার বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না’।[৯৯] আহমাদ ইবনু আবী খায়ছামা বলেন, ‘তার সমস্ত হাদীছই যঈফ’।[১০০]

(খ) হাম্মাদ ইবনু শু‘আইব সম্পর্কে শায়খ আলবানী বলেন, ‘নিশ্চয়ই সে অত্যন্ত দুর্বল’।[১০১] ইমাম নাসাঈ তাকে যঈফ বলেছেন।[১০২]

৯৬. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬২০, ২/৬৯৯ পৃঃ।
৯৭. تَغَيَّرَ بِأَخِرَةٍ وَسَاءَ حِفْظُهُ -মীযানুল ই‘তিদাল ৩/৭০ পৃঃ।
৯৮. তাহযীবুত তাহযীব ৭/১৭৮ পৃঃ।
৯৯. لَا يُحْتَجُّ بِهِ -মীযানুল ই‘তিদাল ৩/৭১ পৃঃ।
১০০. حَدِيْثُهُ ضَعِيْفٌ -বিস্তারিত দেখুনঃ তাহযীবুত তাহযীব ৭/১৭৯-৮০ পৃঃ; মীযানুল ই‘তিদাল ৩/৭১ পৃঃ।
১০১. فَإِنَّهُ ضَعِيْفٌ جِدًا -ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৬-৬৭।
১০২. মির‘আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৩ পৃঃ।

ইমাম যাহাবী বলেন, 'ইবনু মাঈনসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাকে যঈফ বলেছেন'।[১০৩] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'এর মধ্যে ত্রুটি রয়েছে'।[১০৪] ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন,

إِذْ قَالَ الْبُخَارِىُّ لِلرَّجُلِ فِيْهِ نَظْرٌ فَحَدِيْثُهُ لَايُحْتَجُّ بِهِ.

'ইমাম বুখারী যদি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যে, তার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে, তাহ'লে তার বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না'।[১০৫] ইমাম বুখারী তাকে কখনো মুনকারও বলেছেন।[১০৬] আবু হাতিম বলেন, 'সে নির্ভরযোগ্য নয়'।[১০৭] ইমাম ইয়াহইয়া বলেন, 'তার বর্ণিত হাদীছ লিপিবদ্ধ করা ঠিক নয়'।[১০৮] ইবনু আদী বলেন, হাম্মাদ ইবনু শু'আইব থেকে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সবই মুনকার।[১০৯] অতএব একে ভিত্তিহীন বলাই শ্রেয়।

(١٠) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ثَلَاثًا وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ.

(১০) আত্বা বলেন, আমি লোকদেরকে বিতরসহ ২৩ রাক'আত ছালাত আদায় করা অবস্থায় পেয়েছি।[১১০]

তাহক্বীক্বঃ উক্ত বর্ণনাটিও পূর্বোক্ত বর্ণনার ন্যায় যঈফ, মুনকার ও অভিযুক্ত। কারণ এ বর্ণনাতেও পূর্বে আলোচিত মুনকার রাবী আত্বা ইবনু সায়েব রয়েছে।

(١١) عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَمَرَ أُبَيًّا أَنْ يُّصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِىْ رَمَضَانَ .. فَصَلَّى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

---

১০৩. ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِيْنٍ وَغَيْرُهُ -মীযানুল ই'তিদাল ১/৫৯৬ পৃঃ।
১০৪. فِيْهِ نَظْرٌ -মীযানুল ই'তিদাল ১/৫৯৬; তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৪ পৃঃ।
১০৫. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৪ পৃঃ।
১০৬. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৭।
১০৭. لَيْسَ بِالْقَوِىِّ -মির'আতুল মাফাতীহ ৪/ ৩৩৩ পৃঃ।
১০৮. لَايُكْتَبُ حَدِيْثُهُ -মির'আতুল মাফাতীহ ৪/ ৩৩৩ পৃঃ।
১০৯. মীযানুল ই'তিদাল ১/৫৯৬ পঃ।
১১০. ইবনু আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (৯)।

(১১) আবুল আলিয়াহ বলেন, ওমর (রাঃ) উবাই ইবনু কা‘বকে রামাযান মাসে লোকদের সাথে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ... অতঃপর তিনি তাদের সাথে ২০ রাক‘আত ছালাত আদায় করেছিলেন।[১১১]

তাহক্বীক্ব: এ বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার। এর সনদে আবু জা‘ফর নামে একজন ত্রুটিযুক্ত রাবী আছে। যার আসল নাম ঈসা ইবনু আবী ঈসা মাহান। ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ (রহঃ) বলেন, ‘সে নির্ভরযোগ্য নয়’।[১১২] ইমাম যাহাবী তাঁর ‘যু‘আফা’ গ্রন্থে বলেন, আবু যুর‘আহ তার সম্পর্কে বলেছেন, ‘সে প্রচুর ভুল করে’।[১১৩] তিনি তাঁর ‘আল-কুনা’ গ্রন্থে বলেন, ‘প্রত্যেক মুহাদ্দিছই তাকে অভিযুক্ত করেছেন’।[১১৪] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, ‘স্মৃতিশক্তিতে ত্রুটি রয়েছে’।[১১৫] আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ) বলেন,

صَاحِبُ مَنَاكِيْرَ لَايَحْتَجُّ بِمَا تَفَرَّدَ بِهِ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ الْبَتَّةَ.

‘সে প্রচুর মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী। যে হাদীছগুলো সে এককভাবে বর্ণনা করেছে সেগুলো থেকে মুহাদ্দিছগণ কখনোই দলীল গ্রহণ করেননি’।[১১৬] ইবনু হিব্বান বলেন, ‘প্রসিদ্ধ রাবী থেকে এককভাবে অনেক মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী’।[১১৭] শায়খ আলবানী বলেন, ‘এর সনদ যঈফ’।[১১৮] এছাড়াও ছহীহ হাদীছসমূহের সম্পূর্ণ বিরোধী।

(١٢) عَن حَسَنٍ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رَفِيْعٍ قالَ كَانَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِىْ رَمَضَانَ بِالْمَدِيْنَةِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

---

১১১. যিয়াউল মাক্বদেসী, আল-মুখতারা ১/৩৮৪ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৯।
১১২. لَيْسَ بِالْقَوِىِّ -মীযানুল ই‘তিদাল ৩/৩১৯-২০ পৃঃ।
১১৩. يَهِمُ كَثِيْرًا - ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৯।
১১৪. جَرَحُوْهُ كُلُّهُمْ -ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৯।
১১৫. سَيِّئُ الْحِفْظِ -তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৬২৯।
১১৬. ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, যাদুল মা‘আদ ১/২৬৭ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৯।
১১৭. يَنْفَرِدُ بِالْمَنَاكِيْرِ عَنِ الْمَشَاهِيْرِ -মীযানুল ই‘তিদাল ৩/৩২০ পৃঃ।
১১৮. وَهَذَا إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ-ছালাতু তারাবীহ, পৃঃ ৬৯।

(১২) হাসান আবদুল আযীয ইবনু রাফী হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, উবাই ইবনু কা'ব মদীনাতে লোকদের সাথে রামাযান মাসে বিশ রাক'আত ছালাত পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন।[১১৯]

তাহক্বীক্ব: এটিও যঈফ ও মুনকার। আল্লামা নীমভী হানাফী বলেন, 'আব্দুল আযীয ইবনে রাফী উবাই ইবনু কা'ব-এর যুগ পায়নি'।[১২০]

শায়খ আলবানী বলেন, আবদুল আযীয ও উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর মাঝে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কারণ তাদের উভয়ের মৃত্যুর মাঝে প্রায় ১০০ বছর অথবা তার চেয়ে বেশী পার্থক্য রয়েছে'।[১২১] যেমন ইবনু হাজার আসক্বালানী ইবনু হিব্বানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আব্দুল আযীযের মৃত্যু হয়েছে ১৩০ হিজরীর পরে।[১২২] আর উবাই ইবনু কা'ব ৩২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[১২৩] সুতরাং উবাই ইবনু কা'ব সম্পর্কে এরূপ উদ্ভট কথা প্রচার করলে একজন ছাহাবীর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে।

(١٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّىْ بِنَا فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَنْصَرِفُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَالَ الْأَعْمَشُ كَانَ يُصَلِّىْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

(১৩) যায়েদ ইবনু ওহাব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ছালাত পড়িয়েছেন। তিনি রাত্রিতেই প্রত্যাবর্তন করতেন। আ'মাশ বলেন, তিনি বিশ রাক'আত ছালাত পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন।[১২৪]

---

১১৯. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (৫)।
১২০. عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رَفِيْعٍ لَمْ يُدْرِكْ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ -মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৩৩৪ পৃঃ।
১২১. وَلَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ هَذَا وَأُبَي فَإِنَّ بَيْنَ وَفَاتَيْهِمَا نَحْوَ مِائَةَ سَنَة أَوْ أَكْثَرَ - ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৬৭-৬৮।
১২২. তাহযীবুত তাহযীব ৬/২৯৭ পৃঃ।
১২৩. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৯৬।
১২৪. ইবনু নাছর, ক্বিয়ামুল লাইল, পৃঃ ৭১; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭০।

তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটি জাল। শেষের অংশটুকু জাল করে বৃদ্ধি করা হয়েছে (قَالَ الْأَعْمَشُ كَانَ يُصَلِّيْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.)। আ‘মাশ কর্তৃক বর্ণিত শেষাংশ ভিত্তিহীন। পূর্বের অংশটুকু তাবরাণীতে এসেছে।[১২৫] কিন্তু তা যঈফ ও মুনকার। তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থকার বলেন,

هَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ فَإِنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يُدْرِكْ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ.

‘এটিও সনদগত বিচ্ছিন্নতার কারণে যঈফ। কেননা আ‘মাশ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ)-এর যুগ পাননি’।[১২৬] শায়খ আলবানী উক্ত বক্তব্যে একমত পোষণ করে বলেন,

بَلْ لَعَلَّهُ مُعْضَلٌ فَإِنَّ الْأَعْمَشَ إِنَّمَا يَرْوِيْ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ بِوَاسِطَةِ رَجُلَيْنِ غَالِبًا.

‘বরং তা বিভ্রান্তিকর। কারণ আ‘মাশ দু’জন রাবীর মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি ইবনু মাস‘ঊদ থেকে বর্ণনা করেছেন’।[১২৭] অতএব জালকৃত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

(١٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ.

(১৪) আবদুল্লাহ ইবনু ক্বায়েস বলেন, শুতাইর ইবনু শাকল রামাযান মাসে বিশ রাক‘আত ছালাত পড়তেন এবং বিতর পড়তেন।[১২৮]

তাহক্বীক্ব: এ বর্ণনাটিও যঈফ এবং মুনকার। এর সনদে আবদুল্লাহ ইবনু ক্বায়েস নামক রাবী অত্যন্ত দুর্বল। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, সে অপরিচিত।[১২৯]

---

১২৫. তাবরাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর ৯/৩১৭ পৃঃ, হা/৯৫৮৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/১৭২ পৃঃ; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭১।
১২৬. তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৪৪৫ পৃঃ, হা/৮০৩-এর আলোচনা।
১২৭. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭১।
১২৮. ইবনু আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (১); সুনানুল কুবরা ২/৬৯৯ পৃঃ।
১২৯. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩১৮।

ইমাম যাহাবী ও আযদী বলেন, 'সে অত্যন্ত দুর্বল এবং অপরিচিত'।[১৩০] এছাড়া এর পূর্ণাঙ্গ সনদ নেই।

١٥) عَنْ أَبِى الْخُصَيْبِ قَالَ كَانَ يُؤَمُّنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفْلَةَ فِىْ رَمَضَانَ فَيُصَلِّىْ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

(১৫) আবুল খুছাইব বলেন, সুওয়াইদ ইবনু গাফলাহ রামাযান মাসে আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি পাঁচ বৈঠকে (৫ ×৪)=২০ রাক'আত ছালাত পড়তেন'।[১৩১]

তাহক্বীক্ব: আছারটি যঈফ ও মুনকার। এর সনদে আবুল খুছাইব রয়েছে। তাকে মুহাদ্দিছগণ চিনেন না। ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন, সে অপরিচিত।[১৩২] তিনি অন্যত্র বলেন, 'তার পরিচয় জানা যায় না'।[১৩৩] মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী পাঁচ বৈঠকের বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন।[১৩৪]

(١٦) عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ ابْنُ أَبِىْ مُلَيْكَةَ يُصَلِّىْ بِنَا رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

(১৬) নাফে' ইবনু ওমর বলেন, ইবনু আবী মুলায়কা রামাযান মাসে আমাদের সাথে বিশ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'।[১৩৫]

তাহক্বীক্ব: বর্ণনাটি জাল। এর সনদে ইবনু আবী মুলায়কাহ নামক একজন পরিত্যক্ত রাবী রয়েছে। মূল নাম আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'সে হাদীছ জালকারী।[১৩৬] ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ইবনু মাঈন তাকে যঈফ বলেছেন।[১৩৭] ইমাম আহমাদ বলেন, 'ছহীহ হাদীছের বিরোধী বর্ণনাকারী

---

১৩০. ضَعِيْفٌ مَجْهُوْلٌ -মীযানুল ই'তিদাল ২/৪৭৩ পৃঃ।
১৩১. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৯, ২/৬৯৯ পৃঃ।
১৩২. لَايُعْرَفُ -মীযানুল ই'তিদাল ২/৯২ পৃঃ।
১৩৩. لَايَدْرِىْ مَنْ هُوَ -পূর্বোক্ত, ১/৬৫৩ পৃঃ।
১৩৪. মিরক্বাত, ৩/১৯৪ পৃঃ।
১৩৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (৪)।
১৩৬. ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ -মীযানুল ই'তিদাল ২/৫৫০ পৃঃ।
১৩৭. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩৩৭; মীযানুল ই'তিদাল ২/৫৫০ পৃঃ।

হিসাবে সে অগ্রহণযোগ্য’।[১৩৮] আবু হাতেম বলেন, ‘হাদীছ বর্ণনায় সে নির্ভরযোগ্য নয়’।[১৩৯] ইমাম নাসাঈ বলেন, ‘হাদীছের পরিত্যক্ত রাবী’। কখনো তিনি বলেছেন, ‘সে নির্ভরযোগ্য নয়’।[১৪০] ইবনু আদী ও ইবনু সা‘দ বলেন, তার সকল হাদীছ যঈফ অথবা জালের পর্যায়ভুক্ত।[১৪১]

(١٧) عَنْ أَبِىْ إِسْحَاقَ عَنْ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِىْ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

(১৭) আবু ইসহাক্ব থেকে বর্ণিত, হারিছ রামাযান মাসে রাত্রিতে লোকদের ইমামতি করতেন। সেখানে তিনি ২০ রাক‘আত ছালাত পড়তেন এবং তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন।[১৪২]

তাহক্বীক্ব: এ বর্ণনাটিও জাল। এর সনদে হারিছ ও আবু ইসহাক্ব নামে ত্রুটিপূর্ণ ও অভিযুক্ত দু’জন রাবী রয়েছে। হারিছের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। আর আবু ইসহাক্ব সম্পর্কে আল্লামা যাহাবী বলেন, ‘সে মুনকার বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত’।[১৪৩] ইবনু হিব্বান বলেন, ‘সে যা বর্ণনা করেছে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বৈধ নয়’।[১৪৪]

(١٨) عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ فِىْ رَمَضَانَ وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

(১৮) আবুল বাখতারী রামাযান মাসে পাঁচ বৈঠকে (৪×৫=২০) তারাবীহ পড়তেন। আর তিন রাক‘আত বিতর পড়তেন।[১৪৫]

তাহক্বীক্ব: এই আছারটিও জাল। প্রথমত: এর সনদে বর্ণিত রাবীগুলোর কোন পরিচয় নেই। দ্বিতীয়ত: আবুল বাখতারী একজন মিথ্যুক রাবী। আল্লামা যাহাবী

---

১৩৮. مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ -তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৩৩ পৃঃ।
১৩৯. لَيْسَ بِقَوِىٍّ فِى الْحَدِيْثِ-মীযানুল ই‘তিদাল ২/৫৫০ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৩৪ পৃঃ।
১৪০. مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ -মীযানুল ই‘তিদাল ২/৫৫০ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৩৪ পৃঃ।
১৪১. তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৩৩-৩৪ পৃঃ।
১৪২. ইবনু আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (৬)।
১৪৩. মীযানুল ই‘তিদাল ৪/৪৮৮ পৃঃ।
১৪৪. لَايَجُوْزُ الْاِحْتِجَاجُ بِمَا رَوَى -মীযানুল ই‘তিদাল ৪/৪৮৮ পৃঃ।
১৪৫. ইবনু আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (৭)।

বলেন, 'কোন যুগেই তার পরিচয় পাওয়া যায়নি'।[১৪৬] মুহাদ্দিছ দুহাইস তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু হাজার আসক্বালানীও তার ত্রুটি বর্ণনা করেছেন।[১৪৭]

(١٩) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبِيْعَةَ كَانَ يُصَلِّىْ بِهِمْ فِىْ رَمَضَانَ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

(১৯) সাঈদ ইবনু উবাইদ বলেন, আলী ইবনু রবী'আহ লোকদের সাথে রামাযান মাসে পাঁচ বৈঠকে (৪×৫=২০) তারাবীহ পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতর পড়তেন।[১৪৮]

তাহক্বীক্বঃ বর্ণনাটি যঈফ বা জাল ও মুনকার। এর সনদে দু'জন বাজে রাবী আছে। আলী ইবনু রাবী'আহ আল-ক্বারশী ও সাঈদ ইবনু উবাইদ। ইমাম যাহাবী আলী ইবনু রবী'আহ সম্পর্কে আবু হাতেম-এর মত পোষণ করে বলেন যে, তিনি তাকে যঈফ বলেছেন।[১৪৯] সাঈদ ইবনু উবাইদ সম্পর্কে ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, সে অপরিচিত।[১৫০]

উল্লেখ্য যে, উক্ত ২০, ২১ ও ২৩ রাক'আত ছাড়াও ২৪, ২৮, ৩৬, বা ৩৯, ৪০ বা ৭ রাক'আত বিতরসহ ৪৭ রাক'আতেরও বিভিন্ন বর্ণনা কতিপয় গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।[১৫১] কিন্তু ৮ ও ১১ রাক'আত ছাড়া অন্যান্য কোন বর্ণনার ছহীহ ভিত্তি নেই। ছাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তী বিদ্বানগণের নামে যে সমস্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলোর সবই ভিত্তিহীন, বানোয়াট। প্রকারান্তরে তাদের উপর মিথ্যা তোহমত দেওয়া হয়েছে।

সুধী পাঠক! উপরিউক্ত বর্ণনাগুলো আজ সমাজে খুবই প্রচলিত। তবে এ ধরনের উদ্ভট বর্ণনা আরো আছে।[১৫২] কল্পনাপ্রসূত উক্ত বর্ণনাগুলোর উপরই মানুষ আমল করছে। মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী ও মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাকের মত নিম্নশ্রেণীর দু'একটি গ্রন্থে এগুলোর স্থান হয়েছে, নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে এগুলোর স্থান হয়নি। কিন্তু সেগুলোও বিশ্ববিখ্যাত রিজালবিদগণের সূক্ষ্ম গবেষণায়

---

১৪৬. لَايَكَادُ يُعْرَفُ-মীযানুল ই'তিদাল ৪/৪৯৪ পৃঃ।
১৪৭. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ২৪০।
১৪৮. ইবনু আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (১১)।
১৪৯. মীযানুল ই'তিদাল ৩/১২৬ পৃঃ।
১৫০. তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ২৩৯।
১৫১. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/২৮৫ (৮, ১০, ১২)।
১৫২. উমদাতুল ক্বারী ১১/১২৭ পৃঃ।

যঈফ, জাল ও বানোয়াট প্রমাণিত হয়েছে। শায়খ আলবানী (রহঃ) এ সংক্রান্ত আলোচনার উপসংহারে বলেন,

هَذَا كُلُّ مَاوَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنَ الْآثَرِ الْمَرْوِيَّةِ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمْ فِى الزِّيَادَةِ عَلَى مَاثَبَتَ فِى السُّنَّةِ فِىْ عَدَدِ رَكْعَاتِ التَّرَاوِيْحِ وَ كُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ لَايَثْبُتُ مِنْهَا شَيْئٌ.

‘তারাবীহর রাক‘আত সংখ্যার ব্যাপারে প্রমাণিত সুন্নাতের (১১ রাক‘আতের) উপরে অতিরিক্ত সংখ্যার পক্ষে ছাহাবীদের যে সমস্ত আছার বর্ণিত হয়েছে, সে সমস্ত বর্ণনা সম্পর্কে আমরা যা উপলব্ধি করলাম তাতে সবগুলোই যঈফ; এর দ্বারা কিছুই সাব্যস্ত হয় না’।[১৫৩]

এক্ষণে যদি বলা হয়, এতগুলো বর্ণনা থাকতে কেন আমল করা যাবে না? সমস্ত বর্ণনাই কি বাতিল? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছোট্ট একটি বাণীই উক্ত ক্ষোভের জবাব হ’তে পারে। তিনি বলেন,

فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللهِ مَاكَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ.

‘মানুষের কী হ’ল যে, তারা অধিক শর্তারোপ করছে অথচ তা আল্লাহর বিধানে নেই। মনে রেখ, যে শর্ত আল্লাহর সংবিধানে নেই তা বাতিলযোগ্য যদিও তা একশ’ শর্তের বেশী হয়। আল্লাহর সিদ্ধান্তই সর্বাধিক অভ্রান্ত এবং তাঁর শর্তই চূড়ান্ত’।[১৫৪] অতএব হাযার হাযার বর্ণনা থাকলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সেগুলো আল্লাহর বিধানে নেই। সেগুলো কেবল যঈফ, জাল। উহা থাকা আর না থাকা একই সমান। এটাই মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য।[১৫৫]

---

১৫৩. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭১।
১৫৪. ছহীহ বুখারী হা/২৭২৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭, ‘গোলাম আযাদ’ অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/৩৭৭৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৪; মিশকাত হা/২৮৭৭, পৃঃ ২৪৯; বঙ্গানুবাদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৬, হা/২৭৫২ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়।
১৫৫. فَثَبَتَ أَنَّ الشَّاذَ وَالْمُنْكَرَ مِمَّا لَايَعْتَدُّ وَلَايَسْتَشْهِدُ به بَلْ إِنَّ وُجُوْدَهُ وَعَدَمَهُ سَوَاءٌ -আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫৭।

তৃতীয় অধ্যায়
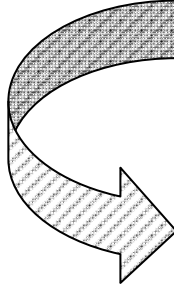
বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য

(১) আল্লামা ছান‘আনী (১০৯৯-১১৮২ হিঃ) ২০ রাক‘আতের বর্ণনা সমূহকে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করার পর বলেন,

فَعَرَفْتَ مِنَ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ صَلَاةَ التَّرَاوِيْحِ عَلَى هَذَا الْأُسْلُوْبِ الَّذِىْ اِتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ بِدْعَةٌ.

‘এ সমস্ত আলোচনা থেকে তুমি উপলব্ধি করতে পারলে যে, অধিকাংশ লোকই যারা এই পদ্ধতিতে (২০ রাক‘আত) তারাবীহর ছালাত আদায়ের কথা বলেছেন আসলে তা বিদ‘আত’।[১৫৬] অতএব ২০ রাক‘আত তারাবীহ যে ভিত্তিহীন ইমাম ছান‘আনী সে বিষয়ে পরিষ্কার।

(২) ইবনুল আরাবী মালেকী (মৃঃ ৫৪৬ হিঃ) তাঁর তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ ‘আরেযাতুল আহওয়াযী’-তে ২০ রাক‘আত তারাবীহ সংক্রান্ত আলোচনার পর বলেন,

اَلصَّحِيْحُ أَنْ يُّصَلِّىَ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً صَلَاةَ النَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقِيَامَهُ فَأَمَّا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْدَادِ فَلَا أَصْلَ لَهُ وَلَاحَدَّ فِيْهِ.... فَوَجَبَ أَنْ يَّقْتَدِىَ فِيْهَا بِالنَّبِىِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

‘ছহীহ হ’ল ১১ রাক‘আত পড়া, যা ছিল রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাত্রির ছালাত। আর এর অতিরিক্ত যে রাক‘আত সংখ্যা রয়েছে মূলতঃ তার কোন ভিত্তি নেই এবং কোন সীমাও নেই। .... অতএব তারাবীহর ছালাতের ব্যাপারে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করাই ওয়াজিব’।[১৫৭]

(৩) শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

---

১৫৬. إذا عرفت هذا علمت أنه ليس فى العشرين رواية مرفوعة -ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আছ-ছান‘আনী, সুবুলুস সালাম শরহে বুলূগুল মারাম (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৯০/১৪১০ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২, হা/৩৪৭-এর আলোচনা, ‘নফল ছালাত’ অনুচ্ছেদ।

১৫৭. ইবনুল আরাবী আল-মালেকী, আরেযাতুল আহওয়াযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৮০।

لَقَدْ تَبَيَّنَ لِكُلِّ عَاقِلٍ مُنْصِفٍ أَنَّهُ لَايَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ صَلَاةُ التَّــرَاوِيْحِ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

‘নিশ্চয়ই প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ছাহাবীদের কোন একজনের পক্ষ থেকেও ২০ রাক‘আত তারাবীহর ছালাত ছহীহ বলে প্রমাণিত হয়নি’ ।[১৫৮]

(৪) শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১ হিঃ/১৯২৭-২০০১ খৃঃ) তাঁর ‘মাজালিসু শাহরি রামাযান’ গ্রন্থে বলেন, রাক‘আত সংখ্যার ব্যাপারে ৪১, ৩৯, ২৯, ২৩, ১৯, ১৩, ১১ ইত্যাদি বক্তব্য রয়েছে।

وَأُرَجِّحُ هَذِهِ الْأَقْوَالَ أَنَّهَا إِحْدَى عَشَرَةَ أَوْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ .

তবে এ সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে আমি ১১ বা ১৩ রাক‘আতকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকি’। যেমন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে... এবং সায়েব ইবনু ইয়াযীদ থেকে ওমর (রাঃ)-এর ১১ রাক‘আতের নির্দেশ রয়েছে, যা তিনি উবাই ইবনু কা‘ব ও তামীমুদ দারীকে করেছিলেন’।[১৫৯]

প্রখ্যাত হানাফী ওলামায়ে কেরামের বক্তব্যঃ

আমরা পূর্বের আলোচনায় আল্লামা যায়লাঈ, বদরুদ্দীন আয়নী, ইবনুল হুমাম, আল্লামা নীমভী প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য পেশ করেছি। যারা প্রত্যেকেই হানাফী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় বিদ্বান। নিম্নে আরো কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতের বক্তব্য উপস্থাপন করা হল:

(৫) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী (১২৯২-১৩৫২ হিঃ) ছহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ‘ফায়যুল বারী'তে বলেন,

إِنَّ التَّرَاوِيْحَ لَمْ يَثْبُتْ مَرْفُوْعًا أُزِيْدَ مِنْ ثَلَاثِ عَشَرَةَ رَكْعَةً إِلَّا بِطَرِيْقٍ ضَعِيْفٍ

‘নিশ্চয়ই তারাবীহর ছালাত ১৩ রাক‘আতের অতিরিক্ত মারফূ’ সূত্রে প্রমাণিত হয়নি; তবে যঈফ সূত্রে আছে’। অর্থাৎ তিনি ১৩-এর অধিক সংখ্যা বর্ণনাগুলোকে যঈফ বলেছেন।[১৬০]

---

১৫৮. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭৫।

১৫৯. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, মাজালিসু শাহরি রামাযান (সঊদী আরবঃ ওয়াযারাতুশ শুয়ূন আল-ইসলামিয়াহ, ১৪১৯ হিঃ), ১/৩৩ পৃঃ।

১৬০. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, ফায়যুল বারী আলা ছহীহিল বুখারী (দিল্লীঃ রাব্বানী বুক ডিপু, তাবি), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০।

উ[illegible] এবং

বা[illegible] ছালাত শুরু করার পূর্বের সংক্ষিপ্ত দুই রাক‘আত। ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে এই দু’রকম বর্ণনাই এসেছে।[১৬১]

তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ ‘আল-আরফুশ শাযী’তে তিনি বলেন,

وَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحَّ عَنْهُ ثَمَانُ رَكْعَاتٍ وَأَمَّا عِشْرُوْنَ رَكْعَــةً فَهُوَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ وَعَلَى ضُعْفِهِ اتِّفَاقٌ.

‘নবী করীম (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে ৮ রাক‘আতই প্রমাণিত হয়েছে। আর ২০ রাক‘আতের সনদ যঈফ প্রমাণিত হয়েছে; বরং তা (সকল মুহাদ্দিছের নিকট) সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ’।[১৬২] তিনি আরো দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন,

وَلَا مَنَاصَ مِنْ تَسْلِيْمٍ أَنَّ تَرَاوِيْحَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَتْ ثَمَانِيَةَ رَكْعَاتٍ.

‘অতীব বাস্তব বিষয়ে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তারাবীহর ছালাত ছিল ৮ রাক‘আত’।[১৬৩]

(৬) ‘হেদায়াহ’র ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম (মৃঃ ৬৮১ হিঃ) তারাবীহর রাক‘আত সংখ্যার ব্যাপারে বিশদ আলোচনার পর বলেন,

فَتَحْصِلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ سُنَّةٌ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِـــالْوِتْرِ فِـــي جَمَاعَةٍ فَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

‘এ সমস্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হ’ল যে, রামাযানের রাতের ছালাত

জামা‘আতের সাথে বিতরসহ **১১** রাক‘আত পড়া সুন্নাত, যা স্বয়ং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদায় করেছেন’।[১৬৪]

(৭) উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী মনীষী আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী জাবির (রাঃ) বর্ণিত ৮ রাক‘আতের হাদীছ উদ্ধৃত করার পর দ্বিধাহীনচিত্তে বলেন,

---

[১৬১]. ছহীহ বুখারী হা/১১৪০ ‘তাহাজ্জুদ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯; ছহীহ মুসলিম হা/১৮০৩-৪, ‘মুসাফিরের ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৩৪।

[১৬২]. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, আল-আরফুশ শাযী শরহে বিজামে’ তিরমিযী (দেওবন্দ: মুখতার এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৫), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬, ‘রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত’ অনুচ্ছেদ, ‘ছিয়াম’ অধ্যায়।

[১৬৩]. শরহে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬।

[১৬৪]. ফাৎহুল ক্বাদীর ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৭ (২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮)।

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إِنْ سُئِلَ مِنْ صَلَوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تِلْكَ اللَّيَالِى إِنَّهَا كَمْ كَانَتْ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّهَا ثَمَانُ رَكْعَاتٍ لِحَدِيْثِ جَابِرٍ وَإِنْ سُئِلَ أَنَّهُ هَلْ صَلَّى فِيْ رَمَضَانَ وَلَوْ أَحْيَانًا عِشْرِيْنَ رَكْعَةً؟ فَالْجَوَابُ نَعَمْ ثَبَتَ ذَالِكَ بِحَدِيْثٍ ضَعِيفٍ.

'মোদ্দাকথা হ'ল, যদি প্রশ্ন করা হয় রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে রাতগুলোতে তারাবীহ পড়েছিলেন তা কত রাক'আত ছিল? তাহলে জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের আলোকে এর উত্তর হবে ৮ রাক'আত পড়েছিলেন। আর যদি প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি কখনো ২০ রাক'আত পড়েছেন? তাহলে উত্তর হবে, হ্যাঁ এ মর্মে যঈফ হাদীছ রয়েছে'।[১৬৫]

(৮) আবদুল হক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভী হানাফী (৯৫৮-১০৫২ হিঃ/১৫৫১-১৬৪২ খৃঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হ'তে বিশ রাক'আতের কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

وَأَمَّا عِشْرُوْنَ رَكْعَةً فَهُوَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ وَعَلَى ضُعْفِهِ اتِّفَاقٌ.

'আর তাঁর পক্ষ হ'তে বিশ রাক'আতের যে বর্ণনা রয়েছে তার সনদ যঈফ, বরং যঈফ হওয়ার ক্ষেত্রে সকল মুহাদ্দিছ একমত'।[১৬৬]

(৯) শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিঃ) 'মুওয়াত্ত্বা মালেক'-এর ভাষ্য 'আল-মুছাফফা' গ্রন্থে ঘোষণা করেন যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমল দ্বারা তারাবীহর ছালাত বিতরসহ **১১** রাক'আতই প্রমাণিত'।[১৬৭]

(১০) বাংলার আকাশে লেখনী জগতের এক অনন্য দিকপাল মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭) তার 'হাদীস শরীফ' গ্রন্থে বিশ রাক'আতের দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, 'কিন্তু এই হাদীছদ্বয়ের সনদ দুর্বল'। অতঃপর তিনি ছহীহ বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ থেকে আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত ৮ রাক'আতের হাদীছ উল্লেখপূর্বক বলেন, 'এই হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে, নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তারাবীহর নামায মাত্র আট রাক'আত পড়িতেন, ইহার পর বিতরের ছালাত পড়িতেন। ... ইহা হইতেও তারাবীহ নামায আট রাক'আতই প্রমাণিত হয়'।[১৬৮]

---

[১৬৫]. আলবানী, নামাযে তারাবীহ (উর্দূ), অনুবাদঃ মুহাম্মাদ ছাদেক্ব খলীল (ফায়ছালাবাদঃ যিয়াউস সুন্নাহ, ১৪০৭ হিঃ), পৃঃ ৩৪-৩৫, টীকা নং ২, গৃহীতঃ তুহফাতুল আখবার, পৃঃ ২৮।

[১৬৬]. ফাৎহু সিররিল মান্নান লি তাঈদে মাযহাবে নু'মান, পৃঃ ৩২৭।

[১৬৭]. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, আল-মুছাফফা শরহে মালেক মুওয়াত্ত্বা (ফার্সী), পৃঃ **১৭৭**।

[১৬৮]. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস শরীফ (ঢাকাঃ খাইরুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮, 'তারাবীহর নামায' অনুচ্ছেদ।

চতুর্থ অধ্যায়
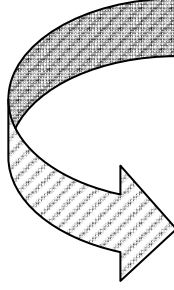
চার ইমামের দৃষ্টিতে তারাবীহ্‌র রাক‘আত সংখ্যা

চার ইমামের দৃষ্টিতে

তারাবীহ্‌র রাক‘আত সংখ্যা

(১) ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ)-এর পক্ষ থেকে তাঁর অনুসারীরা বলে থাকেন যে, তারাবীহর ছালাত বিশ রাক‘আত। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ:) তাঁকে তারাবীহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ওমর (রাঃ)-এর যুগের দিকে ইঙ্গিত করেন এবং ২০ রাক‘আতের কথা বলেন।[১৬৯] কিন্তু উক্ত বক্তব্যের কোন সত্যতা পাওয়া যায় না। যেমন আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী নিজেই প্রতিবাদ করে বলেছেন, وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْنَا بِالإِسْنَادِ الْقَوِيِّ ‘যদিও উক্ত কথা নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেনি’।[১৭০]

এক্ষণে তাঁর বক্তব্য যদি সঠিকও হয় তবুও কি তা গ্রহণযোগ্য? কারণ ওমর (রাঃ) কখনো ২০ রাক‘আত তারাবীহ্‌র নির্দেশ দেননি। তাঁর যুগে বিশ রাক‘আত তারাবীহ চালু ছিল বলে যে কথা প্রচলিত আছে, তারও কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সুতরাং দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

(২) ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) সম্পর্কে ৩৬ রাক‘আত তারাবীহর কথা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ তাঁর নিজস্ব বক্তব্য দ্বারা ১১ রাক‘আতের কথাই প্রমাণিত হয়। যেমন- মুহাদ্দিছ আবুল মানছুর আল-জুরী (মৃঃ ৪৬৯ হিঃ) ইমাম মালেক থেকে বর্ণনা করেন,

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ الَّذِىْ جَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَهُوَ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً وَهِيَ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَهُ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ قَالَ نَعَمْ.

‘তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) লোকদেরকে যার উপরে একত্রিত করেছিলেন আমার নিকট তা-ই সর্বাধিক পসন্দনীয়। আর তিনি যা চালু করেছিলেন

---

১৬৯. سَأَلَ أَبُوْ يُوْسُفَ أَبَا حَنِيْفَةَ هَلْ كَانَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَهْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَرَّرَ التَّرَاوِيْحَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَأَعْلَنَ بِهَا قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ مُبْتَدِعًا -আল-আরফুশ শাযী শরহে তিরমিযী সহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০১ ও ১৬৬ দ্রঃ।

১৭০. আল-আরফুশ শাযী শরহে তিরমিযী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬, ২৫ নং লাইন।

তা ছিল **১১** রাক‘আত। আর এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছালাত’। অতঃপর তাঁকে প্রশ্ন করা হ’ল, বিতরসহ **১১** রাক‘আত? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ’। এরপর মুহাদ্দিছ আল-জুরী বিস্ময়ের সাথে বলেন,

وَلَا أَدْرِيْ مِنْ أَيْنَ أَحْدَثَ هَذَا الرُّكُوْعُ الْكَثِيْرُ ‘আমি অবগত নই যে, কোথা থেকে (তাঁর নামে) এর অধিক রাক‘আত সংখ্যা আবিষ্কৃত হ’ল?[১৭১]

অন্যান্যরাও এরূপ মন্তব্য করেছেন। এছাড়া তাঁর হাদীছের কিতাব ‘মুওয়াত্ত্বা’তেও তিনি প্রথমে ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশিত **১১** রাক‘আতের হাদীছ উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি তারপর ইয়াযীদ ইবনু রূমান বর্ণিত ২০ রাক‘আতেরও একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যা মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্যে যঈফ ও মুনকার।[১৭২]

উল্লেখ্য যে, বলা হয়ে থাকে মদীনাতে ৪১ রাক‘আত তারাবীহ চালু ছিল। এ কথাটিরও নির্ভরযোগ্য কোন ভিত্তি নেই। কারণ ইমাম মালেক (রহঃ)-এর জন্ম যেমন মদীনাতে, তেমনি তিনি সেখানেই শিক্ষা লাভ করেন এবং মসজিদে নববীতেই আজীবন হাদীছের দরস প্রদান করেছেন। তিনি **১৭৯** হিজরীতে মারা যান।[১৭৩] সুতরাং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মদীনাতে **১১** রাক‘আতের অতিরিক্ত ছালাত চালু হয়নি বলেই প্রমাণিত হয়। সেই সাথে ওমর (রাঃ) মদীনাতে যে **১১** রাক‘আতই চালু করেছিলেন তাও ইমাম মালেকের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাই তাঁর নামে ২০ রাক‘আত প্রমাণ করার কোন সুযোগ নেই।

(৩) তারাবীহর রাক‘আত সংখ্যার ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ)-এর স্পষ্ট কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না।[১৭৪] ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিঃ) ওমর ও আলী (রাঃ)-এর নামে কথিত ২০ রাক‘আতের ব্যাপারে ইমাম শাফেঈর যে সমর্থন তুলে ধরেছেন তা দুর্বল, অভিযুক্ত ও ত্রুটিপূর্ণ। কারণ তিনি উক্ত বক্তব্য رُوِىَ (কথিত) শব্দ দ্বারা উদ্ধৃত করেছেন।[১৭৫] তাছাড়া ইমাম শাফেঈর উক্ত বক্তব্য সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী বলেছেন যে, ‘এটা আলেমদের ঐতিহাসিক কল্পনা

---

১৭১. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭৯।

১৭২. দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৭ নং হাদীছের আলোচনা দ্রঃ।

১৭৩. ড. মুহাম্মাদ কামেল হুসাইন, ইমাম মালেক ও মুওয়াত্ত্বা কিতাব, দ্রঃ মুওয়াত্ত্বা মালেক (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, তাবি), ভূমিকা।

১৭৪. قال الشافعي وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن -বায়হাক্বী, মা‘রেফাতুস সুনান ৪/২০৭, হা/১৪৪৩; ফাৎহুল বারী ৪/৩১৯ পৃঃ।

১৭৫. তিরমিযী হা/৮০৬-এর আলোচনা, ১ম /১৬৬ পৃঃ।

মাত্র’।[১৭৬] বিশেষ করে ইমাম শাফেঈও ওমর (রাঃ)-এর নামে উদ্ধৃত বক্তব্যটুকু رُوِىَ শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছেন।[১৭৭]

আর মুহাদ্দিছগণের নীতি হ’ল, কোন অপ্রমাণিত, দুর্বল ও ভিত্তিহীন বক্তব্য উদ্ধৃত করলে তাঁরা رُوِىَ (কথিত) শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেন।[১৭৮] বুঝা গেল ইমাম শাফেঈ (রহঃ) নিজেই ২০ রাক‘আতের বর্ণনাকে দুর্বল ও কথিত বলতে চেয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি ২০ রাক‘আতের পক্ষে ছিলেন না। অনুরূপ ইমাম তিরমিযীর নিকটেও উক্ত বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাই তিনিও অনুরূপ শব্দ দ্বারাই ইমামদের কথাগুলো উল্লেখ করেছেন।

(৪) ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১ হিঃ)-এর ব্যাপারেও কোন নির্দিষ্ট রাক‘আত সংখ্যা পাওয়া যায় না, বরং তিনি নির্দিষ্ট রাক‘আত সংখ্যার বিরোধী ছিলেন।

ইবনু তায়মিয়ার বক্তব্যের অপব্যাখ্যাঃ

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) ২০ রাক‘আতের পক্ষে মত পোষণ করেছেন বলে কেউ কেউ সমাজে তুমুল প্রচারণা চালাচ্ছেন। অথচ তার ফাতাওয়ার গ্রন্থে তারাবীহর রাক‘আত সংখ্যার ব্যাপারে তিনি আলেমদের বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন মাত্র। তিনি ২০, ৩৯ এবং ১৩ রাক‘আতের মোট তিনটি মত উল্লেখ করেছেন। মূলত তিনি আহমাদ বিন হাম্বলের ন্যায় অনির্দিষ্ট রাক‘আত সংখ্যার পক্ষে। যেমন তিনি মতামত উল্লেখ করার পর বলেছেন,

وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ جَمِيْعَهُ حَسَنٌ كَمَا قَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ وَأَنَّهُ لَايَتَوَقَّتُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ عَدَدٌ.

‘সোজা কথা এই যে, উক্ত প্রত্যেকটি মতই ভাল, যেমন ইমাম আহমাদ উক্ত বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি ক্বিয়ামে রামাযান সম্পর্কে কোন রাক‘আত সংখ্যা নির্দিষ্ট করেননি’।[১৭৯]

অতঃপর ইবনু তায়মিয়াহ প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেছেন,

فَإِنَّهُ كَانَ يَقُوْمُ بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً أَوْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ ثُمَّ ذَلِكَ كَانَ النَّاسُ بِالْمَدِيْنَةِ ضَعُفُوْا عَنْ طُوْلِ الْقِيَامِ فَكَثَّرُوْا الرَّكْعَاتِ حَتَّى بَلَغَتْ تِسْعًا وَثَلَاثِيْنَ.

---

১৭৬. زعم أهل العلم بالتواريخ -মা‘রেফাতুস সুনান ৪/২০৫, হা/১৪৪১।

১৭৭. মা‘রেফাতুস সুনান ৪/২০৫, হা/১৪৪১; আল-মুযানী, আল-মুখতাছার ১/১০৭ পৃঃ-এর বরাতে ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৫৫।

১৭৮. ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ শরহে নববীসহ ১/৮ পৃঃ, অনুচ্ছেদ ১-এর ভাষ্য দ্রঃ।

১৭৯. দেখুনঃ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উ ফাতাওয়া ২৩/১১২-১৩ পৃঃ।

‘অবশ্য রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ক্বিরাআত দীর্ঘ করার মাধ্যমে ১১ বা ১৩ রাক‘আতই পড়েছেন। অতঃপর সাধারণ লোকজন দুর্বলতার কারণে ক্বিরাআত দীর্ঘ করার পরিবর্তে রাক‘আত সংখ্যা ৩৯ পর্যন্ত করেছে।[১৮০]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর উক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ১১ ও ১৩ রাক‘আতের অতিরিক্ত রাক‘আত সংখ্যা জনগণই বিভিন্ন অজুহাতে চালু করেছে। যা শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অতএব চার ইমামের মাধ্যমেও কথিত বিশ রাক‘আত তারাবীহ সাব্যস্ত হ’ল না।

ইমামদের নামে উদ্ধৃত তিরমিযীর বক্তব্যের পর্যালোচনা:

ইমাম তিরমিযী (২০৯-২৭৯) আবুযার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তিনদিন তারাবীহ পড়ার হাদীছ উল্লেখ করে তিনি বিদ্বানগণের নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন-

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ و قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً و قَالَ أَحْمَدُ رُوِيَ فِيْ هَذَا أَلْوَانٌ وَلَمْ يُقْضَ فِيْهِ بِشَيْءٍ و قَالَ إِسْحَاقُ بَلْ نَخْتَارُ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ رَكْعَةً عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

‘আলেমগণ রামাযান মাসে রাত্রির ছালাতের ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। তাদের কারো মতে বিতর সহ ৪১ রাক‘আত। এটা মদীনাবাসীর বক্তব্য। তাদের মতে মদীনাতেও এ আমল রয়েছে। অধিকাংশ আলেম ওমর, আলী ছাড়াও ছাহাবীদের নামে কথিত ২০ রাক‘আতের যে বক্তব্য এসেছে তার পক্ষে। এটা সুফিয়ান ছাওরী, ইবনুল মুবারক ও শাফেঈর বক্তব্য। শাফেঈ বলেন, আমি এরূপই আমাদের শহর মক্কায় পেয়েছি যে, তারা ২০ রাক‘আত পড়ত। ইমাম আহমাদ বলেন, এ ব্যাপারে অনেক রঙের বর্ণনা এসেছে। এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন সমাধান নেই। ইসহাক্ব বলে, আমরা ৪১ রাক‘আত পসন্দ করি, যা উবাই ইবনু কা‘ব থেকে কথিত আছে’।[১৮১]

---

১৮০. ফাতাওয়া ইবনু তায়মিয়াহ ২৩/১১৩ পৃঃ।
১৮১. তিরমিযী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬।

ইমাম তিরমিযীর উক্ত মন্তব্যে অনেকে বিভ্রমে পতিত হয়েছেন। বিষয়টি সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করার আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রথমত: ইমাম তিরমিযী এখানে বিদ্বানদের মতামত উল্লেখ করতে চেয়েছেন মাত্র। তিনি এই মতামত দলীল হিসাবে পেশ করেননি। দলীল হিসাবে পেশ করলে তাঁর নীতি অনুযায়ী এর পক্ষে কোন হাদীছ পেশ করতেন। কিন্তু তিনি কথিত ৪১ বা ২০ রাক‘আতের পক্ষে বর্ণিত কোন হাদীছ তাঁর গ্রন্থে স্থান দেননি।

বরং তিনি **১১** রাক‘আতের হাদীছ উল্লেখ করেছেন।[১৮২] তাই এ নিয়ে মাতামাতির কিছু নেই।

দ্বিতীয়ত: ২০ রাক‘আতের অংশটুকু তিনি رُوِىَ (কথিত আছে) শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর বক্তব্যটুকুও অন্যত্র একই শব্দ দ্বারা উল্লিখিত হয়েছে।[১৮৩] এর মাধ্যমে ইমাম তিরমিযী নিজেই উক্ত মতামতকে যঈফ ও অভিযুক্ত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কারণ মুহাদ্দিছগণের নীতি হ’ল, তাঁরা যখন দুর্বল, অভিযুক্ত ও ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা উল্লেখ করতে চান তখন رُوِىَ (কথিত আছে) শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেন। যেমন-

قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُحَقِّقُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَغَيْرِهِمْ إِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ ضَعِيْفًا لاَيُقَالُ فِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فَعَلَ أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهَى أَوْ حَكَمَ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ الْجَزْمِ وَكَذَا لَايُقَالُ فِيْهِ رَوَى أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَوْ قَالَ أَوْ ذَكَرَ أَوْ أَخْبَرَ أَوْ حَدَّثَ أَوْ نَقَلَ أَوْ أَفْتَى وَمَا أَشْبَهُهُ، وَكَذَا لَايُقَالُ ذَلِكَ فِى التَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدِهِمْ فِيْمَا كَانَ ضَعِيْفًا فَلَايُقَالُ فِيْ شَيْئٍ مِّنْ ذَلِكَ بِصِيْغَةِ الْجَزْمِ وَإِنَّمَا يُقَالُ فِىْ هَذَا كُلِّهِ رُوِىَ عَنْهُ أَوْ نُقِلَ أَوْ حُكِىَ عَنْهُ.

‘বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম সহ অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেন, যখন কোন হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হবে তখন বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, নিষেধ করেছেন, সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং এরূপ অন্যান্য দৃঢ়তা বাচক কোন শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। অনুরূপ ছাহাবীগণের ক্ষেত্রেও না। যেমন- আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, উল্লেখ করেছেন, সংবাদ দিয়েছেন অথবা এরূপ অন্যান্য শব্দও বলা যাবে না। এমনকি তাবেঈ ও তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারেও এরূপ বলা যাবে না, যদি তা

১৮২. তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ, হা/৪৩৯।
১৮৩. আল-মুযানী, আল-মুখতাছার ১/১০৭ পৃঃ-এর বরাতে ছালাতু তারাবীহ, পৃঃ ৫৫।

দুর্বল প্রমাণিত হয়। বরং উপরিউক্ত ক্ষেত্রসমূহে বলতে হবে, ‘তার থেকে কথিত বা বর্ণিত আছে, উদ্ধৃত হয়েছে অথবা বিবৃত হয়েছে’...।[১৮৪]

বুঝা গেল ইমাম তিরমিযীও ত্রুটি আকারেই ইমামদের মতামতগুলো উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে যঈফ হাদীছের প্রতি মুহাদ্দিছগণের যে ঘৃণাবোধ তাও ফুটে উঠেছে।

তৃতীয়তঃ কোন ইমাম, মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ যদি শারঈ বিষয়ে কোন কথা বলেন অথবা তার পক্ষ থেকে বলা হয় তাহলে তার পিছনে অবশ্যই শারঈ দলীল মওজুদ থাকতে হবে। সেই সাথে উক্ত দলীল ছহীহ হতে হবে।

ইমাম তিরমিযীর উদ্ধৃত অংশের পক্ষে কোন ছহীহ দলীল নেই বলেই তিনি মন্তব্য আকারে পেশ করেছেন। সুতরাং কেউ যদি তাদের উক্ত বক্তব্য গ্রহণ করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে তার পক্ষে ছহীহ দলীল পেশ করতে হবে। কারণ এটা শরী‘আত। এখানে ব্যক্তির কথার কোন মূল্য নেই। অন্যথা ইমামদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে।

দুইটি বিশেষ মূলনীতি

(এক) যেকোন শারঈ বক্তব্য দলীল ভিত্তিক হওয়াঃ

শারঈ বিষয়ে কোন লিখনী বা বক্তব্য উপস্থাপন করলে তা দলীলভিত্তিক হতে হবে। কে কত বড় ইমাম বা বিদ্বান তা দেখার বিষয় নয়। অন্যথা তার কথার কোন মূল্য নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ- بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ.

‘সুতরাং তোমরা যদি না জান তাহলে স্পষ্ট দলীলসহ আহলে যিকিরদের জিজ্ঞেস কর’ *(সূরা নাহল ৪৩-৪৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরাম দলীলের ভিত্তিতেই মানুষকে আহ্বান জানাতেন *(সূরা ইউসুফ ১০৮; নাজম ৩-৪; হা-ক্বাহ ৪৪-৪৬)*। হাদীছেও এধরনের অগণিত প্রমাণ রয়েছে।[১৮৫] ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামও দলীলের ভিত্তিতে মানুষকে আহ্বান জানাতেন। যেমন-

(ক) ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০হিঃ) বলেন,

---

১৮৪. দেখুনঃ ইমাম নববী, মুক্বাদ্দামাহ শরহে মুসলিম, অনুচ্ছেদ ২-এর শেষাংশ পৃঃ ৮; আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযাব ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৯।

১৮৫. ছহীহ বুখারী হা/৫৭৬৫, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৫৮, ‘চিকিৎসা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৮; নাসাঈ, আল-কুবরা হা/১১১৭৪, ৬/৩৪৩ পৃঃ; দারেমী হা/২০২, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৬৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৯, ১/১২৩ পৃঃ; ছহীহ বুখারী হা/১৪৬৫, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮, ‘যাকাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪৬; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬২।

لَايَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَّأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ.

‘ঐ ব্যক্তির পক্ষে আমাদের কোন বক্তব্য গ্রহণ করা হালাল নয়, যে সম্পর্কে সে জানে না আমরা উহা কোথায় থেকে গ্রহণ করেছি’।[১৮৬]

(খ) ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ) বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيْبُ فَانْظُرُوْا فِي رَأْيِي فَإِنْ وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ وَمَا لَمْ يُوَافِقْهُمَا فَاتْرُكُوْهُ.

‘আমি একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল সিদ্ধানও দেই সঠিকও দেই। অতএব আমার সিদ্ধান্তগুলো তোমরা যাচাই কর। যে সমস্ত সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহ্ মোতাবেক পাও সেগুলো গ্রহণ কর আর যেগুলো পাবে না সেগুলো পরিত্যাগ কর’।[১৮৭]

(গ) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪হিঃ) বলেন,

إِذَا رَأَيْتَ كَلاَمِيْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوْا بِالْحَدِيْثِ وَاضْرِبُوْا بِكَلاَمِي الْحَائِطَ.

‘যখন তুমি আমার কোন কথা হাদীছের বরখেলাফ দেখবে, তখন হাদীছের উপর আমল করবে এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারবে’।[১৮৮]

(ঘ) ইমাম আহমাদ (১৬৪-২৪১হিঃ) বলেন,

لَاتُقَلِّدْنِىْ وَلَا تُقَلِّدَنَّ مَالِكًا وَالْأَوْزَعِىَّ وَلَا النَّخْعِىَّ وَخُذِ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

‘তুমি আমার তাক্বলীদ কর না, মালেক, আওযাঈ, নাখঈ বা অন্য কারোও তাক্বলীদ কর না। বরং সমাধান গ্রহণ কর কিতাব ও সুন্নাহ থেকে, যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন’।[১৮৯]

---

১৮৬. ই‘লামুল মুআক্কেঈন ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৯; ইবনু আবেদীন, হাশিয়া বাহরুর রায়েক্ব ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩; ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ৪৬।

১৮৭. শারহু মুখতাছার খলীল লিল কারখী ২১/২১৩ পৃঃ।

১৮৮. আল-খুলাছা ফী আসবাবিল ইখতিলাফ, পৃঃ ১০৮; শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ (কায়রোঃ আল-মাতবাআতুস সালাফিয়াহ, ১৩৪৫হিঃ), পৃঃ ২৭।

১৮৯. ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাক্বলীদ, পৃঃ ২৮।

(দুই) উক্ত দলীল ছহীহ সাব্যস্ত হওয়াঃ

শরী‘আত গ্রহণ করার আরেকটি অন্যতম শর্ত হ’ল ঐ দলীলটি ছহীহ হওয়া। যঈফ, জাল বা ত্রুটিপূর্ণ হলে চলবে না। কারণ হাদীছ জাল করা, শরী‘আতের নামে নতুন কোন আমল তৈরী করা এবং অহীর বিধানের অপব্যাখ্যা করা পরিষ্কার হারাম *(আন‘আম ১৪৪; আ‘রাফ ৩৩; হুজুরাত ৬)*। অপরদিকে নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।[১৯০] ছাহাবায়ে কেরামও যঈফ ও জাল হাদীছের বিরুদ্ধে সচেতন ছিলেন। অতএব আস্থাহীন, ত্রুটিপূর্ণ, অভিযুক্ত, পাপাচারী, ফাসিক শ্রেণীর লোকের বর্ণনা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পক্ষ থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত না হবে। এ জন্য হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হ’লে তা শরী‘আতের দলীল হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ ইসলাম সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। এর বিধান অতি স্বচ্ছ, অভ্রান্ত, অকাট্য, অপ্রতিরোধ্য *(আন‘আম ১১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً .

‘আমি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ দীপ্তিমান ও অতি স্বচ্ছ দ্বীন নিয়ে এসেছি’।[১৯১] প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। যেমন-

প্রসিদ্ধ চার ইমামের মূলনীতিঃ

(১) ইমাম আবু হানীফা (৮০-১৫০হিঃ)-এর চূড়ান্ত মূলনীতি ছিল যঈফ হাদীছ ছেড়ে ছহীহ হাদীছকে আঁকড়ে ধরা। তাই দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ ‘যখন হাদীছ ছহীহ হবে সেটাই আমার মাযহাব’।[১৯২]

(২) ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ) বলেন,

اِعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ وَلاَيَكُوْنُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوُ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَاسَمِعَ.

---

১৯০. ছহীহ বুখারী হা/৫১৪৩ ও ৬০৬৪, ২/৮৯; ছহীহ মুসলিম হা/৬৫৩৬, ২/৩১৬; মিশকাত হা/৫০২৮, পৃঃ ৪২৭।

১৯১. আহমাদ হা/১৫১৯৯, ৩য় খণ্ড ৪র্থ অংশ, পৃঃ ৫৮৮; বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান, সনদ হাসান, আলবানী, মিশকাত হা/১৭৭ ও ১৯৪, পৃঃ ৩০ ও ৩২, টীকা নং ২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৬৮, ১/১২৯, ‘কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা’ অনুচ্ছেদ।

১৯২. আব্দুল ওয়াহহাব শা‘রাণী, মীযানুল কুবরা (দিল্লীঃ ১২৮৬ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০।

‘তুমি [illegible] । আর যে [illegible] ।[193]

(৩) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন,

كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِيُّ وَطَاوُسُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ يَذْهَبُوْنَ إِلَى أَلاَّيَقْبَلُوْا الْحَدِيْثَ إِلاَّعَنْ ثِقَةٍ يَعْرِفُ مَايَرْوِىْ وَيَحْفَظُ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ يُخَالِفُ هَذَا الْمَذْهَبَ.

‘ইবনু সীরীন, ইবরাহীম নাখঈ, ত্বাউস এবং অন্যান্য সকল তাবেঈ এই মর্মে নীতি অবলম্বন করেছিলেন যে, শক্তিশালী স্মৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি- যিনি বুঝে বর্ণনা করেন এবং স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন তার থেকে ছাড়া তারা অন্য কারো হাদীছ গ্রহণ করবেন না। তিনি বলেন, মুহাদ্দিছগণের মধ্যে কাউকে আমি এই নীতির বিরোধিতা করতে দেখিনি’ ।[194]

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ) বলেন,

إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الصَّحِيْحَ وَالسَّقِيْمَ وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوْخَ مِنَ الْحَدِيْثِ لاَيُسَمَّى عَالِمًا.

‘নিশ্চয়ই যে আলেম হাদীছের ছহীহ-যঈফ ও নাসিখ-মানসূখ বুঝেন না তাকে আলেম বলা যাবে না’। ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাওয়াহাও একই কথা বলেছেন ।[195]

অতএব ইমাম হোন আর ফক্বীহ হোন বা অন্য কোন ব্যক্তি হোন শরী‘আত সম্পর্কে যার বক্তব্যই পেশ করা হবে তার পক্ষে শারঈ দলীল থাকতে হবে এবং সেই দলীল ছহীহ হতে হবে। জাল, যঈফ ও ভিত্তিহীন হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অন্যথা ইমাম ও ফক্বীহদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে।

সতর্কবাণী:

---

১৯৩. ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, ১/১২ পৃঃ, ‘যা শুনবে তাই প্রচার করা নিষিদ্ধ’ অনুচ্ছেদ-৩।

১৯৪. আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২৩৭।

১৯৫. আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ২০০০/১৪২১), ১/৩৯, ভূমিকা দ্রঃ; আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম, মা‘রেফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৬০।

উক্ত মূলনীতি উপেক্ষা করা হ’লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর যেমন মিথ্যারোপ করা হবে, তেমনি কোন ইমাম, ফক্বীহ, মুহাদ্দিছের নামে দলীল বিহীন কথা বললেও তার উপর মিথ্যারোপ করা হবে। ইবনু দাক্বীকুল ঈদ তাই পরিষ্কার বলে দিয়েছেন,

إِنَّ نِسْبَةَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِلَى الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ حَرَامٌ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْفُقَهَاءِ الْمُقَلِّدِيْنَ لَهُمْ مَعْرِفَتُهَا لِئَلَّا يَعْزُوْهَا إِلَيْهِمْ فَيُكَذِّبُوْا عَلَيْهِمْ.

‘এই সমস্ত মাসআলাকে মুজতাহিদ ইমামগণের দিকে সম্বোধন করা হারাম। মুক্বাল্লিদ ফক্বীহগণের উপর ওয়াজিব হ’ল সেগুলো অনুসন্ধান করা, তারা এমনিতেই যেন তাঁদের দিকে তা ছুড়ে না মারেন। অন্যথা তাদের উপর মিথ্যারোপ করা হবে’।[১৯৬]

শাহ ইসমাঈল শহীদ (১৭৭৯-১৮৩১ খৃঃ) সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের আলোকে বলেন,

فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ اتِّبَاعَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِحَيْثُ يَتَمَسَّكُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ ثَبَتَ عَلَى خِلَافِهِ دَلَائِلٌ مِنَ السُّنَّةِ وَ الْكِتَابِ وَ يَأَوِّلُ إِلَى قَوْلِهِ شَوْبٌ مِنَ النَّصْرَنِيَّةِ وَ حَظٌّ مِنَ الشِّرْكِ.

‘এর দ্বারা বুঝা গেল যে, অবশ্যই নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণ করা, যেমন- তার কথা এমনভাবে আঁকড়ে ধরা, যদিও তা কুরআন-সুন্নাহর দলীল সমূহের বিরোধী সাব্যস্ত হয় এবং কুরআন সুন্নাহকে তার পক্ষে ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার মধ্যে খ্রীষ্টানী স্বভাব মিশ্রিত আছে এবং শিরকের অংশ রয়েছে’।[১৯৭]

অতএব শারঈ বিষয়ে ইমামদের নামে কোন বক্তব্য পাওয়া মাত্রই প্রচার করা মহা অন্যায়। যতক্ষণ না তার পক্ষে ছহীহ দলীল পাওয়া যাবে। এজন্য ইমাম তিরমিযীর উক্ত বক্তব্যে কোন সান্ত্বনা নেই। তিনি ‘কথিত’ শব্দ দ্বারা উল্লেখ করে নিজে মুক্ত হয়েছেন। এক্ষণে কেউ যদি উক্ত কথাকে দলীল হিসাবে পেশ করতে চায় তাহলে সে যেন তার পক্ষে ছহীহ দলীল পেশ করে। কিন্তু ২০ রাক‘আত তারাবীহ্‌র দলীল কোথায়!!

১৯৬. ছালেহ আল-ফুল্লানী, ইক্বাযুল হিমাম (বৈরুত: ১৯৭৮), পৃঃ ৯৯।

১৯৭. শাহ ইসমাঈল শহীদ, তানভীরুল আইনাইন ফী ইছবাতি রাফ‘ঈল ইয়াদায়েন (মীরাট: মুজতাবায়ী প্রেস, ১২৭৯ হিঃ/১৮৬৩ খৃঃ), পৃঃ ৪৫।

পঞ্চম অধ্যায়
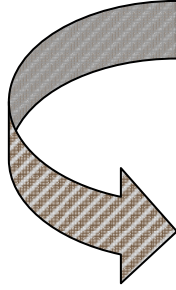
বিভিন্ন প্রতারণা ও অপকৌশল

বিভিন্ন প্রতারণা ও
অপকৌশল

(১) ২০ রাক'আতের উপর ইজমা দাবী; নিষ্ক্রিয় প্রবঞ্চনার নব সংস্করণ:

প্রচলিত আছে যে, ওমর (রাঃ)-এর যুগে ২০ রাক'আত তারাবীহ্র উপর ইজমা হয়েছে। ফলে এর উপর মুসলিম উম্মাহ্র আমল স্থায়ী হয়েছে। ইবনু কুদামা (৫৪১-৬২০ হিঃ) ওমর (রাঃ)-এর যুগের কথিত ২০ রাক'আতের বর্ণনা উল্লেখ করে বলেছেন, وَهَـــذَا كَالْإِجْمَـــاعِ 'এটা যেন ইজমার ন্যায়'।[১৯৮] অতঃপর উক্ত বক্তব্য নকল করেছেন 'উমদাতুল ক্বারী' প্রণেতা আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী হানাফী (মৃঃ ৮৫৫ হিঃ)।[১৯৯] অথচ উক্ত বক্তব্য দ্বারা কখনো ইজমা প্রমাণিত হয় না। এদিকে 'মিরক্বাত' প্রণেতা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) হাযার বছর পর অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন, '২০ রাক'আত তারাবীহ্র উপর ছাহাবীগণ ইজমা করেছেন'।[২০০]

পর্যালোচনা:

উক্ত দাবী সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। যেখানে ছাহাবীদের যুগে ২০ রাক'আতের অস্তিত্বই ছিল না সেখানে ইজমা হল কিভাবে! হাযার বছর পর এ দাবীর কারণ হল, যখন বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে ১১ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন এবং ওমর (রাঃ) ৮ রাক'আত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন ২০ রাক'আত তারাবীহ বিলুপ্ত প্রায়। এমনি এক সন্ধিক্ষণে ইজমার দাবী তোলা হয়েছে। এই উদ্ভট কথাটি সমাজে এমনভাবে ছড়ানো হয়েছে যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুনভাবে 'অহি' করা হয়েছে। অথচ তা চরম ভ্রান্তিপূর্ণ। যেমন-

(ক) মাযহাব ভিত্তিক রচিত ফিক্বহের গ্রন্থ সমূহে বলা হয়েছে যে, ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) মসজিদে নববীতে ৩৬ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন। (যদিও কথাটি সঠিক নয়)। বিশেষ করে মোল্লা আলী ক্বারী ও আল্লামা আয়নী (রহঃ) বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। উমদাতুল ক্বারী প্রণেতা ৪১, ৩৯, ৪৭, ৩৬, ৩৪, ২৮, ২৪, ২০ ও ১১ বিভিন্ন রাক'আতের আমল ছিল বলে উল্লেখ

---

[১৯৮]. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ওয়া আশ-শারহুল কাবীর (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯২/১৪১২), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫৩।

[১৯৯]. উমদাতুল ক্বারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪।

[২০০]. أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ أَنَّ التَّرَاوِيْحَ عِشْرِيْنَ رَكْعَـــةً -মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ (ঢাকা: রশীদিয়াহ লাইব্রেরী, তাবি), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪, 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ।

করেছেন।[২০১] তাহ'লে ওমর (রাঃ)-এর যামানায় মদীনাতে ২০ রাক'আতের উপর ইজমা হয়েছে কথাটি কিভাবে সঠিক হতে পারে? এটা কি বিভ্রান্তিকর নয়? এতে প্রমাণিত হল যে, ওমর (রাঃ)-এর যুগে ইজমা হওয়ার দাবী সম্পূর্ণ উদ্ভট ও কাল্পনিক।

(খ) ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ওমর (রাঃ) **১১** রাক'আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর খেলাফতের সময়েও জনগণ **১১** রাক'আত তারাবীহ পড়তেন। সেটাও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। মোট কথা তাঁর সময়ে ২০ রাক'আতের অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে ২০ রাক'আতের উপর ইজমা হ'ল কখন?

এছাড়াও ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ)-এর নিজস্ব বক্তব্যেও **১১** রাক'আতের কথা প্রমাণিত হয়েছে, যা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। তিনি মদীনাতে জন্ম গ্রহণ করেছেন, সেখানেই শিক্ষা লাভ করেছেন এবং মসজিদে নববীতেই আজীবন হাদীছের দরস প্রদান করেছেন। তিনি **১৭৯** হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন।[২০২] সুতরাং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মদীনাতে **১১** রাক'আতের অতিরিক্ত রাক'আত সংখ্যা চালু হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই ২০ রাক'আতের উপর ইজমা হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন।

(গ) মুহাদ্দিছগণের মন্তব্যে প্রমাণিত হয়েছে ২০ রাক'আতের বর্ণনাগুলোর ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। বরং সবই জাল, যঈফ ও ভিত্তিহীন। সুতরাং জাল ও দুর্বল সূত্রের উপর ভিত্তি করে যদি কোন বিষয়ে ইজমা করা হয়, তাহলে সেটাও হবে জাল ও দুর্বল। যেমনটি শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

لَايَعْلُوْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بُنِىَ عَلَى ضَعِيْفٍ وَمَا بُنِىَ عَلَىَ ضَعِيْفٍ فَهُوَ ضَعِيْفٌ.

'এই ইজমার প্রতি কখনো বিশ্বাসভাজন হওয়া যাবে না, কারণ তা দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর দুর্বল ভিত্তির উপর যা গড়ে উঠে সেটাও দুর্বল হয়'।[২০৩] শায়খ আবদুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন,

دَعْوَى الْإِجْمَاعِ عَلَى عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَاسْتِقْرَارُ الْأَمْرِ عَلَى ذَلِكَ فِى الْأَمْصَارِ بَاطِلَةٌ جِدًّا.

'বিশ রাক'আতের প্রতি ইজমা হয়েছে এবং সর্বত্র তা স্থায়ী হয়েছে এই দাবী চরম মিথ্যাচার'।[২০৪]

---

[২০১]. উমদাতুল ক্বারী ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪-৫; তুহফাতুল আহওয়াযী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯।
[২০২]. ড. মুহাম্মাদ কামেল হুসাইন, ইমাম মালেক ও মুওয়াত্ত্বা কিতাব, দ্রঃ মুওয়াত্ত্বা মালেক (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, তাবি), ভূমিকা।
[২০৩]. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭২।
[২০৪]. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৭।

দুর্ভাগ্য ... নিশ্চিহ্ন

বিভিন্ন প্রতারণা ও অপকৌশল

করে ... তোলা হচ্ছে যত্রতত্র । বিশেষ করে ওমর (রাঃ)-এর নামে অনেক বিষয়ে ইজমার দাবী তোলা হয়েছে। যেমন ঈদ ও জানাযার তাকবীরের ব্যাপারে দাবী তোলা হয়েছে। তাই বিশ্ববিখ্যাত মনীষী, লেখনী জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিপ্লবী সংস্কারক নবাব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭ হিঃ/১৮৩২-১৮৯০ খৃঃ) উক্ত নীতির প্রতিবাদ করে বলেন,

مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَظُنُّ أَنَّ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ مَذْهَبٍ أَوْ أَهْلُ قُطْرِهِ هُوَ إِجْمَاعٌ وَهَذِهِ مُفْسِدَةٌ عَظِيْمَةٌ.

‘মাযহাবপন্থী আলেমগণের ধারণা হ’ল, মাযহাবের অনুসারীগণ অথবা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীরা কোন বিষয়ে একমত পোষণ করলেই তা ইজমা হয়ে যাবে। অথচ এটা এক মহাবিপদাত্মক বিভ্রান্তি’।[২০৫]

(ঘ) সবচেয়ে বড় বিষয় হ’ল, ছাহাবীদের পর ইজমার দাবী তোলার অধিকার কারো নেই। কারণ তাঁদের পর ইজমার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আর ইজতিহাদের দরজা ক্বিয়ামত পর্যন্ত খোলা আছে। তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, مَنِ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ ‘যে ব্যক্তি ইজমার দাবী করে সে মিথ্যাবাদী’।[২০৬] অতএব ইজমার দাবী যেই করুক তা মিথ্যা ও বাতিল বলে গণ্য হবে।

(২) খোঁড়া যুক্তির অবতারণা; সূর্যকিরণ রোধে জোনাকির আস্ফালন

(ক) বলা হয়ে থাকে যে, তারাবীহ এবং তাহাজ্জুদ দু’টি পৃথক ছালাত; রাতের প্রথমাংশে ২০ রাক‘আত তারাবীহ আর শেষাংশে ১১ রাক‘আত তাহাজ্জুদ পড়তে হয়।

পর্যালোচনা:

উক্ত ভিত্তিহীন কথাটি সমাজে খুবই প্রচলিত আছে। একশ্রেণীর আলেম এর পক্ষে খুবই প্রচারণা চালান। বর্তমান সময়ে তারা এই অপব্যাখ্যাকেই মোক্ষম হাতিয়ার মনে করছেন। তাদের অন্যতম হলেন ছহীহ বুখারীর বাংলা অনুবাদক শায়খুল হাদীছ মাওলানা আজিজুল হক। তিনি মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ১১ রাক‘আতের

---

[২০৫]. ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ মিন কাশফে মাতালিব ছহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাহ ১/৩ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭২-৭৩।

[২০৬]. ই‘লামুল মুওয়াক্কেঈন ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৫।

হাদীছের ব্যাখ্যায় দু’টি পৃথক ছালাত বলে দাবী করেছেন।[২০৭] অথচ তা নয়া মিথ্যার আবির্ভাব। কারণ সমূহ নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ প্রশ্নকারী আয়েশা (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রির ছালাত কেমন ছিল সে বিষয়েই জিজ্ঞেস করেছিলেন। আর তারই উত্তরে আয়েশা (রাঃ) **১১** রাক‘আতের কথা বলেন। উক্ত উদ্ভট দাবীকে চূর্ণ করেছেন প্রখ্যাত হানাফী বিদ্বান আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ)। তিনি মা আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছটি উল্লেখ করে বলেন,

فِيْهِ تَصْرِيْحٌ أَنَّهُ حَالُ رَمَضَانَ فَإِنَّ السَّائِلَ سَأَلَ عَنْ حَالِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ .

‘এতে পরিষ্কার ব্যাখ্যা রয়েছে যে, এটা রামাযানেরই অবস্থা। কারণ প্রশ্নকারী রামাযানসহ অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন’।[২০৮]

দ্বিতীয়তঃ অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৃতীয় দিন ২৭-এর রাত্রে সাহারীর সময় পর্যন্ত তারাবীহর ছালাত দীর্ঘ করেছিলেন, যাতে ছাহাবায়ে কেরাম সাহারী খাওয়া ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলেন। যেমন হাদীছে এসেছে, فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِيْنَا أَنْ تَفُوْتَنَا الفَلَاحُ ‘আমাদের নিয়ে তিনি এত দীর্ঘ সময় ধরে ছালাত পড়লেন যাতে আমরা সাহারী খাওয়া ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলাম’।[২০৯]

অনুরূপ ছাহাবীদের যুগেও তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই ছালাত বলে গণ্য হত। কারণ ওমর (রাঃ) যে হাদীছে **১১** রাক‘আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন ঐ হাদীছের শেষাংশে বলা হয়েছে, ‘ক্বিরাআত লম্বা হওয়ার কারণে (পরিশ্রান্ত হয়ে) আমরা লাঠির উপর ভর দিতাম এবং ফজরের ছালাতের সময় হওয়ার উপক্রম হ’লে ছালাত শেষ করে চলে আসতাম’।[২১০]

সুধী পাঠক! তাহলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও ছাহাবায়ে কেরাম ঐ রাত্রিগুলোতে তাহাজ্জুদ ছালাত কখন পড়তেন? তাছাড়া অন্য আরেকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মা আয়েশা (রাঃ) বলেন,

---

[২০৭]. ঐ, বঙ্গানুবাদ বোখারী শরীফ (ঢাকাঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী, এপ্রিল, ২০০২), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৫, হা/৬০৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।

[২০৮]. আল-আরফুশ শাযী শরহে তিরমিযী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬।

[২০৯]. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৭৫, ১/১৯৫; ছহীহ তিরমিযী হা/৮০৬, ১/১৬৬; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১২৯৮, পৃঃ ১১৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৯, হা/১২২৪, ‘রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত’ অনুচ্ছেদ।

[২১০]. كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَا مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِيْ فُرُوْعِ الْفَجْرِ -ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ ৪/১৮৬ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/১১৫ পৃঃ ‘রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত’ অনুচ্ছেদ; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩০২, পৃঃ ১১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫২, হা/১২২৮।

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً.

'নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার ছালাত শেষ করার পর হ'তে ফজর পর্যন্ত মাত্র **১১** রাক'আত ছালাত আদায় করতেন'।[২১১]

উক্ত হাদীছ থেকে আরো স্পষ্ট হ'ল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এশার ছালাত থেকে ফজর পর্যন্ত **১১** রাক'আতের বেশী ছালাত কখনো পড়তেন না।

তৃতীয়তঃ ওমর (রাঃ)-এর তারাবীহর জামা'আত পুনরায় চালু করা সংক্রান্ত ছহীহ বুখারীতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তাতে একই ছালাতের কথা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন ওমর (রাঃ) বলেন,

وَالَّتِي يَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُوْمُوْنَ يُرِيْدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ أَوَّلَهُ.

'তবে তারা যা পড়ছে তার চেয়ে উত্তম সেটাই যার জন্য তারা ঘুমাত অর্থাৎ শেষ রাত্রের ছালাত। তবে লোকেরা প্রথমাংশেই পড়ত'।[২১২]

চতুর্থতঃ হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী আলেমগণ কেউই উক্ত অপব্যাখ্যা করেননি। বরং তারা সকলেই তারাবীহ ও তাহাজ্জুদকে একই ছালাত গণ্য করেছেন। এমনকি ২০ রাক'আতের বর্ণনাটিকে তাঁরা প্রত্যেকেই মা আয়েশার হাদীছটির বিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন হেদায়ার ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম, আল্লামা যায়লাঈ, বদরুদ্দীন আয়নী, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী প্রমুখ। যা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম দিকেই উল্লেখ করেছি। শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী (রহঃ) অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলেন,

وَلَمْ يَثْبُتْ فِيْ رِوَايَةٍ مِّنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى التَّرَاوِيْحَ وَالتَّهَجُّدَ عَلَى حِدَّةٍ فِيْ رَمَضَانَ بَلْ طَوَّلَ التَّرَاوِيْحَ وَبَيْنَ التَّرَاوِيْحِ وَالتَّهَجُّدِ فِيْ عَهْدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ فِى الرَّكْعَاتِ بَلْ فِى الْوَقْتِ وَالصِّفَةِ إِنَّ التَّرَاوِيْحَ تَكُوْنُ بِالْجَمَاعَةِ فِى الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ التَّهَجُّدِ وَأَنَّ الشُّرُوْعَ فِى التَّرَاوِيْحِ يَكُوْنُ فِى

[২১১]. ছহীহ মুসলিম হা/১৭১৮, ১/২৫৪; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৩৬, ১/১৮৮-৮৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৩৫৮, পৃঃ ৯৬, 'রাত্রির ছালাত কত রাক'আত' অনুচ্ছেদ।

[২১২]. ছহীহ বুখারী হা/২০১০; মিশকাত হা/১৩০১, পৃঃ ১১৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১২২৭, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১-৫২।

أَوَّلِ اللَّيْلِ فِى التَّهَجُّدِ فِى آخِرِ اللَّيْلِ.

'বর্ণনা সমূহের মধ্য হ'তে কোন একটি বর্ণনা দ্বারাও প্রমাণিত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাযান মাসে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পৃথক পৃথক করে পড়তেন। বরং তারাবীহর ছালাত দীর্ঘ করতেন। আর তাঁর যুগে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের রাক'আতগত কোন পার্থক্য ছিল না, বরং পার্থক্য ছিল সময়ে এবং বৈশিষ্ট্যে। অর্থাৎ তারাবীহ হবে মসজিদে জামা'আতের সাথে। কিন্তু তাহাজ্জুদ মসজিদে নয়। তারাবীহ আরম্ভ হবে রাত্রির প্রথমভাগে আর তাহাজ্জুদ আরম্ভ হবে রাত্রির শেষভাগে'।[২১৩] অন্যত্র তিনি বলেন,

تِلْكَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ إِذَا تَقَدَّمَتْ سُمِّيَتْ بِاسْمِ التَّرَاوِيْحِ إِذَا تَأَخَّرَتْ سُمِّيَتْ بِاسْمِ التَّهَجُّدِ.

'এটা একই ছালাত; যখন রাতের প্রথমাংশে পড়া হবে তখন তার নাম হবে তারাবীহ। আর যখন শেষাংশে পড়া হবে তখন তার নাম হবে তাহাজ্জুদ'।[২১৪]

অতএব তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ যে একই ছালাত সে বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় হানাফী বিদ্বানগণ সবাই একমত। শুধু আমাদের দেশের কতিপয় আলেম এই বিভ্রান্তিকর দাবী তুলেছেন।

আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, তারাবীহ, ক্বিয়ামে রামাযান, ছালাতুল লাইল, তাহাজ্জুদ সব একই বিষয় এবং একই ছালাতের নাম।

لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ رِوَايَةٍ صَحِيْحَةٍ وَلَا ضَعِيْفَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيْ لَيَالِي رَمَضَانَ صَلَاتَيْنِ إِحْدَاهُمَا التَّرَاوِيْحُ وَالْأُخْرَى التَّهَجُّدُ فَالتَّهَجُّدُ فِيْ غَيْرِ رَمَضَانَ هُوَ التَّرَاوِيْحُ فِيْ رَمَضَانَ.

'কারণ ছহীহ কিংবা যঈফ কোন বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাযানের রাত্রিসমূহে দুই ধরনের ছালাত আদায় করেছেন, যার একটি তারাবীহ অন্যটি তাহাজ্জুদ। সুতরাং রামাযান ব্যতীত অন্য মাসে যেটি তাহাজ্জুদ, রামাযান মাসে সেটিই তারাবীহ'।[২১৫]

(খ) 'পূর্বে আট রাক'আতই পড়া হ'ত, কিন্তু পরে বিশ রাক'আত পড়া হয়েছে'। আরো বলা হয়, '৮ রাক'আত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত। আর ২০ রাক'আত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত। বিশেষ করে ওমর (রাঃ)-এর

---

২১৩. আল-আরফুশ শাযী শরহে তিরমিযী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬; ফায়যুল বারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০।
২১৪. ফায়যুল বারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২০।
২১৫. মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩১১, হা/১৩০৩-এর আলোচনা দ্রঃ।

চালুকৃত সুন্নাত'। তাই মুসলিম উম্মাহ এটি স্থায়ীভাবে গ্রহণ করেছে। কারণ চার খলীফার সুন্নাতের অনুসরণ করারও নির্দেশ হাদীছে এসেছে। হেদায়ার ভাষ্যকার ইবনুল হুমাম, আবুল আলা মওদুদী, মিশকাতের বাংলা অনুবাদক মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী (১৯০০-১৯৭২ খৃঃ) প্রমুখ ব্যক্তি এই দাবী করেছেন। এমনকি আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী যখন উপলব্ধি করেছেন যে, ২০ রাক'আতকে কোনভাবে প্রমাণ করা যাচ্ছে না তখন তিনিও সমাধান টানতে গিয়ে বলেছেন,

وَعِنْدِىْ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَّكُوْنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَقَلَ عَشْرًا إِلَى عِشْرِيْنَ بِتَخْفِيْفِ الْقِرَاءَةِ وَتَضْعِيْفِ الرَّكْعَاتِ.

'আমার মত হ'ল, সম্ভবত ওমর (রাঃ) ক্বিরাআতকে হালকা করে রাক'আতকে বৃদ্ধি করার জন্য ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত নিয়ে গেছেন'।[২১৬] নূর মুহাম্মাদ আজমী লিখেছেন, 'ইহাতে বুঝা যায় যে, হুযূর (ছাঃ) প্রথম দিকে আট রাকআত পড়িলেও শেষের দিকে বিশ রাক'আতই পড়িয়াছেন'।[২১৭]

পর্যালোচনাঃ

প্রথমতঃ উক্ত দাবী কাল্পনিক ও বানোয়াট। এটা সাধারণ জনতাকে ফাঁকি দেওয়ার খোঁড়া কৌশল মাত্র। সঠিক বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কূট-কৌশল করা অমার্জনীয় অন্যায়। শরী'আতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মহান স্বার্থে কৌশল কাম্য, বিকৃতির স্বার্থে নয়। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় জীবদ্দশায় কখনো ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি। তাঁর নামে যে বর্ণনাটি প্রচলিত আছে তা জাল বা মিথ্যা। সুতরাং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো ২০ রাক'আত পড়েছেন এমন কথা বললে তাঁর উপর মিথ্যা তোহমত দেওয়া হবে। অনুরূপ ওমর (রাঃ) বা চার খলীফার কেউই ২০ রাক'আত চালু করেননি এবং তাঁদের খেলাফতকালেও ২০ রাক'আত চালু ছিল না। এ মর্মে যা কথিত আছে তা যঈফ, ত্রুটিপূর্ণ ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। বরং ওমর (রাঃ) **১১** রাক'আত তারাবীহর জামা'আত চালু করেছিলেন বলে অত্যন্ত বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হয়েছে। যা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতএব রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), মহান চার খলীফা ও ছাহাবীদের উপর এই অপবাদ চাপানো গর্হিত অন্যায়।

দ্বিতীয়তঃ আল্লামা কাশ্মীরী (রহঃ)-এর শেষ বক্তব্যে বুঝা যায় যে, ক্বিরাআত ছোট করে রাক'আতকে বৃদ্ধি করার জন্য ওমর (রাঃ) নিজেই ১০ থেকে ২০ রাক'আত পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছেন। উক্ত দাবীর পক্ষে দলীল কোথায়? এই দাবীর পক্ষে তো কোন

---

২১৬. আল-আরফুশ শাযী শরহে তিরমিযী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬।
২১৭. ঐ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত শরীফ (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, মে ১৯৯৭), ৩য় খণ্ড, ১৪৭, 'তারাবীর নামায' অনুচ্ছেদ-এর ভূমিকা।

মিথ্যা ও ভুয়া দলীলও নেই। আর ইবাদত কমবেশী করার অধিকার ওমর (রাঃ)-এর আছে কি? যদি তাই হয় তাহলে ওমর (রাঃ) নির্দেশিত ১১ রাক‘আতের ছহীহ হাদীছটি কোথায় রাখবেন? যদি ওমর (রাঃ) করে থাকেন তাহলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ করবেন, না ওমর (রাঃ)-এর অনুসরণ করবেন? আসলে যুক্তি দিয়ে কখনো শরী‘আতকে দমানো যায় না।

তৃতীয়ত: বলা হচ্ছে- ২০ রাক‘আত তারাবীহ চার খলীফার সুন্নাত। অথচ ওমর ও আলী (রাঃ)-এর নামে দুর্বল ও জাল বর্ণনা থাকলেও আবুবকর ও ওছমান (রাঃ)-এর নামে কোন জাল দলীলও নেই। আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী উক্ত দাবীর প্রতিবাদ করে বলেন, وَاِنْ لَّمْ نَجِدْ اِسْـنَادَهُ قَوِيًّـا ‘যদিও আমরা তার নির্ভরযোগ্য সনদ পাইনি’।[২১৮] আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী (রহঃ) এর প্রতিবাদ করে বলেন, ‘এটা প্রকাশ্য ভ্রান্তি। এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না’।[২১৯] তাহ’লে চার খলীফার সুন্নাত বলা হচ্ছে কিসের ভিত্তিতে? এটা কি প্রতারণা নয়? একদিকে এর পক্ষে কোন ছহীহ বর্ণনা নেই, তার উপর আবার চার খলীফাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে শরী‘আতের উপর এটা ভয়াবহ দুর্নীতি। কারণ রাসূলের অনুসরণের প্রতীক হিসাবে চার খলীফাসহ ছাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকেই ১১ রাক‘আত তারাবীহ পড়েছেন, যা ছহীহ দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে।[২২০]

(৩) অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনী; শরী‘আত বিকৃতির নতুন এক পন্থা:

যে সমস্ত ব্যক্তি তাক্বলীদী ধূম্রজালে চির আবদ্ধ, মানবপ্রণীত ফিক্বহী ও উছূলী আঁধারে নিমজ্জিত তারা কখনো মুক্ত চিন্তার অবকাশ পান না। কারণ তাদের বিচরণ শুধু নিজেদের হলুদ চৌহদ্দির মধ্যে। তাই মানবরচিত বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী এই প্রকৃতির আলেমদের উদ্দেশ্যে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন, ‘এদের সমস্ত ইলমের পুঁজি হেদায়াহ, শরহে বেক্বায়াহ প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরা আসল বস্তু কিভাবে বুঝবে’?[২২১] উক্ত তাত্ত্বিক সংকীর্ণতার কারণে অনেক আলেম নিজেদের লেখনীতে শরী‘আতের বিকৃতি ঘটিয়েছেন। কুরআন-হাদীছের অনুবাদে কারচুপি করেছেন। অনুবাদে ব্যর্থ হলে টীকা ও ব্যাখ্যায় কাটছাঁট করেছেন। সেটা যঈফ ও জাল হাদীছের মাধ্যমে হৌক, বা ইমাম, আলেম, পীর-বুযুর্গের বক্তব্যের মাধ্যমে হৌক অথবা নিজস্ব কোন ঠুনকো

---

২১৮. আল-আরফুশ শাযী শরহে তিরমিযী ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০১, ৩০ লাইন)।

২১৯. فغلط بين لايلتفت إليه -আওনুল মা‘বূদ ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৫।

২২০. ছালাতুত তারাবীহ, পৃ: ৭৫।

২২১. جمعى كه سرمايه علم إيشان شرح وقاية وهداية باشد كجا إدراك سرايني توانند كـــرد - দেখুন: আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১৬৭ ও ১৭৮, টীকা নং ৩৭, গৃহীত: শাহ অলিউল্লাহ, ইযালাতুল খাফা (ফারসী), পৃঃ ৮৪।

যুক্তির ম [illegible] ষয়কে
বিভিন্ন প্রতারণা ও অপকৌশল
বোধগম্য [illegible] বিষয় সংশোধন অথবা প্রতিবাদ করা।[২২২] দলীয় মায়াবন্ধন পরিত্যাগ করতে না পেরে কুরআন-সুন্নাহর ক্ষেত্রে অনেকে দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করেছেন। নিম্নের উদাহরণগুলো লক্ষণীয়:

(এক) মাওলানা আজিজুল হক কর্তৃক বুখারীর অনুবাদ প্রসঙ্গ:

মাওলানা অনুবাদ করতে গিয়ে স্বীয় মাযহাব বিরোধী সকল হাদীছের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন যুক্তি এবং জাল ও যঈফ বর্ণনা পেশ করে তার প্রতিবাদ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি যে সর্বাধিক ছহীহ গ্রন্থের হাদীছের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছেন তা হয়ত বেমালুম ভুলে গেছেন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি আক্রমণাত্মক ও অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করেছেন। যেমন তারাবীহর ক্ষেত্রে করেছেন।

তিনি তারাবীহ সংক্রান্ত মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীছটির অনুবাদে দারুণভাবে কাটছাঁট করেছেন। তিনি 'তারাবীর নামায' অধ্যায় রচনা করে ক্রমিক নম্বর অনুসারে হাদীছটি বর্ণনা করেননি। ১০৪৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় তিনি ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক বর্ণিত আশঙ্কা দূরীভূত হওয়া দৃষ্টে তারাবীর জন্য ইমাম নির্দিষ্ট করিলেন, রাকাত সংখ্যা ২০ সাব্যস্ত করিলেন এবং জামাতের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে তারাবীর প্রতি পূর্ণ তৎপরতা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তৎকালীন সোনালী যুগে বিদ্যমান হাজার হাজার ছাহাবী ও আমীরুল-মোমেনীন ওমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই ব্যবস্থা সর্বান্ত করণে গ্রহণ করিলেন। ছাহাবীগণের এজমার দ্বারা এই বিষয়টি সাব্যস্ত হইয়া গেল'।[২২৩]

অতঃপর 'তারাবীর নামাযের রাকাত সংখ্যা' শিরোনামে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এক স্থানে বলেন, 'তারাবী ২০ রাকাত হওয়ার পক্ষে সাতটি হাদীছ প্রমাণরূপে বিদ্যমান আছে। একটি হাদীছ স্পষ্টতঃ স্বয়ং রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমল ও ক্রিয়ারূপে বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (সঃ) রমযান মাসে ২০ রাকাত তারাবী এবং বেতের পড়িতেন'।[২২৪] আলোচনার শেষে বলেছেন, 'তাহাজ্জুদ ও তারাবী উভয় নামাযকে যে বিরুদ্ধবাদীরা একই নামায বলে, ইহা ত নিতান্তই অবান্তর'।[২২৫]

---

[২২২]. বদিউর রহমান, সাহিত্য-সংজ্ঞা অভিধান (ঢাকা: গতিধারা, সেপ্টেম্বর ২০০১), পৃঃ ৯৩; ফরহাদ খান, বাংলা শব্দের উৎস অভিধান (ফেব্রুয়ারী ২০০০), পৃঃ ৫১।

[২২৩]. বোখারী শরীফ ২/১৯৪।

[২২৪]. বোখারী শরীফ ২/১৯৫।

[২২৫]. বোখারী শরীফ ২/১৯৭।

প্রথম খণ্ডে মা আয়েশা (রাঃ)-কর্তৃক বর্ণিত ৬০৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, 'বস্তুতই এই হাদীছ তারাবীহ সম্পর্কে সাব্যস্ত নহে। কারণ, ইহাতে রমযান ও রমযান ছাড়া উভয়েরই উল্লেখ হইয়াছে। অর্থাৎ, অত্র হাদীছে এইরূপ নামাযের বর্ণনা করা হইয়াছে যে নামায রমযান ছাড়াও পড়া হয়। অতএব, এই হাদীছের উদ্দেশ্য তারাবীর নামায হইতে পারে না; উহা রমযান ব্যতীত পড়া হয় না। হাঁ, তাহাজ্জুদ নামায উভয় সময়ে পড়া হয়, সুতরাং ইহাই এই হাদীছের উদ্দেশ্য এবং ইহারই সংখ্যা আট রাকাত বলা হইয়াছে'।[২২৬]

পর্যালোচনাঃ

প্রথমতঃ মাওলানা ছাহেব ২০ রাক'আত প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক ঘাম ঝরিয়েছেন। কিন্তু তিনি যে অবশেষে ব্যর্থ হয়েছেন তাও তার কৌশলে ফুটে উঠেছে। কারণ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদকে পৃথক করে তিনি যে হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ইমাম বুখারী 'তারাবীহ্ ছালাতের অধ্যায়' রচনা করে আয়েশা (রাঃ)-এর **১১** রাক'আতের হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি অনুবাদ করতে গিয়ে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ব্যাখ্যা দিলেন এটা তারাবীহর ছালাত নয়। একেই বলে অনুবাদ নয় প্রতিবাদ। কারণ তিনি ইমাম বুখারীসহ অন্যান্য সকল মুহাদ্দিছের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছেন এবং সম্পূর্ণ উল্টা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি যে ৭টি বর্ণনার দাবী করেছেন তা জাল, যঈফ ও মুনকার। যা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে পেশ করেছি। এই বর্ণনাগুলো উল্লেখ করে তিনি ছহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত **১১** রাক'আতের সর্বাধিক ছহীহ হাদীছটিকে কলমের অস্ত্রাঘাতে হত্যা করেছেন। জাল হাদীছ দ্বারা সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছকে খণ্ডন করা কতটুকু ন্যায় সঙ্গত হয়েছে তা বিবেচনার জন্য পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম।

তৃতীয়তঃ তিনি ইমাম তিরমিযীর উদ্ধৃত কথিত বক্তব্যের আলোকে কতিপয় ইমামের ২০ রাক'আতের মত উল্লেখ করে ছহীহ হাদীছকে সমূলে উৎখাত করতে চেয়েছেন।[২২৭] তিনি দৃষ্টিনিবন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, ইমাম তিরমিযী ইমামদের আমলগুলো رُوِىَ (কথিত) শব্দ দ্বারা উদ্ধৃত করেছেন।[২২৮] এমনকি ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর উক্তিটুকুও ইমাম তিরমিযী যেখান থেকে সংগ্রহ করেছেন সেখানেও رُوِىَ শব্দটির উল্লেখ রয়েছে'।[২২৯] অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী এর মাধ্যমে উক্ত বক্তব্যকে দুর্বল ও ভিত্তিহীন বলতে চেয়েছেন। এটা মুহাদ্দিছগণের অন্যতম মূলনীতি। ইমাম তিরমিযীর উক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

---

[২২৬]. বোখারী শরীফ **১**/৩০৫।

[২২৭]. ঐ, বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড, পৃঃ **১**৯৩-**১**৯৭, হা/**১**০৪৭ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ।

[২২৮]. জামে' তিরমিযী **১**ম খণ্ড, পৃঃ **১**৬৬।

[২২৯]. আল-মুযানী, আল-মুখতাছার **১**ম খণ্ড, পৃঃ **১**০৭-এর বরাতে ছালাতু তারাবীহ, পৃঃ ৫৫।

চতুর্থতঃ মাওলানা ছাহেব বহু স্থানে শরী'আতের এরূপ বিকৃতি ঘটিয়েছেন।[২৩০] আল-কুরআনের পরে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীছগ্রন্থ ছহীহ বুখারী। এটা বিশ্ব স্বীকৃত কথা। তিনিও তা স্বীকার করেছেন। তিনি ভূমিকায় লিখেছেন, 'মহাগ্রন্থ বোখারী শরীফ বিশ্ববাসীর অন্তরে যে উচ্চাসন লাভ করিয়া আছে, উহা তাহার বাস্তব মর্য্যাদার কিয়দাংশ মাত্র'।[২৩১] অতঃপর মুখবন্ধে লিখেছেন, 'তাঁহার (ইমাম বুখারীর) এই গ্রন্থখানা সর্বাধিক উচ্চতর শীর্ষস্থানের অধিকারী হইয়াছে। সমগ্র বিশ্বে প্রবাদরূপে স্বীকৃত রহিয়াছে- অর্থাৎ আল্লার কিতাব- কোরআন শরীফের পরেই বিশ্বস্তায় সর্বপ্রথম স্থানের অধিকারী ইমাম বোখারীর এই অদ্বিতীয় গ্রন্থ বোখারী শরীফ এবং এই জন্যই ইমাম বোখারী রহমতুল্লাহে আলাইহে হাদীছ শাস্ত্রে সম্রাট উপাধিত ভূষিত হইয়াছেন'।[২৩২]

অথচ বাস্তবে সেই গ্রন্থের হাদীছকে অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও টীকার নামে কাটছাঁট ও বিকৃতি করে বুখারীর নামে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই স্বীকৃতি দেওয়া আর বাস্তবে আমল করা কখনোই এক নয়। মাযহাবী সংকীর্ণতা, অন্ধ গোঁড়ামী ও কথিত ইমামী মতবাদের বিরুদ্ধে ছহীহ বুখারী এক মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ। তাই এই সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থের প্রতি অগ্নিশর্মা হয়ে অনুবাদের নামে ছহীহ হাদীছের বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। অবশ্য তিনি 'ছহীহ বুখারী' নাম না দিয়ে সম্মানের সাথে 'বোখারী শরীফ' নাম দিয়েছেন!!

(দুই) আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত ছহীহ বুখারীর অনুবাদঃ

উক্ত প্রকাশনীও অনুবাদ এবং টীকার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বহু হাদীছকে খণ্ডনের অপচেষ্ট চালিয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের টীকায় ২০ রাক'আতের পক্ষে শঠতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সেখানে কিছু অপ্রমাণিত কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, 'অধিকাংশ ওলামা ২০ রাকআতের মতকেই অগ্রগণ্য বলেছেন এবং এতে ইজমা হয়েছে'। এক লাইন পরে বলা হয়েছে, 'কিছুসংখ্যক আলেম বলেছেন, তারাবীহ ৮ রাকআত। তাদের দলীল আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। ২০ রাকআতের মত পোষণকারীরা এ হাদীসের অর্থ বলেন যে, আয়েশার বর্ণনা তারাবীহ সম্পর্কে ছিলো না, বরং তাহাজ্জুদ সম্পর্কে'। অতঃপর সেই টীকায় জাল ও যঈফ বর্ণনা মিশ্রিত মাওলানা মওদূদী (১৯০৩-১৯৭৯)-এর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।[২৩৩]

---

[২৩০]. ঐ, ১ম খণ্ড, হাদীছ সংখ্যা ৪৩৩-৩৫, ৪০৮-৪৪১ ইত্যাদির ব্যাখ্যা দেখলে স্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

[২৩১]. বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫, 'গুজারেশ' দ্রঃ।

[২৩২]. বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১ 'মুখবন্ধ' দ্রঃ।

[২৩৩]. সহীহ আল-বুখারী, (ঢাকাঃ অক্টোবর ১৯৯৬), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৯-২৮২, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/১৮৭০-এর টীকা।

পর্যালোচনাঃ

আমরা মনে করি উক্ত কৌশলের মাধ্যমে ছহীহ বুখারীর প্রতি চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়েছে। সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলে স্বীকার করলেও বাস্তবে আমলের ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে অবস্থান। মানুষের মতামত দ্বারা ছহীহ হাদীছকে খণ্ডন করার মাধ্যমে মুসলিম জাতির কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বক্তব্য টীকায় সংযোজন করে আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ বুখারীর হাদীছটির বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। কারণ তিনিও ছহীহ হাদীছকে গলাধঃকরণের হীন মানসিকতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। তারাবীহ সংক্রান্ত তাঁর আলোচনা থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। ওমর (রাঃ)-এর যুগের কথিত ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'অত্যন্ত ছহীহ সনদ'। 'সত্যের অপলাপ মিথ্যার জয়' এই জাজ্বল্য বাস্তবতা তার বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। তিনি ওমর (রাঃ)-এর ১১ রাক'আতের নির্দেশসূচক হাদীছটি আড়ালে রেখে বলতে চেয়েছেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আট রাক'আত পড়লেও ওমর (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ ২০ রাক'আতই পড়েছেন। এই কথার মাধ্যমে তিনি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর চেয়ে ওমর (রাঃ)-কেই সর্বোত্তম আদর্শের প্রবর্তক হিসাবে দেখেছেন। যেন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শরী'আতকে অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন আর ওমর (রাঃ) তা সম্পূর্ণ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)।[২৩৪] উল্লেখ্য, ছহীহ বুখারীর যে সমস্ত হাদীছ মাযহাবী স্বার্থের অন্তরায় সেখানেই এভাবে টীকা-টিপ্পনীর মাধ্যমে হাদীছের উপরে অস্ত্রাঘাত করা হয়েছে।[২৩৫]

(তিন) মিশকাতের অনুবাদ প্রসঙ্গঃ

মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশিত ১১ রাক'আতের হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'সম্ভবত হযরত ওমর (রাঃ) প্রথমে বিতরসহ এগার রাক'আত পড়ারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার আমলেই তারাবী বিশ রাকআত স্থির হয়, অথবা স্থায়ীভাবে ২০ রাকাআতই স্থির হয়; কিন্তু কখনও আট রাকআত পড়া হইত'।[২৩৬] এর পূর্বে তিনি 'তারাবীর নামায ও শবে বরাতের ফযীলত' শিরোনাম দিয়ে ২০ রাকআতের জাল বর্ণনাটির ঘোষামাজা করেছেন। শেষে বলেছেন, 'ইহাতে বুঝা যায় যে, হুযূর (ছাঃ) প্রথম দিকে আট রাক'আত পড়িলেও শেষের দিকে বিশ রাক'আতই পড়িয়াছিলেন'।[২৩৭]

---

[২৩৪]. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল, অনুঃ আকরাম ফারুক ও তার সহাযোগীবৃন্দ (ঢাকাঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, আগষ্ট, ১৯৯৫), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮২-৮৬।

[২৩৫]. ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৫, হা/৫৪৪-এর টীকা 'ছালাতের সময়' অধ্যায়; ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২১-২৪, হা/৬৯৫ এবং ৩৩০, হা/৭১৩ প্রভৃতি দ্রঃ।

[২৩৬]. বঙ্গানুবাদ মেশকাত ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫২, হা/১২২৮-এর ব্যাখ্যা।

[২৩৭]. বঙ্গানুবাদ মেশকাত ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭।

পর্যালোচনাঃ

ব্যাখ্যার সুযোগে মিশকাতের অনুবাদে এভাবেই অনেক হাদীছের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। ছহীহ হাদীছের প্রতি মোটেও শ্রদ্ধা দেখানো হয়নি। চলেছে অপব্যাখ্যার জয়জয়কার।[২৩৮] এতে একজন পাঠক অবশ্যই বিভ্রান্ত হবেন। তিনি মাযহাবকে প্রাধান্য দিবেন, না রাসূলের হাদীছকে প্রাধান্য দিবেন? লেখক যখন নিজেই স্থির সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হয়েছেন তখন পাঠক কোথায় যাবেন? চিন্তাশীল পাঠক অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে, ব্যাখ্যার নামে হাদীছের উপর কিভাবে ক্ষুরকাঁচি ব্যবহার করা হয়েছে!!

মাযহাব কেন্দ্রিক রচিত প্রায় গ্রন্থেই এ ধরনের ন্যক্কারজনক পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। তা যে ভাষাতেই রচিত হোক। কুদূরী, হেদায়া, শরহে বেক্বায়াহ, দুর্রুল মুখতার, বাহরুর রায়েক্ব, উছূলুশ শাশী, নূরুল আনওয়ার প্রভৃতি কিতাব এ সমস্ত অপব্যাখ্যার জন্য খুবই প্রসিদ্ধ। হাদীছের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেমন অপব্যাখ্যার পথ অবলম্বন করা হয়েছে তেমনি আমাদের দেশে বাংলায় অনুবাদ করতে গিয়ে একই পথ অবলম্বন করা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মীয় বই-পুস্তকেও এই কুপ্রভাব কম নয়। সেই সাথে মাসিক মদীনা, রহমানী পয়গাম, আদর্শ নারী, বাইয়িনাত প্রভৃতি ইসলামী পত্রিকাগুলো শরী'আতের অপব্যাখ্যার বিষ প্রতিনিয়তই ছড়াচ্ছে।[২৩৯] অতএব এই অপব্যাখ্যা থেকে সাবধান!

(৪) তারাবীহ শব্দ নিয়ে বিভ্রান্তিঃ

দুই সালাম বা চার রাক'আত পড়ার পর বিশ্রাম নেওয়াকে 'তারাবীহ' বলে। উক্ত তারাবীহ শব্দটি বহুবচন। সুতরাং কমপক্ষে ১২ রাক'আত হলে তারাবীহ হবে। তাই শুধু ৮ রাক'আত ছালাতে তারাবীহ প্রমাণিত হবে না। অতএব 'তারাবীহ' শব্দটি বিশ্লেষণ করলেও ২০ রাক'আতই প্রমাণিত হয়।

পর্যালোচনাঃ

উক্ত যুক্তি চিরন্তন সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যর্থ কৌশল মাত্র। কারণ ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত মা আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনাতেই তিনটি বৈঠকের উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া শরী'আতের দুইকেও বহুবচন গণ্য করা হয়।[২৪০] এক্ষণে উক্ত যুক্তি মেনে নিলেও তাতে শুধু ২০ রাক'আত হবে কেন, তার বেশীও হতে পারে কমও হ'তে পারে। পক্ষান্তরে পাঁচ বৈঠকের যে বর্ণনা এসেছে তার ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। অতএব যুক্তি নয়, আমরা রাসূলের হাদীছের প্রতি অত্মসমর্পণ করার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

---

[২৩৮]. দেখুনঃ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫১-২৫৫, হা/৭৩৪, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১।

[২৩৯]. ঐ, জানুয়ারী '৯৯, প্রশ্নোত্তর নং ৬০ ও ৮৮ দ্রঃ, ঐ, ডিসেম্বর '৯৯, পৃঃ ১০।

[২৪০]. সূরা তওবাহ ৪০; ছহীহ বুখারী হা/৩৬১৫, 'মানাক্বিব' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২২।

(৫) মক্কা ও মদীনার মসজিদের তারাবীহ নিয়ে সংশয়ঃ

মসজিদে হারাম ও নববীতে ২০ রাক‘আত তারাবীহ পড়া হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, ছাহাবীদের যুগ থেকে এই ধারা চলে আসছে।

পর্যালোচনাঃ

আমরা বলব, মসজিদে হারাম ও নববীর আমলই যদি শরী‘আতের দলীল হয়, তাহ’লে শুধু তারাবীহর ক্ষেত্রে কেন? অন্যান্য আমল ক্ষেত্রেও তা হওয়া আবশ্যক। কারণ এই রামাযানেই উভয় মসজিদে শেষ দশকের পাঁচটি বেজোড় রাতেই লায়লাতুল ক্বদর অনুসন্ধান করা হয়, কিন্তু এদেশে কেন শুধু ২৭ তারিখ পালন করা হয়? সেখানে মদীনার ছা‘ অনুযায়ী এক ছা’ সমপরিমাণ খাদ্যশস্য দ্বারা ফিৎরা দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের দেশে কেন ইরাকী ছা‘ অনুযায়ী অর্ধ ছা’ গমের হিসাবে টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া হয়? সেখানে ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত পড়া হয়, কিন্তু এদেশে কেন ৬ তাকবীরে পড়া হয়? এরূপভাবে দেখতে গেলে এদেশের প্রায় সকল আমলই সেখানকার আমলের বিরোধী। কেবল স্বার্থের ক্ষেত্রে মক্কা-মদীনার উদ্ধৃতি পেশ করা আল্লাহভীতি ও স্বচ্ছতার পরিচয় নয়।

তাছাড়া সউদী আরবের উক্ত দুই মসজিদ ছাড়া অন্যান্য সকল মসজিদেই ৮ রাক‘আত তারাবীহ পড়া হয়। এই ক্ষেত্রে আর কোন বক্তব্য আছে কি? মোটকথা আমরা মক্কা-মদীনার অনুসরণ করি না, বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করি।

মূল কথা হ’ল, উক্ত দুই মসিজদে তারাবীহর দুইবার দু’টি জামা‘আত অনুষ্ঠিত হয়। ১০ রাক‘আত পড়িয়ে একজন ইমাম চলে যান। পরে অন্যজন এসে ১০ রাক‘আত পড়ান। অতঃপর বিতর পড়েন। যাতে ব্যস্ত লোকেরা শেষের জামা‘আতে শরীক হতে পারে। সেখানে ছহীহ মুসলিমের হাদীছ অনুযায়ী ১০ রাক‘আত ও শেষে ১ রাক‘আত বিতরসহ মোট ১১ রাক‘আত পড়া হয়। তবে ক্বিরাআতের দীর্ঘতার কারণে উক্ত দুই জামা‘আতের ব্যবধান বর্তমানে কমে গেছে। এরূপভাবে বর্তমানে ঢাকাতেও অনেক মসজিদে হচ্ছে। অতএব ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে উক্ত নিয়ম চলে আসছে একথা ভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ ছাহাবীগণের যুগে এর অস্তিত্ব ছিল না। এ বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সম্ভবত এই জামা‘আতের ধারা চালু হয়েছে ছাহাবীদের যুগ শেষ হওয়ার অনেক পরে। যেমনটি ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) ইঙ্গিত দিয়েছেন।[২৪১]

(৬) যঈফ ও জাল হাদীছের পক্ষে ওকালতীঃ

[২৪১]. আল্লামা হাফেয যায়লাঈ, নাছবুর রায়াহ (রিয়াযঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১৯৭৩ খৃঃ/১৩৯৩ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৩; মাজমূ‘উ ফাতাওয়া, ২৩/১১৩ পৃঃ)।

অনেকে শেষ হাতিয়ার হিসাবে যঈফ ও জাল হাদীছের পক্ষে জোরালো প্রচারণা চালান। ২০ রাক'আতের হাদীছ জাল হলেও তাদের নিকট কিছু যায় আসে না। মাওলানা আজীজুল হক, নূর মোহাম্মাদ আজমী, মাওলানা মওদূদী প্রমুখ উক্ত জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারাই দলীল গ্রহণ করেছেন।

যে হাদীছ যঈফ, জাল, অভিযুক্ত এবং ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে, সে হাদীছ দ্বারা শরী'আতের দলীল সাব্যস্ত করা যায় না। কারণ শরী'আত সর্বপ্রকার ক্রটির ঊর্ধ্বে, এখানে দুর্বলতার কোন সুযোগ নেই। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিধান অভ্রান্ত ও চিরন্তন *(সূরা হিজর ৯; নাহল ৪৪; আন'আম ১১৫)*। নির্ভরযোগ্য নয় এমন ফাসিক ও ক্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণ করতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই নিষেধ করেছেন *(হুজুরাত ৬)*। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন একাধিক হাদীছে।[২৪২] চার খলীফাসহ অন্যান্য ছাহাবী এ ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণও তাঁদের পথ অবলম্বন করেছেন এবং জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। প্রসিদ্ধ চার ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ সকলেই জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে ছিলেন বড় চ্যালেঞ্জ। অথচ অনেকে দাবী করে থাকেন জাল ও যঈফ হাদীছ আমল করা যাবে। উক্ত দাবী সঠিক নয়।

জাল হাদীছের হুকুমঃ

হাদীছ জাল প্রমাণিত হলে সকল মুহাদ্দিছের ঐকমত্যে তা প্রত্যাখ্যাত। উহা প্রচার করা ও আমল করা মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে সবই হারাম। ড. ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ বলেন, وَهُوَ إِجِمَاعٌ ضِمْنِيٌّ آخَـــرُ عَلَـــى تَحْـــرِيْمِ الْعَمَـــلِ بِالْمَوْضُـــوْعِ 'ইজমার আওতাধীন বিষয় সমূহের অন্যতম হল- জাল হাদীছের উপর আমল করা একটি বিশেষ হারাম।[২৪৩]

আহকাম, আক্বীদা, ফযীলত, ওয়ায-নছীহত কিংবা উৎসাহ ও সতর্কতা যে কারণেই জাল হাদীছ বর্ণনা করা হোক মুসলিম উম্মাহর ইজমা দ্বারা তা হারাম, কাবীরা গোনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহর অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বনিকৃষ্ট অপরাধ। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

[২৪২]. ছহীহ বুখারী হা/৩৪৬১, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯১; মিশকাত হা/১৯৮, পৃঃ ৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৮, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩; ছহীহ বুখারী হা/১০৯, পৃঃ ২১, 'ইলম' অধ্যয়, অনুচ্ছেদ-৩৮।

[২৪৩]. ওমর ইবনু হাসান ওছমান ফালাতাহ. আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ (দিমাস্কঃ মাকতাবাতুল গাযালী, ১৯৮১/১৪০১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩২।

أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيْ تَحْرِيْمِ الْكِذْبِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَا كَانَ مِنَ الْأَحْكَامِ وَمَا لَاحُكْمَ فِيْهِ كَالتَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَالْمَوَاعِظِ وَغَيْرِذَلِكَ فَكُلُّهُ حَرَامٌ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَأَقْبَحِ الْقَبَائِحِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ.

‘শরী‘আতের আহকাম তাছাড়াও উৎসাহ, ভীতি, উপদেশসহ যে বিষয়েই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মিথ্যারোপ করা হোক তা হারাম। এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে সবই হারাম, বৃহৎ কাবীরা গোনাহ সমূহ ও জঘন্য কার্যাদির অন্তর্ভুক্ত’।[২৪৪]

মুহাদ্দিছ যায়েদ বিন আসলাম বলেন, مَنْ عَمِلَ بِخَبَرٍ صَحَّ أَنَّهُ كِذْبٌ فَهُوَ مِنْ خَدَمِ الشَّيْطَانِ. ‘হাদীছ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যে তার উপর আমল করে সে শয়তানের খাদেম’।[২৪৫]

যঈফ হাদীছের হুকুমঃ

যঈফ হাদীছের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছের প্রতি কেউ কেউ শিথিলতা প্রদর্শন করলেও প্রথম সারির মুহাদ্দিছগণের মতে কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল আরাবী মালেকী, ইবনু হাযাম, ইবনু তাইমিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জন করেছেন।

সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (রহঃ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে বলেন,

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهَبَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ذَلِكَ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَيْهِ شَرْطُ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ وَتَشْنِيْعِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ عَلَى رُوَاةِ الضَّعِيْفِ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ وَعَدَمُ إِخْرَاجِهِمَا فِيْ صَحِيْحِهِمَا شَيْئًا مِنْهُ.

‘স্পষ্ট যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রীতিও তাই। ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারীতে যে শর্ত অবলম্বন করেছেন এবং ইমাম মুসলিম যঈফ রাবীদের উপর যে বড় দোষ আরোপ করেছেন যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি- তাতে সেটাই প্রমাণিত হয়।

[২৪৪]. ইমাম নববী, শরহে ছহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮; মুক্বাদ্দাম মুসলিম, অনুচ্ছেদ-২ এর শেষাংশ দ্রঃ।

[২৪৫]. মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওযূ‘আত পৃঃ ৭; আল-ওয়ায‘উ ফিল হাদীছ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩।

তাছাড়া তাদের ছহীহ গ্রন্থদ্বয়ে কোন প্রকার যঈফ হাদীছ বর্ণনা না করাও তার প্রমাণ'।[২৪৬]

ইমাম মুসলিম যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত শিরোনাম রচনা করেছেন,

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْاحْتِيَاطِ فِيْ تَحَمُّلِهَا. 'দুর্বল রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং তা বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন'।[২৪৭] অতঃপর তিনি এর পক্ষে অনেক প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর নিকট যঈফ হাদীছ বর্ণনা করাই নিষিদ্ধ, আমল করা তো অনেক দূরের কথা।

ইবনুল আরাবী (মৃঃ ৫৪৩ হিঃ) বলেন, إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ لاَيُعْمَلُ به مُطْلَقًا 'যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই আমল করা যায় না'।[২৪৮]

বিশ্ববিখ্যাত মুজাদ্দিদ, পাঁচ শতাধিক মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা, শায়খ আহামদ ইবনু তাইমিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন,

لاَيَجُوْزُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِيْ الشَّرِيْعَةِ عَلَى الأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ الَّتِيْ لَيْسَتْ صَحِيْحَةً وَلاَ حَسَنَةً.

'শরী'আতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ সমূহের উপর নির্ভরশীল হওয়া বৈধ নয়, যা ছহীহ এবং হাসান বলে প্রমাণিত হয়নি'।[২৪৯]

শায়খ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী সকল ক্ষেত্রে যাবতীয় যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে বলিষ্ঠচিত্তে বলেন,

إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ إِنَّمَا يُفِيْدُ الظَّنَّ الْمَرْجُوْحَ وَلاَ يَجُوْزُ الْعَمَلُ بِهِ اتِّفَاقًا فَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ فِيْ الْفَضَائِلِ لاَبُدَّ أَنْ يَأتِيَ بِدَلِيْلٍ وَهَيْهَاتَ.

'নিশ্চয়ই যঈফ হাদীছ কেবল অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয়, ঐকমত্যের ভিত্তিতে যার প্রতি আমল করা বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে, ফযীলত সংক্রান্ত যঈফ

[২৪৬]. আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ মিন ফনূনি মুছত্বালাহিল হাদীছ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৩৫৩ হিঃ), পৃঃ ১১৩; উয়ূনুল আছার ১/১৫ পৃঃ; হুকমুল আমাল বিন হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ৬৯।

[২৪৭]. ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯, অনুচ্ছেদ-৪।

[২৪৮]. হাফেয সাখাভী, আল-ক্বাওলুল বালীগ ফী ফাযলিছ ছালাতি আলাল হাবীবিশ শাফি', পৃঃ ১৯৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭-৪৮।

[২৪৯]. ইবনু তায়মিয়াহ, ক্বায়েদাতুন জালীলাহ ফিত তাওয়াসসিল ওয়াল ওয়াসীলাহ, পৃঃ ৮৪; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৭।

হাদীছের উপর আমল করা যাবে তাকে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে। কিন্তু তা তো অসম্ভব’![২৫০]

এছাড়াও মুহাদ্দিছগনের অন্যতম মূলনীতি হল, যঈফ হাদীছ উল্লেখ করার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে সম্বোধন না করা।[২৫১] মুহাদ্দিছগণের উপরিউক্ত চূড়ান্ত মূলনীতিই প্রমাণ করে যঈফ হাদীছ কোন পর্যায়ের। যা বলার সময়ও রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নামে বলা যায় না। এমনকি কোন ছাহাবী তাবেঈর নামেও বর্ণনা করা যায় না। তাহ’লে কোন বিবেকে তার উপর আমল করা যাবে? আমরা মনে করি, যঈফ হাদীছ বর্জনের জন্য এই মূলনীতিই যথেষ্ট। মোটকথা যঈফ ও জাল হাদীছ সম্পূর্ণরূপে বর্জনের মধ্যে মুসলিম উম্মাহর জন্য মহা কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[২৫২]

(৭) হাদীছ বিকৃতির দুঃসাহসঃ

দলীয় গোঁড়ামী মানুষকে অন্ধ ও বধির করে ফেলে। উপমহাদেশের মাযহাবী আলেমগণের অনেকে উক্ত ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে নিজেরা বিভ্রান্ত হয়েছেন, অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করেছেন। কোনভাবে যখন ছহীহ হাদীছের হুকুম খণ্ডন করা সম্ভব হয়নি তখন হাদীছের শব্দ, বাক্য, শিরোনাম বিকৃতি করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেননি। হাদীছের শব্দ পরিবর্তন, বৃদ্ধিকরণ, হ্রাসকরণ সর্বক্ষেত্রেই উৎসাহ প্রদান করেছে মাযহাবী সংকীর্ণতা। শুধু তারাবীহ সংক্রান্ত নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হ’ল-

(এক) হাদীছের প্রধান ছয়টি গ্রন্থে ২০ রাক‘আতের কোন হাদীছ নেই। অথচ আবুদাঊদের উদ্ধৃতি পেশ করা হয়ে থাকে। কারণ হ’ল দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার প্রধান শিক্ষক শায়খুল হিন্দ নামে খ্যাত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (১২৩৮-১৩৩৮ হিঃ) সুনানে আবুদাঊদের একটি হাদীছের শব্দ পরিবর্তন করেছেন। যদিও হাদীছটি ইমাম আবুদাঊদসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের নিকট যঈফ। মূল হাদীছটি হ’ল-

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً..

---

[২৫০]. তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৪।

[২৫১]. দেখুন: ইমাম নববী, মুক্বাদ্দামাহ শরহে মুসলিম, অনুচ্ছেদ ২-এর শেষাংশ; আল-মাজমূ‘ শারহুল মুহাযযাব ১/৬৩ পৃঃ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৯।

[২৫২]. বিস্তারিত দ্রঃ লেখক প্রণীত- ‘যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি’ বই।

হাসান থেকে বর্ণিত, ওমর (রাঃ) উবাই ইবনু কা'বের মাধ্যমে লোকদের একত্রিত করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে ২০ রাত্রি ছালাত আদায় করান।[২৫৩]

উক্ত হাদীছের টীকায় মাওলানা মাহমূদুল হাসান নিজের পক্ষ থেকে শব্দ তৈরি করে বলেছেন, অন্য বর্ণনায় عِشْرِيْنَ رَكْعَةً 'বিশ রাক'আত' রয়েছে। এই বিকৃত শব্দেই দিল্লী 'মুজতবাঈ প্রেস' আবুদাঊদ ছাপায়। অতঃপর মাওলানা খায়রুল হাসান আবুদাঊদ শরীফের টীকা লিখতে গিয়ে عِـــشْرِيْنَ رَكْعَـــةً 'বিশ রাক'আত' মিথ্যা কথাটুকু মূল হাদীছের সাথে যোগ করেন এবং হাদীছের মূল শব্দ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً 'বিশ রাত' টীকায় যোগ করেন। যা দিল্লী মজীদী প্রেস থেকে ছাপানো হয়।[২৫৪] উক্ত সংস্করণটি ১৯৮৫ সালে দেওবন্দের 'আছাহহুল মাতাবে' প্রেস কর্তৃক ছাপা হয়, যা আজও পর্যন্ত সমগ্র ভারত উপমহাদেশে পড়ানো হচ্ছে।[২৫৫] অথচ তার পূর্বে ১২৬৪ হিজরীতে দিল্লী মুহাম্মাদী প্রেস, ১২৭২ হিজরীতে দিল্লী কাদেরী প্রেস সহ[২৫৬] মধ্যপ্রাচ্যে তথা মিশর, সিরিয়া, লেবানন, কুয়েত, সউদী আরব প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রকাশিত আবুদাঊদের কোন একটিতেও ঐ মিথ্যা শব্দ নেই।

(দুই) ইমাম বুখারী (রহঃ) كِتَابُ صَلَاةِ التَّـــرَاوِيْحِ 'তারাবীহর ছালাতের অধ্যায়' নামে ছহীহ বুখারীতে একটি শিরোনাম উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে ১১ রাক'আতের মা আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে ছাপা ছহীহ বুখারী থেকে উক্ত শিরোনাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এটা একপ্রকার তথ্য সন্ত্রাস। এর কারণ হল, প্রচলিত আছে যে, 'তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পৃথক ছালাত, তারাবীহ ২০ রাক'আত আর তাহাজ্জুদ ১১ রাক'আত, আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছে তাহাজ্জুদের কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি। ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত শিরোনাম রচনা করায় এবং সেখানে ১১ রাক'আতের হাদীছ বর্ণনা করায় উক্ত প্রচারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া উক্ত শিরোনাম উল্লেখ থাকলে উপমহাদশে ছহীহ বুখারীর পাঠদান ও পাঠগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ শিক্ষক-ছাত্র ও ওলামায়ে কেরামের নিকট উক্ত বিষয়টি যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তারাবীহর ছালাত আসলেই ৮ রাক'আত; ২০ রাক'আত নয়। তাই এই ন্যাক্কারজনক কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

[২৫৩]. নাছবুর রাইয়াহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫ পৃঃ; আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ হা/১৪২৯, পৃঃ ২০২, ২২ লাইন, 'বিতর ছালাতে কুনূত' অনুচ্ছেদ।

[২৫৪]. ইবনে আহমাদ সালাফী, আহলেহাদীসের প্রকৃত পরিচয় (কলিকাতা: সালাফী প্রকাশনী, ১নং মারকুইস লেন, ২য় সংস্করণঃ ১৯৯৭), পৃঃ ৬৬-৬৭।

[২৫৫]. দেখুনঃ আবুদাঊদ , পৃঃ ২০২, ছালাত' অধ্যায়, 'বিতর ছালাতে কুনূত' অনুচ্ছেদ।

[২৫৬]. আহলেহাদীছের প্রকৃত পরিচয়, পৃঃ ৬৭-৬৮।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ছলচাতুরী করে ইসলামী শরী'আতকে কখনো গোপন করা যায় না। ছহীহ বুখারী শুধু উপমহাদেশেই ছাপা হয় না; বরং বিশ্বের বহু দেশে আল্লাহ তার ছাপানোর ব্যবস্থা রেখেছেন। তাই সিরিয়া, মিসর, কুয়েত, লেবানন, সউদী আরবসহ অন্যান্য দেশে ছহীহ বুখারী যত বার ছাপানো হয়েছে সেখানেই উক্ত শিরোনাম আছে, তা পুরাতন হোক আর নতুন হোক। আফসোস!, হক্ব গোপন করার এই জঘন্য প্রচেষ্টা আর কত দিন চলবে! মাযহাবী ব্যবসার জয়জয়কার যে উপমহাদেশেই সিংহভাগ চলে এগুলোই তার বাস্তব প্রমাণ।

(তিন) 'উমদাতুল ক্বারী' প্রণেতা আল্লামা আইনী ইমাম বায়হাক্বীর উদ্ধৃত একটি দুর্বল হাদীছের শেষে অতিরিক্ত বাক্য যোগ করেছেন। মূল বর্ণনাটি হ'ল,

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর (রাঃ)-এর যামানায় রামাযান মাসে লোকেরা ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করত।[২৫৭] উক্ত বর্ণনার শেষে যোগ করা হয়েছে- وَعَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ مِثْلَهُ 'এবং ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর সময়েও এরূপভাবে (২০ রাক'আত) পড়া হ'ত'।[২৫৮] অথচ বায়হাক্বীর কোন গ্রন্থেই উক্ত বাড়তি অংশ পাওয়া যায়নি। যেমন আল্লামা নীমভী হানাফী (রহঃ) তাঁর 'তা'লীকু আছারিস সুনান' গ্রন্থে বলেন, قَوْلٌ مُدْرَجٌ لَايُوْجَدُ فِيْ تَصَانِيْفِ الْبَيْهَقِيِّ '(আইনীর) উক্ত বক্তব্য নিজের পক্ষ থেকে সন্নিবেশিত; বায়হাক্বীর গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না'।[২৫৯] বর্ণনাটি সনদের দিক দিয়ে এমনিতেই দুর্বল। এর উপর আবার জাল করা হয়েছে। যাকে বলে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'। এ বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২ নং হাদীছের আলোচনা দেখুন।

(চার) তাবরাণীতে বর্ণিত একটি হাদীছের শেষে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। যদিও হাদীছটি যঈফ ও মুনকার। মূল হাদীছটি হল-

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّيْ بِنَا فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَنْصَرِفُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ.

---

২৫৭. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হা/৪৬১৭, ২য় খণ্ড, ৬৯৮-৯৯।
২৫৮. উমদাতুল ক্বারী ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৮, 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়, ও ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৭।
২৫৯. মির'আতুল মাফাতীহ ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩, হা/১৩১০-এর আলোচনা দ্রঃ।

যায়েদ ইবনু ওহাব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ছালাত পড়িয়েছেন। অতঃপর তিনি রাত্রিতেই প্রত্যাবর্তন করতেন।[২৬০]

উক্ত বর্ণনার শেষে জাল করে বৃদ্ধি করা হয়েছে, قَالَ الْأَعْمَشُ كَانَ يُصَلِّيْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ. 'আ'মাশ বলেন, তিনি বিশ রাক'আত তারাবীহ এবং তিন রাক'আত বিতর পড়াতেন'।[২৬১] উক্ত বাড়তি অংশের কোন ভিত্তি নেই। অন্ধ স্বার্থের জন্য জাল করা হয়েছে। **দ্বিতীয়ত:** তাবরাণীর বর্ণনাটিও যঈফ ও মুনকার। এ বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের **১৩** নং হাদীছের আলোচনা দ্রঃ।

২০ রাক'আতের অযৌক্তিক দাবীকে জোরপূর্বক সমাজে টিকিয়ে রাখার হীন স্বার্থে উপরিউক্ত অপকৌশল ও প্রতারণার ফাঁদ পাতা হয়েছে যুগে যুগে। সেই ফাঁদেই আটকে পড়েছে সরলপ্রাণ মুসলিম জনতা। তথাকথিত মাযহাবী গোঁড়ামীই এ সকল অনৈক্য ও বিভ্রান্তির মূল কারণ। এই নোংরা স্তূপকে রক্ষা করার জন্যই মস্তিষ্ক প্রসূত বিধানের অবতারণা। তা না হলে হাদীছ জাল ও বিকৃতি করার মত জঘন্য অপকর্মে আলেমগণ লিপ্ত হতেন না। শী'আরা দলীয় স্বার্থে লক্ষ লক্ষ হাদীছ জাল করেছে।[২৬২] আর মাযহাবীরা মাযহাবকে টিকিয়ে রাখার জন্য হাদীছের বিকৃতি ঘটিয়েছে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীছ মওজুদ থাকতে বিভিন্ন মিথ্যা কৌশলে তাকে এড়িয়ে যাওয়া অতীব জঘন্য কর্ম। এটা হাদীছের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করার শামিল। এক্ষেত্রে ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ)-এর বক্তব্য খুবই প্রাধান্যযোগ্য,

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةً عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَحِلُّ لَهُ أَنْ يَّدْعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ.

'সকল মুসলিম এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যার নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত প্রকাশিত হবে, সেই সুন্নাতকে কারো কথার মাধ্যমে পরিত্যাগ করা তার জন্য হারাম হবে'।[২৬৩]

উপসংহার:

ইসলামী শরী'আত মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত এক অভ্রান্ত ও অপ্রতিরোধ্য সংবিধান। এর দীপ্তোজ্জ্বল প্রতীক হলেন মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এতে কোন দুর্বলতা নেই, নেই কোন ত্রুটিবিচ্যুতি। মতানৈক্য ও বিতর্কের

---

[২৬০]. তাবরাণী, আল-মু'জামুল কাবীর ৯/৩১৭ পৃঃ, হা/৯৫৮৮।
[২৬১]. ইবনু নাছর, ক্বিয়ামুল লাইল, পৃঃ ২১; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৭০।
[২৬২]. ড. শায়খ মুছত্বফা সাবাঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৫ হিঃ/১৪০৫), পৃঃ ৭৯-৮১।
[২৬৩]. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ৮২; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (রিয়ায: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৯১/১৪১১), পৃঃ ৫০।

সাথেও এর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। তাই আমাদেরকে যাবতীয় কলুষতা ও বিতর্কের বেড়াজাল ছিন্ন করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে শক্তভাবে ধারণ করতে হবে। আল্লাহর ঘোষণা,

اتَّبِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ.

'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা কেবল তারই অনুসরণ করো, উহা ছাড়া অন্য কোন অলী-আওলিয়ার অনুসরণ কর না' *(আ'রাফ ৩)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ أَطِيْعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً.

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের যিনি শাসক তার। তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে সেটাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক থেকে উত্তম' *(নিসা ৫৯)*।

দ্বিতীয়ত: আমাদের জন্য একমাত্র মডেল ব্যক্তি হলেন মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির প্রাধান্য নেই। একমাত্র তিনিই কাল ক্বিয়ামতের মাঠে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন। সুতরাং একমাত্র তাঁকেই মোডেল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে, অন্য কাউকে নয়। হাদীছে এসেছে,

فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقٌ بَيْنَ النَّاسِ.

'সুতরাং যে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য স্বীকার করল। আর যে মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। (মনে রেখ) একমাত্র মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই মানুষের মধ্যে (হক্ব ও বাতিলের) পার্থক্য নির্ধারণকারী মানদণ্ড'।[২৬৪]

তাঁর আনুগত্য ছাড়া যদি অন্য কারো আনুগত্য করা হয় তাহলে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে, যদিও ঐ অনুসরণীয় ব্যক্তি পূর্ববর্তী কোন নবীও হন। হাদীছের চিরন্তন সাক্ষ্য,

[২৬৪]. ছহীহ বুখারী হা/৭২৮১, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮১, 'ই'তিছাম' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২; মিশকাত হা/১৪৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৩৭।

وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسَى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِيْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِيْ لَاتَّبَعَنِيْ.

‘ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, এ সময় তোমাদের নিকট যদি মূসা (আঃ)ও আগমন করতেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতে, তবুও তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। এমনকি স্বয়ং মূসা (আঃ) যদি আজকে বেঁচে থাকতেন, আর আমার নবুওঅত পেতেন, তাহলে অবশ্যই তিনিও আমার অনুসরণ করতেন’।[৬৮]

আমরা মুসলিম উম্মাহকে যঈফ ও জাল হাদীছ, রুগ্ন বিতর্ক ও কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে মহা পবিত্র অহীর বিধান ও সর্বোত্তম আদর্শের মূর্তপ্রতীক হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। উক্ত অনিন্দ্য সুন্দর জান্নাতী পথের সন্ধানেই আমাদের এই সংগ্রাম। সেজন্য শারঈ কোন বিষয়ে আমরা অর্থ-সম্পদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিতে চাই না। আমাদের চ্যালেঞ্জ কেবল প্রজ্জ্বলিত দলীলের। আমরা কেবল সেই অভ্রান্ত শরী‘আতের আলোকে সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে চাই এবং সেদিকেই মানুষকে আহ্বান জানাতে চাই। অতঃপর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পরকালে জান্নাতের এক কোণে ঠাঁই পেতে চাই। হে আল্লাহ! আমাদের এ বাসনা আপনি কবুল করুন- আমীন!!

৬৮. দারেমী হা/৪৪৩; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৯৪ ও ১৭৭, পৃঃ ৩০ ও ৩২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৮৪, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৫।
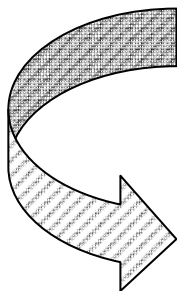
পরিশিষ্ট

জামা'আতের সাথে তারাবীহর ছালাত

পরিশিষ্ট

জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত

তারাবীহর ছালাত জামা'আতের সাথে পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিনদিন এই ছালাত জামা'আতের সাথে পড়েছেন। অতঃপর ফরয হওয়ার আশঙ্কায় তিনি আর জামা'আতে পড়েননি। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتْ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

ইবনু শিহাব বলেন, উরওয়া আমাকে বলেছেন, আয়েশা (রাঃ) তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা অর্ধ রাত্রে বের হ'লেন। অতঃপর মসজিদে ছালাত আদায় করলেন। তাঁর ছালাতের সাথে কতিপয় ব্যক্তিও ছালাত আদায় করল। অতঃপর লোকেরা এ নিয়ে সকালে আলোচনা করতে লাগল। ফলে আগের লোকদের চেয়ে অধিক লোক একত্রিত হ'ল। অতঃপর তিনি ছালাত পড়লেন, লোকেরাও তাঁর সাথে ছালাত আদায় করল। তারপর জনগণ সকাল করল ও আলোচনা করতে থাকল। ফলে তৃতীয় রাত্রে মসজিদে লোক সংখ্যা বেশী হ'ল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তারপর বের হ'লেন এবং ছালাত আদায় করলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে ছালাত আদায় করল। চতুর্থ রাতে মসজিদে লোক ধরল না। অবশেষে তিনি ফজরের ছালাতের জন্য বেরিয়ে আসলেন। তিনি যখন ফজর ছালাত শেষ করলেন তখন মুছল্লীদের দিকে ফিরে তাশাহহুদের ন্যায় বসলেন। অতঃপর হাম্‌দ ছানার পর বললেন, তোমাদের স্থানের ব্যাপারে আমার

ভয় হয়নি; বরং আমি ভয় করেছি এটা তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায় কি-না। ফলে তোমরা তা আদায় করতে অক্ষমতা দেখাবে। অতঃপর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত বিষয়টি ঐভাবেই ছিল।[২৬৫]

উক্ত হাদীছের আলোকে অনেকে তিন দিনের বেশী জামা'আতের সাথে তারাবীহ পড়াকে নাজায়েয মনে করেন। কেউ কেউ তারাবীহর জামা'আতকেই বিদ'আত বলে থাকেন। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জামা'আতে তারাবীহ পড়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের শেষ দিকে তারাবীহর জামা'আত পুনরায় চালু করাকেও অনেকে শরী'আতে বিদ'আত বলে অভিহিত করেন। বেশ কিছু কারণে উক্ত মতামতগুলো ক্রুটিপূর্ণ।

(এক) ফরয হওয়ার আশঙ্কায় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তারাবীহর ছালাত আর জামা'আতে না পড়লেও পূর্বের ধারাবাহিকতায় ছাহাবায়ে কেরাম বিক্ষিপ্তভাবে খণ্ড খণ্ড জামা'আতে তারাবীহ পড়া অব্যাহত রেখেছিলেন। যেমন পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ فِيْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ أَوْزَاعًا يَكُوْنُ مَعَ الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ فَيَكُوْنُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ أَوْ السِّتَّةُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ فَيُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ قَالَتْ فَأَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَنْصِبَ لَهُ حَصِيْرًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي فَفَعَلْتُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَتْ فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا طَوِيْلًا..

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মসজিদে রামাযানের রাত্রিতে জনগণ বিক্ষিপ্তভাবে ছালাত পড়ছিল । সামান্য কুরআন পড়া জানে এমন ব্যক্তির সাথে পাঁচজন, ছয়জন কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশী সংখ্যক লোকেরা জামা'আতে ছালাত পড়ছিল। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক রাত্রে আমার ঘরের দরজায় একটি চাটাই বিছিয়ে দিতে আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম। অতঃপর তিনি বের হলেন এশার ছালাতের শেষ

২৬৫. ছহীহ বুখারী হা/২০১২, ১/২৬৯ পৃঃ; ইফাবা হা/১৮৮২।

সময়ের পর। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর মসজিদে যারা ছিল তারা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে জমা হ'ল এবং তিনি তাদের সাথে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত ছালাত আদায় করলেন।...[২৬৬]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়, তারাবীহ ছালাতের খণ্ডাকৃতির জামা‘আত পূর্ব থেকেই চালু ছিল। অতঃপর সেই ছালাতই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুছল্লীদেরকে নিয়ে তিনদিন পড়েন। তারপর ফরয হওয়ার আশঙ্কায় তিনি জামা‘আতে পড়া ছেড়ে দেন। কিন্তু ছাহাবীদের পূর্বের আমল অব্যাহত ছিল।[২৬৭] এমনকি ওমর (রাঃ)-এর যুগ পর্যন্ত চালু ছিল। যেমন-

ওমর (রাঃ)-এর তারাবীহর জামা‘আত পুনরায় চালু করা সংক্রান্ত হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّيْ أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ....

আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল ক্বারী বলেন, রামাযানের কোন এক রাত্রে আমি ওমর (রাঃ)-এর সাথে মসজিদের দিকে বের হ'লাম। তখন লোকেরা পৃথক পৃথক হয়ে বিচ্ছিন্ন ছিল। কেউ একাকী ছালাত পড়ছিল, আবার কেউ ছালাত পড়ছিল আর তার ছালাতের সাথে একদল লোক ছালাত আদায় করছিল। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি যদি তাদেরকে একজন ক্বারীর পিছনে একত্রিত করি তাহ'লে তা ভাল হবে। অতঃপর ইচ্ছা করলেন এবং উবাই ইবনু কা‘বের সাথে লোকদেরকে একত্রিত করলেন .....।[২৬৮]

অতএব উম্মতের জন্য তারাবীহর ছালাত জামা‘আতের সাথে পড়ার বিধান স্বাভাবিক। আর ফরয হওয়ার আশঙ্কা কেবল রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্যই ছিল, উম্মতের জন্য নয়।

---

২৬৬. মুসনাদে আহমাদ হা/২৬৩৫০, ৬/২৬৭ পৃঃ, সনদ ছহীহ; ছহীহ বুখারী হা/২০১২, ১/২৬৯ পৃঃ।

২৬৭. أی علی الصلاة أوزاعا -ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ১২।

২৬৮. ছহীহ বুখারী হা/২০১০, ১/২৬৯ পৃঃ, ইফাবা প্রকাশনী, হা/১৮৮০, 'রামাযানের ছালাত' অধ্যায়।

(দুই) তারাবীহর ছালাত জামা'আতে পড়ার ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমনটি নিম্নের হাদীছে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنْ الشَّهْرِ وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ قُلْتُ لَهُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُوْرُ.

আবুযার (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিয়াম পালন করলাম কিন্তু তিনি আমাদের সাথে ছালাত (তারাবীহ) পড়লেন না। অবশেষে যখন মাসের সাত দিন অবশিষ্ট থাকল তখন তিনি আমাদের সাথে ছালাত পড়লেন- এমনকি রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। তারপর ষষ্ঠ রাত্রে তিনি আমাদের সাথে ছালাত পড়লেন না। অতঃপর পঞ্চম রাতে আমাদের সাথে ছালাত পড়লেন- এমনকি অর্ধ রাত পর্যন্ত। তারপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! বাকী রাতগুলো যদি আমাদের জন্য নফল করে দিতেন! (কতই না ভাল হ'ত)। তখন তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি ইমাম ছালাত শেষ করা পর্যন্ত তার সাথে ছালাত আদায় করবে তার জন্য পুরো রাত্রি ছালাত আদায় করার ছওয়াব লিখে দেওয়া হবে'। অতঃপর তিনি মাসের তিন রাত অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমাদের সাথে ছালাত পড়লেন না। তারপর তিনি তৃতীয় রাত্রে তাঁর পরিবার ও স্ত্রীদেরসহ আমাদের সাথে ছালাত পড়লেন। এমনকি আমরা ফালাহ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলাম। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ফালাহ কী? তিনি বললেন, সাহারী।[২৬৯]

শায়খ আলবানী উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে বলেন,

২৬৯. ছহীহ তিরমিযী হা/৮০৬, ১/১৬৬ পৃঃ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৭৫, ১/১৯৫ পৃঃ.; ছহীহ নাসাঈ হা/১৬০৫, ১/১৮২ পৃঃ.; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৩২৭, পৃঃ ৯৪; ইবনু আবী শায়বাহ ২/২৮৬ পৃঃ; ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ১৪।

فَإِنَّهُ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ عَلَى فَضِيْلَةِ صَلَاةِ قِيَامِ رَمَضَانَ مَعَ الْإِمَامِ.

‘রামাযান মাসে ইমামের সাথে রাতের ছালাত আদায়ের ফযীলতের ব্যাপারে এই হাদীছ স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে’।[২৭০] ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন,

سَمِعْتُ أَحْمَدَ قِيْلَ لَهُ يُعْجِبُكَ أَنْ يُّصَلِّيَ الرَّجُلُ مَعَ النَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ أَوْ وَحْدَهُ ؟ قَالَ يُصَلِّي مَعَ النَّاسِ وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُوْلُ يُعْجِبُنِيْ أَنْ يُّصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ وَيُوْتِرُ مَعَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِ.

‘আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রামাযান মাসে যে একাকী ছালাত পড়ে সে আপনাকে আকৃষ্ট করে, না যে লোকদের সাথে জামা‘আতের সাথে ছালাত পড়ে সে? তিনি বলেন, যে লোকদের সাথে ছালাত আদায় করে সে। ইমাম আবুদাউদ আরো বলেন, আমি তাঁকে এটাও বলতে শুনেছি যে, আমাকে ঐ ব্যক্তি আকৃষ্ট করে যে ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে এবং বিতর পড়ে। যেমন নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ‘যখন কোন ব্যক্তি ইমাম ছালাত শেষ করা পর্যন্ত তার সাথে ছালাত আদায় করে তখন আল্লাহ তার জন্য পুরো রাত্রি ছালাত আদায় করার ছওয়াব নির্ধারণ করে দেন’।[২৭১]

উক্ত হাদীছে জামা‘আতের সাথে তারাবীহ পড়ার স্থায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং জামা‘আতের সাথে তারাবীহ পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে নিজেই উৎসাহ প্রদান করেছেন সেটাও প্রমাণিত হয়েছে। সেই সাথে জামা‘আতের সাথে পড়ার বিশেষ ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে।

(তিন) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর ফরয হওয়ার আশঙ্কা দূর হয়ে গেছে। সুতরাং তারাবীহর ছালাত উম্মতের জন্য জামা‘আতের সাথে পড়ার ব্যাপারে কোন বাধা নেই। কারণ খণ্ড জামা‘আত পূর্ব থেকেই অব্যাহত ধারায় চালু ছিল। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন,

২৭০. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ ১৫।
২৭১. আবুদাঊদ, আল-মাসাইল, পৃঃ ৬২।

قُلْتُ وَهَذِهِ الْأَحَادِيْثُ ظَاهِرَةُ الدَّلَالَةِ عَلَى مَشْرُوْعِيَّةِ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ جَمَاعَةً لِاسْتِمْرَارِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تِلْكَ اللَّيَالِيْ وَلَا يُنَافِيْهِ تَرْكُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ فِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عللــه بِقَوْلِهِ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذِهِ الْخَشْيَّةَ قَدْ زَالَتْ بِوَفَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أَكْمَلَ اللهُ الشَّرِيْعَةَ وَبِذَلِكَ يَزُوْلُ الْمَعْلُوْلُ وَهُوَ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ وَيَعُوْدُ الْحُكْمُ السَّابِقُ وَهُوَ مَشْرُوْعِيَّةُ الْجَمَاعَةِ وَلِهَذَا أَحْيَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمَا سَبَقَ وَيَأْتِيْ وَعَلَيْهِ جَمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ.

‘আমি বলছি, জামা‘আতের সাথে তারাবীহর ছালাত পড়া শারঈ বিধান হওয়ার ব্যাপারে এ সমস্ত হাদীছ স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কারণ উক্ত রাত্রিগুলোতে ছালাত আদায়ে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ধারাবাহিকতা রয়েছে। ৪র্থ রাত্রে তারাবীহ না পড়ার কারণে তা নিষিদ্ধ হওয়া বুঝায় না। কারণ এর উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বক্তব্য ‘আমি আশঙ্কা করছি তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায় কি-না’। নিঃসন্দেহে তাঁর মৃত্যুর পর শরী‘আত পূরণের মাধ্যমে উক্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। আর এ জন্য জামা‘আত ত্যাগ করার কারণও দূর হয়ে গেছে। তাই সেটা পূর্বের হুকুমে ফিরে যাবে অর্থাৎ শারঈ জামা‘আত। আর এজন্যই ওমর (রাঃ) তা পুনরায় চালু করেছিলেন। এটাই জমহূর বিদ্বানগণের বক্তব্য’।[২৭২]

(চার) ওমর (রাঃ) নতুন করে জামা‘আত চালু করেননি। তিনি কেবল আগে থেকে চলে আসা খণ্ড খণ্ড জামা‘আতকে এক জামা‘আতে পরিণত করে শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যবর্ধন করেছিলেন। সুতরাং তিনি নতুন করে জামা‘আতের সূচনা করেছেন এ কথা সঠিক নয়। নিম্নের হাদীছ থেকে সেটাই প্রমাণিত হয়-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّيْ أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ

২৭২. ছালাতুত তারাবীহ, পৃঃ১৩।

خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِي يَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُوْمُوْنَ يُرِيْدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ أَوَّلَهُ.

আব্দুর রহমান ইবনু আব্দুল ক্বারী বলেন, রামাযানের কোন এক রাত্রে আমি ওমর (রাঃ)-এর সাথে মসজিদের দিকে বের হ'লাম। তখন লোকেরা পৃথক পৃথক হয়ে বিচ্ছিন্ন ছিল। কেউ একাকী ছালাত পড়ছিল, আবার কেউ ছালাত পড়ছিল আর তার ছালাতের সাথে একদল লোক ছালাত আদায় করছিল। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি যদি তাদেরকে একজন ক্বারীর পিছনে একত্রিত করি তাহ'লে তা ভাল হবে। অতঃপর ইচ্ছা করলেন এবং উবাই ইবনু কা'বের সাথে লোকদেরকে একত্রিত করলেন। তারপর অন্য এক রাত্রে তাঁর সাথে আমি বের হলাম। তখন লোকেরা একজনের পিছনে ছালাত আদায় করছিল। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, কী সুন্দর নতুন সৃষ্টি! তবে তারা যা পড়ছে তার চেয়ে উত্তম সেটাই যার জন্য তারা ঘুমাত অর্থাৎ শেষ রাত্রের ছালাত। তবে লোকেরা প্রথমাংশেই পড়ত।[২৭৩]

উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছে আভিধানিক অর্থে 'সুন্দর বিদ'আত' বলা হয়েছে, শারঈ অর্থে নয়। কারণ তিনি এর সূচনাকারী নন। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই এর সূচনাকারী। তিনি কেবল সেটাই পুনরায় চালু করেছিলেন। আবুবকর (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকালে এবং ওমর (রাঃ)-এর প্রথমার্ধে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন অস্থিরতা ও সমস্যার কারণে উক্ত জামা'আত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অতঃপর পরিস্থিতি শান্ত হ'লে পূর্ণাঙ্গ জামা'আত চালু হয়।[২৭৪]

(পাঁচ) সবশেষে বলা যায়, ওমর (রাঃ) কর্তৃক পুন:প্রতিষ্ঠিত জামা'আতে ছাহাবায়ে কেরাম শামিল হওয়ার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে তা ইজমায়ে ছাহাবা প্রমাণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তারাবীহর জামা'আত সাব্যস্ত হয়। সুতরাং তারাবীহর ছালাত জামা'আতের সাথে পড়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সমালোচনা থাকা সমীচীন নয়।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

২৭৩. ছহীহ বুখারী হা/২০১০; মিশকাত হা/১৩০১; ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, هَذَا تَصْرِيْحٌ مِنْهُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِيْ آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ لَكِنَّ لَيْسَ فِيْهِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِيْ قِيَامِ اللَّيْلِ فُرَادَى أَفْضَلُ مِنَ التَّجْمِيْعِ ফাৎহুল বারী, ৪/৩১৮ পৃঃ।

২৭৪. মির'আত ৪/৩২৮।